خيركم من تعلم القرآن وعلمه

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে আর শেখায়।

HAR JUZ KA MUKHTASAR TARUF

প্রত্যেক পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পারা: 16-30

দ্বিতীয় খণ্ড

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

Author / লেখক

Shaikh Dr. Arshad Basheer Umari Madani

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

হাফিজ, আলিম, ফাযিল (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

Bangla Translation / বঙ্গানুবাদ

Shaikh Abdul Halim Bukhari

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

শিক্ষক: রাহাতপুর হাই-মাদ্রাসা (উচ্চমাধ্যমিক)
উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে আর শেখায়।

প্রত্যেক পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পারা: ১৬-৩০

দ্বিতীয় খণ্ড

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

হাফিজ, আলিম, ফাযিল (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

এমবিএ, পিএইচডি (সুইজারল্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক: AskIslamPedia.com

চেয়ারম্যান: Ocean The ABM School, হায়দরাবাদ

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَاب أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ

(সূরা সাদ, আয়াত ২৯)

এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে এবং বোধসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।

অনুবাদকের বক্তব্য

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সর্বশক্তিমান। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, মানবতার মুক্তিদাতা, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি কুরআনের জ্ঞান ও হিকমাহ আমাদের সামনে জীবন্ত রূপে তুলে ধরেছেন।

পবিত্র কুরআন মানবতার জন্য এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এটি শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের জন্য চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। কুরআনের প্রতিটি আয়াত আমাদের জন্য শিক্ষা, উপদেশ ও সঠিক পথের দিশা বহন করে। যারা কুরআন অনুসরণ করে, তারা সফলতা লাভ করে, আর যারা তা থেকে বিমুখ হয়, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা কুরআনের প্রথম ১৫ পারার আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে এবার আমরা শেষ ১৫ পারার আলোচনা নিয়ে **দ্বিতীয় খণ্ড** উপস্থাপন করছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো কুরআনকে শুধু তিলাওয়াত করা নয়, বরং তার গভীর অর্থ অনুধাবন করা এবং তা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলোর উপর তালা লাগানো রয়েছে?" (সূরা মুহাম্মাদ: ২৪)

এই দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ ও সংকলনের গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের তাওফিক দানের জন্য আমি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি সাহেবের আন্তরিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা আমার জন্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল মূল গ্রন্থের ভাব ও ব্যঞ্জনা বজায় রাখা এবং বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য তা সহজবোধ্য করা।

আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, আমাদের কুরআনের সঠিক শিক্ষা অনুধাবন ও তা অনুসরণের তাওফিক দান করেন। যাঁরা এই অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন, আমাদের অন্তরকে কুরআনের জ্ঞান দ্বারা পরিশুদ্ধ করুন এবং আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করুন। আমীন!

বিনীত

আব্দুল হালিম বুখারি

১৭/০৩/২০২৫

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

قال الم

১৬

ষষ্ঠদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

ষষ্ঠদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৬তম পারা "ক্বালা আলাম" (قال ألم)

উলামায়ে কেরাম ১৬তম পারাকে ২৩টি ইউনিটে ভাগ করেছেন। প্রতিটি ইউনিটে বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট অনুযায়ী পারা ১৬-এর আয়াত ও বিষয়গুলোর বিভাজন

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
		সূরা কাহ্ফ
১	৭৪-৮২	মূসা (আঃ) ও খিজির (আঃ)-এর কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ।
২	৮৩-৯৮	যুলকারনাইন-এর কাহিনী।
৩	৯৯-১১০	ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনার উল্লেখ। সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আলোচনা, জান্নাতের বিবরণ এবং নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মানব হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টকরণ।
		সূরা মারিয়াম
৪	১-৫	জাকারিয়া (আঃ)-এর দুআর বর্ণনা।
৫	৬-১৫	জাকারিয়া (আঃ)-এর দুআ কবুল হওয়ার বিবরণ আর ইয়াহইয়া (আঃ)-এর জন্মের আলোচনা ।
৬	১৬-২৬	মারিয়াম (আঃ)-এর ঘটনা ও আল্লাহর নির্দেশে পবিত্র পুত্র ঈসা (আঃ)-এর জন্মের খবর।
৭	২৭-৪০	ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম এবং নবজাতক হিসেবে মানুষের সঙ্গে কথা বলার ঘটনা।
৮	৪১-৫০	ইবরাহিম (আঃ)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের কথা।

৯	৫১-৫৩	মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর উল্লেখ।
১০	৫৪-৫৫	ইসমাইল (আঃ)-এর বর্ণনা।
১১	৫৬-৮৭	ইদ্রিস, নুহ ও ইব্রাহিম আলাইহিমুস সালামের আলোচনা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ।
১২	৮৮-৯৮	ঈসা (আঃ)-এর নবী ও বান্দা হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টকরণ এবং খ্রিস্টানদের আল্লাহর সন্তান বলার বক্তব্যের খণ্ডন এবং তাওহিদের দাওয়াত।
		সূরা ত্বাহা
১৩	১-৮	কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য ও আল্লাহর আরশে সমুন্নত অবস্থানের বর্ণনা।
১৪	৯-৪৪	মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি, তাওহিদের দাওয়াত, এবং আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন।
১৫	৪৫-৪৮	মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে স্বান্তনা প্রদান, তাদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা এবং দাওয়াতের পথে সাহস জোগানোর কথা এবং তাদের দায়িত্বের আলোচনা।
১৬	৪৯-৫৯	মূসা (আঃ)-এর ফেরাউনের প্রতি দাওয়াত।
১৭	৬০-৭৬	ফেরাউনের জাদুকরদের সাথে মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী।
১৮	৭৭-৮২	মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে বানি ইসরাইলের মুক্তি এবং ফেরাউনের নীল নদে ডুবে মৃত্যু। পুনরায় বানী ইসরাইলের আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে অস্বীকার করার বিবরণ।
১৯	৮৩-৯৮	মূসা (আঃ)-এর পুনরায় তূর পর্বতে যাওয়া, আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন, বানি ইসরাইলের শিরকের কথা।
২০	৯৯-১০৪	যারা কুরআনকে উপেক্ষা করে চলে, তাদের বিবরণ।

২১	১০৫-১১২	কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য, আল্লাহর রসুল (সা.) এবং কুরআনের গুরুত্বের আলোচনা।
২২	১১৩-১১৪	আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করার বিবরণ এবং কুরআন পড়ার সময় ধৈর্য ধরার নির্দেশ ও দ্রুত পড়ার বিষয়ে সাবধানতা।
২৩	১১৫-১২৭	আদম (আঃ)-এর কাহিনী, মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা, এবং আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর তাওবার কথা।

ইউনিট নম্বর ১

১৬তম পারা, সুরা আল-কাহফ (সুরা নম্বর ১৮), আয়াত ৬০ থেকে আয়াত ৮২ পর্যন্ত। এ অংশে মূসা (আঃ) ও খিজির (আঃ)-এর ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আঃ) ও খিজির (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণ। (৬০-৮২)

ইউনিট নম্বর ২

১৬তম পারা, সুরা আল-কাহফ (সুরা নম্বর ১৮), আয়াত ৮৩ থেকে আয়াত ৯৮ পর্যন্ত। এ অংশে যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা। (৮৩-৯৮)

ইউনিট নম্বর ৩

১৬তম পারা, সুরা আল-কাহফ (সুরা নম্বর ১৮), আয়াত ৯৯ থেকে আয়াত ১১০ পর্যন্ত। এ অংশে ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা, কিয়ামতের সময় সিঙ্গা ফুঁকানোর কথা, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আল্লাহর অসীম নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। সূরার শেষে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ। শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইখলাস ও রসুলের অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন কাফিরদের পরিণতি। (১০০-১০৬)

- কিয়ামতের দিন মুমিনদের পুরস্কার। (১০৭-১০৮)
- আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও তাঁর একত্ববাদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানুষ হওয়ার ব্যাপারে বিবরণ। (১০৯-১১০)

سورة مريم

সূরা মারিয়াম

মারিয়াম (আ.)	The Mary
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- সন্তান আল্লাহর একটি নেয়ামত। যেমন প্রতিটি বিষয় আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই সন্তানদেরও আল্লাহর আনুগত্যে উৎসর্গ করা উচিত।[1]
- যেভাবে সন্তান সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অনুরূপ দ্বীনের হেফাজতেরও উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত।
- জাকারিয়া (আ.) সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তারা নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে পারে।
- ঠিক একইভাবে হযরত ইমরানের স্ত্রীর অবস্থাও এমন ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর সন্তানকে দ্বীনের জন্য নিবেদিত করবেন। এরপর মারিয়াম এবং ঈসা (আ.) এর অবস্থাও একই ছিল। ইব্রাহিম (আ.) এর পরে ইসহাক, ইয়াকুব, এবং ইসমাইল (আ.) ও তাদের বংশধরেরাও একই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।
- মন্তব্য: যে সন্তান এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে এবং যে গ্রহণ করে না, উভয়ের উল্লেখ কুরআনের আয়াতে এসেছে:

আয়াত ১: আল্লাহ বলেছেন,

: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

"তারা সেইসব ব্যক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন— আদম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে, নূহ (আ.)-এর সাথে যারা নৌকায় ছিলেন তাদের মধ্য থেকে, ইবরাহিম (আ.) ও ইসরাইলের বংশধরদের মধ্য থেকে, এবং যাদের আমি হেদায়েত দিয়েছি ও মনোনীত করেছি। যখন তাদের কাছে রহমানের আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে।" (সূরা মারইয়াম: ৫৮)

---

[1] বিস্তারিত পড়ুন: "الهدى النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة" (সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি)।

আয়াত ২: আল্লাহ বলেছেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"তাদের পরে এমন এক দল এসেছে, যারা সালাতকে বিনষ্ট করেছে এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে, ফলে তারা শীঘ্রই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।" (সূরা মারইয়াম: ৫৯)

- এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের জন্য সন্তান প্রয়োজনীয় আর আল্লাহর কোনো সন্তান নেই। যারা আল্লাহর জন্য সন্তান প্রমাণ করতে চায়, তাহলে ইত্যাদির জেনে রাখা দরকার যে এটি এক মহাপাপ। এমন পাপ যার কারণে আকাশ ফেটে যেতে পারে, পৃথিবী কেঁপে উঠতে পারে এবং পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।
- খ্রিস্টানদের মূল আকিদা (ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার ধারণা) এর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।[1] একদিকে খ্রিস্টানদের দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে, অন্যদিকে ইহুদিদের মিথ্যা অপবাদ থেকে হযরত মারইয়াম (আ.) এর মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
- এই সূরায় হযরত মারইয়াম (আ.) এর পক্ষে কুরআনের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে।
- এই সূরায় বলা হয়েছে যে, সৎ ব্যক্তিদের উপর আল্লাহর রহমত, রক্ষা এবং সাহায্য কীভাবে আসে।
- বান্দার ইবাদতের পূর্ণতায় আল্লাহর ভালোবাসার পূর্ণতা রয়েছে। আর ইবাদতের অভাবের ফলে আল্লাহর ভালোবাসায়ও ঘাটতি দেখা দিতে পারে। মাজমু' ফাতাওয়া (১:২১৩)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা কাহফ: এতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিরোধীরা কঠোরতার পরিচয় দিয়ে দাওয়াত ও সংস্কারের পথে বাধা দিয়েছে। তবু আহ্বায়করা ধৈর্য এবং দৃঢ়তা দেখিয়েছে। সূরা মারইয়াম: এতে বলা হয়েছে, নবীদেরও শত্রুতা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সবসময় ধৈর্য এবং নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন।

ইউনিট নম্বর ৪

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ১ থেকে ৫: এ অংশে জাকারিয়া (আঃ)-এর দুআ উল্লেখ রয়েছে।

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া)।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- জাকারিয়া (আঃ)-এর ঘটনা এবং ইয়াহিয়া (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ। (আয়াত ১-১৫)

ইউনিট নম্বর ৫

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ৬ থেকে ১৫: এ অংশে জাকারিয়া (আঃ)-এর দুআ কবুল হওয়ার ঘটনা এবং তাঁর কাছে ইয়াহিয়া (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- জাকারিয়া (আঃ)-এর দুআ এবং ইয়াহিয়া (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ। (আয়াত ১-১৫)

ইউনিট নম্বর ৬

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ১৬ থেকে ২৬: এ অংশে মারিয়াম (আঃ)-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মারিয়াম (আঃ) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব দিকে একটি নির্জন স্থানে চলে যান। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফেরেশতা তাঁর কাছে আসে এবং তাঁকে এক পবিত্র পুত্রের জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেন। মারিয়াম (আঃ) অবাক হয়ে বলেন যে তিনি কুমারী। ফেরেশতা জানান, এটি আল্লাহর নির্দেশে হবে। এরপর মারিয়াম (আঃ) সন্তানসম্ভবা হন।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- মারিয়াম (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ইসমাইল (আঃ) এবং ইদ্রিস (আঃ)-এর উল্লেখ। (আয়াত ১৬-৫৭)

ইউনিট নম্বর ৭

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ২৭ থেকে ৪০: এই অংশে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম, ঈসা (আ.)-এর লোকদের সাথে কথপোকথন নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- মারিয়াম (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ইসমাইল (আঃ) এবং ইদ্রিস (আঃ)-এর উল্লেখ। (আয়াত ১৬-৫৭)

ইউনিট নম্বর ৮

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ৪১ থেকে ৫০: এই অংশে ইবরাহিম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর পিতাকে তাওহিদের দাওয়াত দেন এবং শিরক ত্যাগ করতে বলেন। তাঁর পিতা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁকে হুমকি দেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন আর ইসহাক (আ.) জন্মলাভ করেন।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- মারিয়াম (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ইসমাইল (আঃ) এবং ইদ্রিস (আঃ)-এর উল্লেখ। (আয়াত ১৬-৫৭)

ইউনিট নম্বর ৯

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ৫১ থেকে ৫৩: এখানে মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- মারিয়াম (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ইসমাইল (আঃ) এবং ইদ্রিস (আঃ)-এর উল্লেখ। (আয়াত ১৬-৫৭)

ইউনিট নম্বর ১০

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ৫৪ থেকে ৫৫: এই অংশে ইসমাইল (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- মারিয়াম (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মূসা (আঃ), ইসমাইল (আঃ) এবং ইদ্রিস (আঃ)-এর উল্লেখ। (আয়াত ১৬-৫৭)

ইউনিট নম্বর ১১

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ৫৬ থেকে ৮৭: এই অংশে ইদ্রিস (আঃ), নূহ (আঃ), এবং ইবরাহিম (আঃ)-এর ঘটনা এবং তাওহিদ, রিসালাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- কিছু নবীর ঘটনা এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের বিনয় ও আনুগত্য। (৫৮)
- অবাধ্য জাতিগুলোর বিবরণ। (৫৯)
- মুমিনদের বর্ণনা এবং তাঁদের পুরস্কার। (৬০-৬৩)

- আল্লাহ তাআলার একক প্রভুত্ব এবং তাঁর ইবাদতের একত্ব। (৬৪-৬৫)
- আখিরাকে অস্বীকারকারীদের শাস্তি এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্য। (৬৬-৭৫)
- সুপথপ্রাপ্ত সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার। (৭৬)
- মুশরিকদের মিথ্যা অভিযোগ এবং তাদের পরিণতি। (৭৭-৯৫)

ইউনিট নম্বর ১২

১৬তম পারা, সুরা মারিয়াম (সুরা নম্বর ১৯), আয়াত ৮৮ থেকে ৯৮: এই অংশে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা এবং নবী। কিন্তু খ্রীষ্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে উল্লেখ করেছে, যা তাদের সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির প্রমাণ। এরপর জিব্রাইল (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ফেরেশতা বলা হয়েছে। সূরার শেষে তাওহিদের দাওয়াত তুলে ধরা হয়েছে এবং যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করবে না, তাদের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মিথ্যা অভিযোগ এবং তাদের পরিণতি। (৭৭-৯৫)
- মুমিনদের পুরস্কার। কুরআনের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে কাফেরদের ধ্বংসের বিবরণ। (৯৬-৯৮)

سورة طه

সূরা ত্বাহা

ত্বাহা	Taha
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরার উদ্দেশ্য প্রথম আয়াতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামের অনুসরণ সহজ: طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى [1]
- আল্লাহ তাআলা তাঁর রসুল (সা.) এবং তাঁর উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই দ্বীন এমন নয় যা কষ্টে ফেলবে; বরং যারা এই দ্বীনের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য এটি সৌভাগ্য এবং সাফল্য নিয়ে আসবে।
- ইসলাম মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়; বরং পথ দেখানোর জন্য এবং জীবনকে সহজ করার জন্য এসেছে।
- এই সূরায় বিশেষভাবে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর সৌভাগ্যের আলোচনা হয়েছে:

১। মূসা (আ.)-এর ঘটনা: জাদুকরদের অবশেষে ঈমানের সৌভাগ্য লাভ হয়। এরপর তারা ফেরাউনের ভয়ভীতি এবং হুমকিকে আর তোয়াক্কা করে না।

২। আদম (আ.)-এর ঘটনা: আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণ করলে সৌভাগ্য লাভ হয়: (فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117

- কিন্তু এই বিধানকে প্রত্যাখ্যান করলে কষ্ট, দুর্ভোগ এবং বিপদ নেমে আসে:
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126)
- আল্লাহ কীভাবে তাঁর নবীদের সাহায্য করেন, তাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল থাকেন; তেমনই নবীদের পথ অনুসরণকারী মুমিনদের প্রতিও আল্লাহর

[1] অধিক জানার জন্য প্রণিধান করুন: (من أسباب السعادة : عبد العزيز بن محمد السدحان)

অগাধ ভালোবাসা ও সাহায্যের আশ্বাস রয়েছে। তাদের বিপদের সময় আল্লাহ যেভাবে তাদের সাহায্য করেন, সেই বিষয়গুলোও এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরাগুলিতে নবীদের দৃঢ়তা এবং তাদের বিরোধীদের শত্রুতার কথা উল্লেখ করার পর, সূরা ত্বাহাতে সরাসরি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। এতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং ধৈর্য ধরতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যদিও বিরোধীরা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের ষড়যন্ত্র বড়ো, তবে আল্লাহ যথেষ্ট।
- **উদাহরণ:** মূসা (আ.)-এর জীবনে হিজরত, প্রত্যাবর্তন এবং বিরোধীদের ধ্বংসের উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে হিজরত, শাসন, এরপর বিজয় এবং শক্তি লাভের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
- সৎ লোকদের জন্য আল্লাহর সাহায্য কীভাবে আসে, তা সূরা ত্বাহা এবং সূরা মরিয়ামের আলোচ্য বিষয়।
- সূরা মারিয়ামে খ্রিস্টানদের জন্য উপদেশ এবং সূরা ত্বাহাতে ইহুদিদের জন্য নসিহত রয়েছে। উভয় সূরার মাধ্যমেই কুরাইশ কাফিরদের সতর্ক করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৩

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ১-৮: এই অংশে কুরআন মাজিদের নাযিলের উদ্দেশ্য এবং তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রহমান আরশে সমাসীন, কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিদ্যমান।

ইউনিট নম্বর ১৩-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন কারিম, তার গুরুত্ব এবং যিনি এটি নাযিল করেছেন তাঁর গুণাবলী। (১-৮)

ইউনিট নম্বর ১৪

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৯-৪৪: এই অংশে মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণে ছিলেন এবং রাতের সময় আগুনের সন্ধানে বের হন, তখন তাঁকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য অর্জন হয়।

ইউনিট নম্বর ১৪-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.)-এর পবিত্র উপত্যকায় আল্লাহর সঙ্গে কথপোকথন। (৯-১৬)
- মূসা (আ.)-এর অলৌকিক লাঠি এবং ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ ও মূসা (আ.)-এর অনুরোধ। (১৭-৩৬)
- নবুওয়াতের পূর্বে মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ। (৩৭-৪১)
- হারুন (আ.) এবং মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ। (৪২-৪৮)

ইউনিট নম্বর ১৫

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৪৫-৪৮: এই অংশে মূসা (আ.) এবং হারুন (আ.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৫-এর বিষয়বস্তু

- হারুন (আ.) এবং মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ। (৪২-৪৮)

ইউনিট নম্বর ১৬

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৪৯-৫৯: এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা (আ.) এবং ফেরাউনের মধ্যে কথোপকথন ও বিতর্ক হয়। মূসা (আ.) ফেরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত দেন, কিন্তু ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ইউনিট নম্বর ১৬-এর বিষয়বস্তু

- ফেরাউন এবং মূসা (আ.)-এর মধ্যে আলাপ-আলোচনা। (৪৯-৫৫)

ইউনিট নম্বর ১৭

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৬০-৭৬: এই অংশে মূসা (আ.) এবং ফেরাউনের যাদুকরদের মধ্যে সংঘর্ষের বর্ণনা রয়েছে। যখন যাদুকররা মূসা (আ.)-এর লাঠির অলৌকিকত্ব দেখল, তখন তারা বলল যে, এটি কোনো যাদু নয়। এরপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

ইউনিট নম্বর ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.), ফেরাউন এবং যাদুকরদের মধ্যকার যুদ্ধ। যাদু খণ্ডন এবং যাদুকরদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ঘটনা। (৫৬-৭৬)

ইউনিট নম্বর ১৮

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৭৭-৮২: এই অংশে মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে বানী ইসরাইলের হিজরতের ঘটনা এবং সমুদ্রে ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার বিবরণ রয়েছে। বানী ইসরাইল যখন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাল, তখন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে, যার ফলে তাদের থেকে সব নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ইউনিট নম্বর ১৮-এর বিষয়বস্তু

- ফেরাউন ও তার জাতির ধ্বংস এবং বানী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ। (৭৭-৮২)

ইউনিট নম্বর ১৯

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৮৩-৯৮: এই অংশে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-কে আবার তুর পাহাড়ে আহ্বান করেন এবং তাঁকে সম্মানিত করেন। তুর পাহাড়ে যাওয়ার পর বানী ইসরাইল সামরির প্ররোচনায় শিরক ও গোমরাহিতে লিপ্ত হয় এবং বাছুরের উপাসনায় মগ্ন হয়। মূসা (আ.) ফিরে এসে তাদের কঠোরভাবে সতর্ক করেন এবং তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কেও ভৎর্সনা করেন।

ইউনিট নম্বর ১৯-এর বিষয়বস্তু

- সামরির মাধ্যমে বানী ইসরাইলের বিভ্রান্তি। মূসা (আ.)-এর নিজের জাতি এবং তাঁর ভাইয়ের ওপর ক্রোধ। (৮৩-৯৯)

ইউনিট নম্বর ২০

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ৯৯-১০৪: এই অংশে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের প্রতি বিমুখ হবে এবং তা অনুসরণ করবে না, তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। তাদের ওপর কঠোর শাস্তি নেমে আসবে।

ইউনিট নম্বর ২০-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের প্রতি বিমুখদের পরিণতি। কিয়ামতের কিছু দৃশ্যের বিবরণ। (১০০-১১৪)

ইউনিট নম্বর ২১

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ১০৫-১১২: এই অংশে কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে আর আল্লাহর নবী (সা.) এবং কুরআনের মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের প্রতি বিমুখদের পরিণতি। কিয়ামতের কিছু দৃশ্যের বিবরণ। (১০০-১১৪)

ইউনিট নম্বর ২২

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ১১৩-১১৪: এই অংশে বলা হয়েছে যে, কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। কুরআন তাড়াহুড়ো করে পড়ার পরিবর্তে ধীরে ধীরে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। **"রব্বি জিদনি ইলমা" (হে আমার প্রভু, আমাকে জ্ঞানে উন্নত করুন)**।

ইউনিট নম্বর ২২-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ার বর্ণনা। ধীরে ধীরে কুরআন পড়ার নির্দেশ। (১১৩-১১৪)

ইউনিট নম্বর ২৩

১৬তম পারা, সূরা ত্বাহা (সূরা নম্বর ২০), আয়াত ১১৫-১৩৫: এই অংশে আদম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর মূসা (আ.)-এর ঘটনাও আলোচনা করা হয়েছে। আদম (আ.)-এর সঙ্গে ইবলিসের শত্রুতা এবং কীভাবে ইবলিস আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করে এবং পাপের দিকে ঠেলে দেয়, তা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) আল্লাহর কাছে তওবা করেন, এবং তাঁদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন।

ইউনিট নম্বর ২৩-এর বিষয়বস্তু

- আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ঘটনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আদম (আঃ)-কে ইবলীস সম্পর্কে সতর্ক করা, তাঁদের জান্নাত থেকে বহিষ্কার এবং পৃথিবীতে প্রেরণের বিবরণ। (১১৫-১২৭)
- অতীত উম্মতদের কাহিনী এবং মুশরিকদের প্রতি আযাবের সতর্কবার্তা। (১২৮-১২৯)
- নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মতের জন্য নির্দেশনা। (১৩০-১৩২)
- অতীত উম্মতদের কাহিনী এবং মুশরিকদের প্রতি আযাবের সতর্কবার্তা। (১৩৩-১৩৫)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

اقترب

১৭

সপ্তদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

সপ্তদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৭তম পারা "ইক্বতারাবা" (اقترب)

১৭তম পারা "ইক্বতারাবা"-কে আলেমগণ ১৮টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট ভিত্তিক সপ্তদশ পারা "ইক্বতারাবা"-এর আয়াত ও বিষয়সমূহের বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আম্বিয়া		
১	১-৬	কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার বর্ণনা এবং কাফেরদের হঠকারিতার উল্লেখ।
২	৭-১৫	কোনো মানুষ রাসূল হতে পারে, মক্কার মুশরিকরা এই বিষয়টা অস্বীকার করত। পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তিমূলক পরিণতির বিবরণ। কুরআন মাজিদের মর্যাদার আলোচনা।
৩	১৬-৩৩	সৃষ্টিজগত শুধুমাত্র খেলাধুলা বা নিছক বিনোদন নয়।
৪	৩৪-৪৭	মৃত্যুর বিষয় এবং কাফের ও মুশরিকদের গুণাবলীর আলোচনা।
৫	৪৮-৯১	সমস্ত নবীগণের কাহিনী এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিশেষত্ব বর্ণনা, যিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।
৬	৯২-১০৬	গাফেলদের জাগ্রত করা, তাওহিদের দাওয়াত এবং নবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা।
৭	১০৭-১১২	রাসূল (সা.)-এর বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁকে সমস্ত জগৎ ও মানবতার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।
সূরা হজ্জ		
৮	১-২	কিয়ামতের ভয়াবহ ভূমিকম্পের বর্ণনা।
৯	৩-৪	নাযর বিন হারেসের কাহিনি।

১০	৫-৭	"মৃত্যুর পর পুনরুত্থান"-এর বিশদ ব্যাখ্যা।
১১	৮-২৩	তাওহিদ, রিসালাত, আনুগত্য এবং এসবের বিরোধী এহুদ, নাসারা, মজুসি ও সাবি'য়ীদের আলোচনা।
১২	২৪-৩৭	সৎ মানুষের উত্তম প্রতিদান এবং পাপীদের ভয়ঙ্কর শাস্তি।
১৩	৩৮-৪১	ইসলামের প্রতীকসমূহের গুরুত্ব।
১৪	৪২-৪৮	মুমিনদের সান্ত্বনা এবং মুশরিকদের শাস্তির ভয় প্রদর্শন। নূহের জাতি, সামুদ, লূতের জাতি, আদের জাতি, ইব্রাহিমের জাতি, মাদইয়ানবাসী এবং মূসা (আ.)-এর জাতির ঘটনা।
১৫	৪৯-৬০	পূর্ববর্তী জাতিদের মতো কুরাইশের কাফের ও মুশরিকরাও ক্ষতির পথে। মুমিন ও কাফের সমান নয়, এর বিস্তারিত আলোচনা।
১৬	৬১-৬৬	"মৃত্যুর পর পুনরুত্থান"-এর পরবর্তী জীবনের প্রতি উৎসাহিত করা।
১৭	৬৭-৭৬	মুমিন ও কাফেরদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের বিবরণ।
১৮	৭৭-৭৮	"মৃত্যুর পর পুনরুত্থান"-এর প্রতি অবিশ্বাসী এবং তাদের দুর্বলতার বিশ্লেষণ। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করে, তারাও দুর্বল এবং যাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়, তারাও দুর্বল।

سورة الأنبياء

সূরা আল-আম্বিয়া

নবীগণ (আ.)	The Prophets
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- মানবজাতির জন্য নবীদের (আ.) চরিত্রকে একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- এই সুরায় নবীদের (আ.) কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, যা সুরার নাম থেকেই প্রতীয়মান হয়।
- কাহিনিগুলিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে নবীরা তাদের জাতিকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন।[1]
- প্রতিটি যুগে মানুষের তিনটি শ্রেণি ছিল এবং এর বাইরে কোনো চতুর্থ শ্রেণি নেই:[2]
  (১) মুমিন
  (২) মুশরিক ও কাফের
  (৩) গাফেল (উদাসীন)।
- উদাসীন ওই সমস্ত লোক, যাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই সুরার শুরুতেই এই গাফেলদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে:

  اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

  "মানুষের হিসাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা উদাসীন হয়ে বিমুখ রয়েছে।" (সুরা আল-আম্বিয়া: ১)
- এই অবহেলা থেকে মুক্তির উপায়ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

  بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ

---

[1] মাদারিজুল সালিকীন বায়না ইয়্যাকানা'বুদু ওয়াইয়্যাকানাসতাঈন, আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র (ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়া)

[2] অধিকতর জানার জন্য "الغفلة... مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأسبابها، وعلاجها" (সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-কাহতানি)

"আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা মিথ্যার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যা তোমরা বর্ণনা করছ, তা তোমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ।" (সুরা আল-আম্বিয়া: ১৮)

- সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীরা নির্দিষ্ট সময় ও জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত নবী ও রাসূল। আল্লাহ বলেন: "আর আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সুরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)
- প্রতিটি নবীর দাওয়াতই ছিল তাওহিদুল উলুহিয়াতের (এক আল্লাহর উপাসনার) ওপর ভিত্তি করে। (সুরা আল-আম্বিয়া: ২৫)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরাদুটি তিনটি মূল বিষয়ে আলোচনা করে:

১। কাফেরদের ভিত্তিহীন আপত্তির উত্তর।
২। নবীদের (আ.) ধৈর্য ও দৃঢ়তার উদাহরণ।[1]
৩। বিরোধীদের শোচনীয় পরিণাম।

ইউনিট নম্বর ১

সপ্তদশ পারা, সুরা আল-আম্বিয়া (সুরা নম্বর ২১), ১ থেকে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী, কিন্তু মানুষ গাফিলতায় নিমজ্জিত। এরপর কাফেরদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- হিসাবের দিনের ভয় প্রদর্শন। মুশরিকদের রসূল (সা.) ও কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা।মিথ্যার প্রবক্তাদের করুণ পরিণতির আলোচনা। (১-১০)

বিস্তারিত জানতে পড়ুন:
"আল-ইস্তিকামাহ" - আহমাদ বিন আব্দুল আলিম ইবনে তাইমিয়া

ইউনিট নম্বর ২

[1] অধিক জানার জন্য প্রণিধান করুন: আল-ইস্তিকামাহ্, ইবনে তাইমিয়া।

সপ্তদশ পারা, সুরা আল-আম্বিয়া, (সুরা নম্বর ২১), ৭ থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো মানুষ রাসূল হতে পারে, মক্কার মুশরিকরা এই বিষয়টি অস্বীকার করত। ফলে তারা রসূল (সা.)-এর প্রেরিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তিমূলক পরিণতির কথা বলা হয়েছে এবং কুরআন মাজিদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- হিসাবের দিনের ভয় প্রদর্শন। মুশরিকদের রসূল (সা.) ও কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা।মিথ্যার প্রবক্তাদের করুণ পরিণতির আলোচনা। (১-১০)
- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস ও তাদের শক্তিমত্তার বিবরণ। (১১-১৫)

ইউনিট নম্বর ৩

সপ্তদশ পারা, সুরা আল-আম্বিয়া (সুরা নম্বর ২১), ১৬ থেকে ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিজগত নিছক খেলা বা তামাশা নয়। বরং সমস্ত সৃষ্টিকুল আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত জগতের একক পালনকর্তা। এরপর কাফের ও মুশরিকদের ভিত্তিহীন অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহলে প্রমাণ উপস্থাপন করুক। এছাড়া বলা হয়েছে, সমস্ত নবী এক আল্লাহর উপাসনার দাওয়াত দিয়েছেন।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার উল্লেখ। (১৬-২০)
- আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও তার একত্ববাদের প্রমাণসমূহের উল্লেখ। (২১-৩৩)

ইউনিট নম্বর ৪

সপ্তদশ পারা, সুরা আল-আম্বিয়া, (সুরা নম্বর ২১), ৩৪ থেকে ৪৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং এটি একটি অপরিবর্তনীয় সত্য। নবীগণও এর ব্যতিক্রম নন। (তবে, ইসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন।) এরপর রসূল (সা.)-কে উপহাসকারীদের পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে। কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকরা রসূল (সা.)-এর সাথে কী আচরণ করেছিল, তার এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তির কথা। (৩৪-৪৭)

ইউনিট নম্বর ৫

সপ্তদশ পারা - সুরা আল-আম্বিয়া, (সুরা নম্বর ২১), ৪৮ থেকে ৯১ নম্বর আয়াতে তাওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিকেও "ফুরকান" বলা হয়েছে। এরপর নবীদের (আ.) বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর কাহিনি। ইবরাহিম (আ.), লুত (আ.), নূহ (আ.), দাউদ (আ.), সুলায়মান (আ.), আইয়ুব (আ.), ইসমাইল (আ.), ইদরিস (আ.), যুলকিফল (আ.), ইউনুস (আ.), জাকারিয়া (আ.), ইয়াহইয়া (আ.), ইসা (আ.) ও মারিয়াম (আ.)-এর ঘটনা। এরপর বলা হয়েছে, প্রত্যেক নবী নির্দিষ্ট জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু রসূল (সা.) সমস্ত জাতি ও মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- মূসা, হারুন, ইবরাহিম, লুত, নূহ, দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইসমাইল, ইদরিস, যুলকিফল, ইউনুস, জাকারিয়া, মরিয়ম (আ.)-এর ঘটনাবলী। (৪৮-৯১)

ইউনিট নম্বর ৬

সপ্তদশ পারা, সুরা আল-আম্বিয়া (সুরা নম্বর ২১), ৯২ থেকে ১০৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত গাফেলদের জাগ্রত করা হয়েছে এবং তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আখিরাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নবীদের মর্যাদা ও তাদের বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- সমস্ত নবী একক ধর্মের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের কওমের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। (৯২-৯৫)
- ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর একটি এবং মুশরিকদের শাস্তির বিবরণ। (৯৬-১০০)
- মুমিনরা কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ। (১০১-১০৬)

ইউনিট নম্বর ৭

সপ্তদশ পারা, সুরা আল-আম্বিয়া, (সুরা নম্বর ২১), ১০৭ থেকে ১১২ নম্বর আয়াতে সকল নবীর আলোচনা শেষে বিশেষভাবে রসূল (সা.)-এর মর্যাদা এবং বিশেষত্ব তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- রসূল (সা.)-এর গুণাবলী, তাঁর দাওয়াতকার্য এবং তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হওয়া ব্যক্তিদের জন্য সতর্কবাণী। (১০৭-১১২)

سورة الحج

সূরা আল-আম্বিয়া

হজ্জ	The Pilgrimage
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

- মিশ্রিত মাক্কি ও মাদানি সূরা
  - এই সূরায় ঈমান, তাওহিদ, সতর্কতা, ভীতি প্রদর্শন, পুনরুত্থান, কেয়ামতের দৃশ্য এবং প্রতিদান – যা মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।
  - আবার প্রয়োজন অনুসারে যুদ্ধের অনুমতি, কুরবানি এবং হেদায়াতের বিধান এবং আল্লাহর পথে জিহাদের আদেশ – যা মাদানি সূরা হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

কিছু লক্ষ্য

- জাতি গঠনে হজের ভূমিকা, এই সূরার অন্যতম লক্ষ্য।
- এই সূরায় কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, যেমন: কেয়ামত, পুনরুত্থান, জিহাদ এবং ইবাদত।[1]
- সূরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
- এই সূরার কিছু আয়াত মদিনায় আর কিছু মক্কায় নাজিল হয়েছে।
- কিছু আয়াত সকালবেলা আর কিছু রাতে নাজিল হয়েছে।
- কিছু আয়াত সফরের সময় এবং কিছু অবস্থানের সময় নাজিল হয়েছে।[2]
- এই সূরায় বলা হয়েছে যে, যেমন হজে যাওয়ার সময় মানুষ সকল কাপড় ত্যাগ করে ইহরাম ধারণ করে, তেমনই তাকে দুনিয়াবি মোহ-মায়া থেকে পৃথক হয়ে তাকওয়ার পোশাক ধারণ করতে হবে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

[1] বিশদ তথ্যের জন্য "জামিউ খুতাবি আরাফা" (আবদুল আজিজ আল শায়খ) বইটি অবশ্যই পড়ুন।

[2] বিস্তারিত জানতে দেখুন: তাফসীরে কুরতুবি, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩।

- এতে এমন সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন মুসলমানরা কুরাইশ কাফিরদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। মক্কার জীবন থেকে হিজরতের কথা বলা হয়েছে, এমনকি মদিনায় পৌঁছে মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সব ধাপগুলোর প্রতি সূরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- এই সূরায় মক্কার শেষ পর্যায় এবং মদিনার প্রথম পর্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এজন্য মুফাসসিরদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটি মাক্কি সূরা নাকি মাদানি সূরা।
- সূরা ইব্রাহিম থেকে সূরা হাজ্জ পর্যন্ত বেশিরভাগ সূরায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়।
- সূরা ইব্রাহিম: এই সূরায় কাবা নির্মাণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।
- সূরা নাহল: কঠিন পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যেও তাওহিদের প্রতিষ্ঠা এবং একক উম্মত হওয়ার প্রমাণ।
- সূরা বানি ইসরাইল: বানি ইসরাইলের বর্ণনা, যাদের অস্তিত্ব নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর থেকেই।
- সূরা কাহফ: বানি ইসরাইলের অনেক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
- সূরা মারিয়াম: বানি ইসরাইলের ঐতিহাসিক ঘটনা।
- সূরা আম্বিয়া: নবীদের একক লক্ষ্যের উল্লেখ।
- সূরা হাজ্জ: এখানে হজের গভীর সম্পর্ক নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর সাথে। আল্লাহ বলেন: "মানুষকে হজের জন্য আহ্বান করো।"

ইউনিট নম্বর ৮

সপ্তদশ পারা, সূরা হজ্জ (সূরা নম্বর ২২),আয়াত ১-২: এই অংশে একটি বিশাল ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে, যা কিয়ামতের ভূমিকম্প। সেই দিন হবে এমন ভয়াবহ যে, একটি মায়ের মন থেকে তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের স্মৃতি হারিয়ে যাবে। এরপর আল্লাহর আজাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতার তীব্রতা। পুনরুত্থানের বিষয়ে আল্লাহর যুক্তি। (১-৭)।

ইউনিট নম্বর ৯

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২), আয়াত ৩-৪: এতে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলে যার জ্ঞান তাদের নেই। মুফাসসিরদের মতে, এই আয়াতটি "নাযর বিন হারিস" নামে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে। এই ব্যক্তি সবসময় মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। সে অত্যন্ত বাচাল ছিল। সে বলত, "যখন মানুষ কবরের মধ্যে পচে যাবে এবং কয়েকটি হাড় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন কীভাবে তারা আবার জীবিত হবে?" এভাবে সে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় ছড়াত।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতার তীব্রতা এবং পুনরুত্থানে আল্লাহর শক্তির প্রমাণ। (১-৭)

ইউনিট নম্বর ১০

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২), আয়াত ৫-৭: এই অংশে মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জীবন বা পুনরুত্থানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতার তীব্রতা এবং পুনরুত্থানে আল্লাহর শক্তির প্রমাণ। (১-৭)

ইউনিট নম্বর ১১

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২), আয়াত ৮-২৩: এতে তাওহীদ, রিসালাত এবং নবীদের অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা নবীদের অনুসরণ করেনি, তাদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু আরবদের নয়, ইহুদি-খ্রিস্টান, মজুসি (অগ্নি উপাসক), সাবিয়ানদের (তারকা উপাসক) উল্লেখ রয়েছে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের তর্ক এবং মুনাফিকদের উপাসনা।আল্লাহর বিধান ও সকল সৃষ্টির আল্লাহর কাছে সিজদা করার বিষয়। (৮-১৮)
- কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহর ক্ষমতা, আর এর প্রমাণ।
- কাফির এবং তাদের শাস্তি আর মুমিন এবং তাদের পুরস্কারের বর্ণনা। (১৯-২৪)

ইউনিট নম্বর ১২

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ২৪-৩৭: এ অংশে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের পরিণতি ভিন্ন হবে। যারা আল্লাহর অনুগত, তাদের উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর যারা

অবাধ্য, তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। এখানে কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- মসজিদে হারাম এবং মুশরিকদের তা থেকে বাধা প্রদান। আল্লাহর পথে চলতে বাধা প্রদান এবং হজ পালন থেকে বিরত রাখা। (২৫-২৯)
- আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও পবিত্র বিষয়গুলোর সম্মান। শিরকের ক্ষতি এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার নির্দেশ। (৩০-৩৭)

ইউনিট নম্বর ১৩

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ৩৮-৪১: এ অংশে ইসলামের নিদর্শনগুলোর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

মুমিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহর সমর্থন ও তাদের সাহায্য। মুমিনদের গুণাবলির উল্লেখ। প্রথমবার যুদ্ধের অনুমতির বর্ণনা। (৩৮-৪১)

ইউনিট নম্বর ১৪

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ৪২-৪৮: এ অংশে মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং কাফিরদের ও মুশরিকদের জন্য সতর্কবাণী করা হয়েছে যে, আল্লাহর শাস্তি যে-কোনো রূপে নেমে আসতে পারে। এরপর নূহ (আঃ), সামুদ, লুত, আদ, ইব্রাহিম (আঃ), মাদইয়ান এবং মূসা (আঃ)-এর কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস এবং তাদের দ্বারা রসুলদের উপর মিথ্যারোপ করার ঘটনা। রসুলদের প্রচেষ্টা ও মিশনের বর্ণনা। মুমিনদের পরিণতি ও কাফিরদের শাস্তির বর্ণনা। (৪২-৫১)

ইউনিট নম্বর ১৫

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ২৪-৩৭ : এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো আল্লাহর নবী, রাসুল ও কিতাবকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মক্কার মুশরিক ও কুরাইশ কাফিররাও একই পথে চলছে এবং তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এখানে বলা হয়েছে যে, মুমিন ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- রসুল (সা.)-এর প্রতি অত্যাচারের বর্ণন। (৪৯-৫০)
- মুমিনদের পরিণতি ও কাফিরদের শাস্তি। (৫১-৫৬)
- নবীদের প্রতি শয়তানের অবস্থান এবং তার প্রভাবে মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে বিভাজন, তাদের প্রতিটি দলের পরিণতি, আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের পুরস্কার, আল্লাহর শক্তির নিদর্শন এবং বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। (৫২-৬৮)

ইউনিট নম্বর ১৬

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ৬১-৬৬: এখানে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত জীবন হলো মৃত্যুপরবর্তী জীবন। মানবজগত ও বিশ্বজগতের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে "পরকালীন" (بعث بعد الموت) জীবনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষকে পুনরুত্থানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- নবীদের প্রতি শয়তানের অবস্থান এবং তার প্রভাবে মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে বিভাজন। আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের পুরস্কার, আল্লাহর শক্তির নিদর্শন এবং বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। (৫৭-৬৮)

ইউনিট নম্বর ১৭

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ৬৭-৭৬: এই অংশে মুমিন, কাফির ও মুনাফিকদের আচরণের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এই পার্থক্য উদাহরণসহ পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের সঙ্গে তর্কে আল্লাহর দিকনির্দেশনা।মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যের উদাহরণ, আল্লাহ ছাড়াও যাদের উপস্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিকনির্দেশনা। (৬৭-৭৮)

ইউনিট নম্বর ১৮

সপ্তদশ পারা, সূরা হাজ্জ (সূরা নম্বর ২২) আয়াত ৭৭-৭৮: এখানে "মৃত্যুপরবর্তী জীবন" অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা উদাহরণ ও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করছে

না। মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা দুর্বল এবং যাদের উপাসনা করে, তারাও দুর্বল।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

মুশরিকদের সঙ্গে তর্কে আল্লাহর দিকনির্দেশনা।মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যের উদাহরণ, আল্লাহ ছাড়াও যাদের উপস্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিকনির্দেশনা। (৬৭-৭৮)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

১৮

অষ্টদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক
শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ
শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

অষ্টদশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৮তম পারা "ক্বদ-আফলাহা" (قد أفلح)

আলিমগণ ১৮তম পারা "قد أفلح"-কে ২২টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

১৮তম পারার আয়াত ও বিষয়বস্তুর ইউনিটভিত্তিক বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আল-মুমিনুন		
১	১-১১	মুমিনদের গুণাবলীর বর্ণনা।
২	১২-২২	তাওহিদের প্রমাণাদি, মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা, আকাশের সৃষ্টি এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের উল্লেখ।
৩	২৩-৫২	রসূলদের প্রতি ঈমান আনার আলোচনা, নূহ (আ.)-এর কাহিনী, নূহের কিশতী, মহাপ্লাবনের তীব্রতা এবং শান্ত হওয়ার বিবরণ। মূসা (আ.), হারুন (আ.), এবং ঈসা (আ.)-এর ঘটনা; আদ ও সামুদ জাতির ঘটনাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত।
৪	৫৩-৭৮	বিভেদ সৃষ্টির কারণ ও প্রেক্ষাপট এবং এর পরিণামের প্রতি সতর্কতা।
৫	৭৯-৯৮	আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্বের বর্ণনা।
৬	৯৯-১১৮	কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা।
সূরা আন-নূর		
৭	১-৩	জিনা (অবৈধ যৌনাচার বা ব্যভিচার) সম্পর্কিত বিধান ও শাস্তির নিয়মাবলী।
৮	৪-৫	মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার (কাজফ) বিধান।
৯	৬-১১	মিথ্যা অপবাদ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভিযোগ (লিআন) সম্পর্কিত বিধান।

১০	১২-২৬	ইফকের ঘটনা, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ অভিযোগ করা হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ।
১১	২৭-২৯	গৃহে প্রবেশ করার শিষ্টাচার।
১২	৩০-৩১	পুরুষ ও নারীর দৃষ্টি সংযত রেখে চলার নির্দেশ।
১৩	৩২-৩৪	বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান।
১৪	৩৫-৪০	ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার হিসেবে বর্ণনা।
১৫	৪১-৪৬	আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রভুত্বের নিদর্শনসমূহ।
১৬	৪৭-৫৪	মুনাফিকদের ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার বর্ণনা।
১৭	৫৫-৫৭	ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারিতার উল্লেখ।
১৮	৫৮-৬০	গৃহে প্রবেশ করার বিধানাবলী।
১৯	৬১-	আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খাওয়ার নিয়ম।
২০	৬২-৬৪	আল্লাহর রসূলের (সা.) প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন।
সূরা আল-ফুরক্বান		
২১	১-৩	আল্লাহ তা'আলার (সত্য মাবুদ) এবং মিথ্যা উপাস্যদের গুণাবলীর বর্ণনা।
২২	৪-২০	কুরাইশ কাফের ও মক্কার মুশরিকদের সন্দেহ এবং তাদের আপত্তির জবাব।

سورة المؤمنون

সূরা আল- মুমিনূন

বিশ্বাসীগণ	The Believers
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- মুমিন ও কাফেরদের গুণাবলীর তুলনা।
- এ সূরায় পূর্ণাঙ্গ স্পষ্টতার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুমিন ও কাফেরদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- সফল এবং ব্যর্থদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরার শুরু: "قد أفلح المؤمنون" (নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল হয়েছে), এবং শেষ: "إنه لا يفلح الكافرون" (নিশ্চয়ই কাফেররা সফল হয় না)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় মানুষের কাছে সত্য পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা প্রত্যেকের দায়িত্ব। এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা এ দায়িত্ব পালন করেন, তাদের গুণাবলী কী হওয়া উচিত। قد أفلح المؤمنون

ইউনিট নম্বর ১

১৮তম পারা, সূরা আল-মুমিনূন (সূরা নম্বর ২৩), আয়াত ১ থেকে ১১ পর্যন্ত মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের গুণাবলী এবং তাদের জন্য নির্ধারিত প্রতিদান। (১-১১)

ইউনিট নম্বর ২

১৮তম পারা, সূরা আল-মুমিনূন (সূরা নম্বর ২৩), আয়াত ১২ থেকে ২২ পর্যন্ত: এখানে তাওহিদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আকাশের সৃষ্টি এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- বিশ্বজগতে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রমাণ। আল্লাহর নিয়ামতের বিবরণ। (১২-২২)

ইউনিট নম্বর ৩

১৮তম পারা, সূরা আল-মুমিনূন (সূরা নম্বর ২৩), আয়াত ২৩ থেকে ৫২ পর্যন্ত: এখানে রসুলদের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর নূহ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে তাঁর নৌকার বিবরণ এবং প্লাবনের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এরপর মূসা (আ.), হারুন (আ.), ঈসা (আ.), এবং আদ ও সামুদ জাতির ঘটনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), হুদ (আ.), মূসা (আ.), হারুন (আ.), এবং ঈসা (আ.)-এর ঘটনা। (২৩-৫০)
- রসুলদের শিক্ষার মূলনীতি, তাঁদের বিশ্বাস এবং দাওয়াতের একত্বতা। রসুলদের পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার বর্ণনা। (৫১-৫৬)

ইউনিট নম্বর ৪

১৮তম পারা, সূরা আল-মুমিনূন (সূরা নম্বর ২৩), আয়াত ৫৩ থেকে ৭৮ পর্যন্ত: এখানে রসুলদের প্রেরণের পরও মানুষের মধ্যে মতভেদের কারণ ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- রসুলদের শিক্ষার মূলনীতি, তাঁদের বিশ্বাস এবং দাওয়াতের একত্বতা। রসুলদের পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার বর্ণনা। (৫১-৫৬)
- মুমিনদের গুণাবলী এবং কাফেরদের গুণাবলীর বর্ণনা। কাফেরদের কর্মের জন্য তাদের প্রতি সতর্কবার্তা। (৫৭-৭৭)

ইউনিট নম্বর ৫

১৮তম পারা, সূরা আল-মুমিনূন (সূরা নম্বর ২৩), আয়াত ৭৯ থেকে ৯৮ পর্যন্ত: এখানে আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্ব উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর কুদরতের কিছু নিদর্শন। মুশরিকদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (بعث بعد الموت) অস্বীকারের প্রতিক্রিয়া এবং আল্লাহর একত্বের প্রমাণ। (৭৮-৯২)
- মুশরিকদের পরকালের অস্বীকারের প্রতি জবাব এবং তাওহিদের প্রমাণ। (৮১-৯২)
- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের জন্য আল্লাহর শিক্ষা, মৃত্যুর সময় মানুষের অনুশোচনা, এবং কিয়ামতের দিনের কয়েকটি দৃশ্য। (৯৩-১১৮)

ইউনিট নম্বর ৬

১৮তম পারা, সূরা আল-মুমিনূন (সূরা নম্বর ২৩), আয়াত ৯৯ থেকে ১১৮ পর্যন্ত: এখানে কিয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য এবং কিছু মানুষের ভুল ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে। তারা মনে করে যে, কিয়ামতের দিন তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সা.)-এর জন্য আল্লাহর নির্দেশাবলী। মৃত্যুর সময় মানুষের অনুশোচনা এবং কিয়ামতের দিনের কিছু দৃশ্য। (৯৩-১১৮)

سورة النور

সূরা আন-নূর

আলো	The Light
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও সমাজের জন্য নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক আদব-কায়দার বর্ণনা।
- আল্লাহর আইন সমাজের আলো। এই সূরায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নূর, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আলোকিত করেছেন।
- ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে: আল্লাহ নূর তৈরি করেন, অর্থাৎ আল্লাহ নূরের সৃষ্টিকর্তা।
- এটি একটি মাদানি সূরা, যেখানে সামগ্রিকভাবে সামাজিক এবং বিশেষভাবে পারিবারিক আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা মুমিনূনে ব্যক্তিগত বিধান বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে, আর সূরা আন-নূরে সামাজিক বিধান বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।
- সূরা মুমিনূনে নৈতিক গুণাবলীকে ব্যক্তিগত নেকির দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে, আর সূরা আন-নূরে তা একটি সামাজিক কাঠামো, শাসনব্যবস্থা, এবং আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত ধর্মই নেকির কথা বলে। কিন্তু ইসলাম শুধু নেকির শিক্ষা দেয় না, নেকি বাস্তবায়নের পদ্ধতিও শেখায়।
- আসলেই, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন হলো:
  ১। সম্পদ সংরক্ষণ, জীবন সংরক্ষণ, সম্মান রক্ষা, বুদ্ধি ও বংশধারা রক্ষা ও ধর্মের সংরক্ষণ।
- পুরুষদের জন্য সূরা মায়িদা এবং নারীদের জন্য সূরা আন-নূর শেখার পরামর্শ। (মুজাহিদ রহ.)।

- নারীদের সূরা নিসা, সূরা আহযাব, এবং সূরা আন-নূর শেখানোর নির্দেশ। (উমর ইবনে খাত্তাব রহ.)।

ইউনিট নম্বর ৭

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ১ থেকে আয়াত ৩ পর্যন্ত: এখানে ব্যভিচারের বিষয়ে বিধান এবং ব্যভিচারের শাস্তি ও সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, এবং লিআন (لعان)-এর বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১-১০)

ইউনিট নম্বর ৮

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ৪ থেকে আয়াত ৫ পর্যন্ত: এখানে " حد القذف" অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি এবং এ সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- ব্যভিচার (زنا), মিথ্যা অপবাদ (قذف), এবং লিআন (لعان)-এর বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১-১০)

ইউনিট নম্বর ৯

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ৬ থেকে আয়াত ১১ পর্যন্ত: এখানে লিআন (لعان)-এর বিধান এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- ব্যভিচার (زنا), মিথ্যা অপবাদ (قذف), এবং লিআন (لعان)-এর বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১-১০)

ইউনিট নম্বর ১০

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ১২ থেকে আয়াত ২৬ পর্যন্ত: এখানে "حادثة الإفك" অর্থাৎ মুমিনদের মা আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে ওঠা মিথ্যা অপবাদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আয়েশা (রা.)-কে এই অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- মিথ্যা অপবাদ (افك) এবং এর শাস্তির কথা। পরকালীন শাস্তির উল্লেখ। বাড়িতে প্রবেশের আদব-কায়দা। (১১-২৯)

ইউনিট নম্বর ১১

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ২৭ থেকে আয়াত ২৯ পর্যন্ত: এখানে "آداب الاستئذان" অর্থাৎ বাড়িতে প্রবেশের আদব-কায়দা এবং এই বিষয়ে শিষ্টাচার বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- মিথ্যা অপবাদের ঘটনা এবং পরকালের শাস্তি। বাড়িতে প্রবেশের আদব-কায়দা। (১১-২৯)

ইউনিট নম্বর ১২

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ৩০ থেকে আয়াত ৩১ পর্যন্ত:এখানে পুরুষ এবং নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখতে এবং নিচু করে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- পুরুষ এবং নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ। নারীদের জন্য তাদের সৌন্দর্য আড়াল রাখার নির্দেশ। (৩০-৩১)

ইউনিট নম্বর ১৩

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ৩২ থেকে আয়াত ৩৪ পর্যন্ত: এখানে বিশেষ করে অবিবাহিতদের বিবাহের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। (এই বিষয়ে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।)

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- পুরুষ ও নারীদের বিবাহ করার নির্দেশ। দাসদের মুক্তির নির্দেশ। আল্লাহর নূরের উদাহরণ। (৩২-৩৫)

ইউনিট নম্বর ১৪

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ৩৫ থেকে আয়াত ৪০ পর্যন্ত: এখানে ঈমানকে আলোর সাথে এবং কুফরকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- মসজিদ নির্মাণকারীদের মর্যাদা ও তাদের প্রতিদানের আলোচনা। কাফেরদের জন্য উদাহরণ এবং তাদের শাস্তির বর্ণনা। (৩৬-৪০)

ইউনিট নম্বর ১৫

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নম্বর ২৪), আয়াত ৪১ থেকে আয়াত ৪৬ পর্যন্ত: এখানে আল্লাহর মহত্ব এবং তাঁর রুবুবিয়াতের প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার দৃশ্য আর আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি মুনাফিকদের অবস্থান। (৪১—৫০)

ইউনিট নম্বর ১৬

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নং ২৪), আয়াত নং ৪৭ থেকে ৫৪ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা ঈমানের আলো থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারবে না।

ইউনিট নং ১৬-এর কিছু বিষয়

- বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার দৃশ্য আর আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি মুনাফিকদের অবস্থান। (৪১—৫০)
- মুমিনদের আল্লাহর আদেশ মান্য করা এবং মুনাফিকদের আল্লাহর আদেশ অমান্য করার বিবরণ। (৫১-৫৩)।

ইউনিট নম্বর ১৭

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নং ২৪), আয়াত নং ৫৫ থেকে ৫৭ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর নবীর আদেশ মান্য করবে, তাদের পৃথিবী এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে।

ইউনিট নং ১৭-এর কিছু বিষয়

- আল্লাহর তাঁর মুমিন এবং কাফের বান্দাদের সাথে নিয়ম। (৫৫-৫৭)।

ইউনিট নম্বর ১৮

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নং ২৪), আয়াত নং ৫৮ থেকে ৬০ পর্যন্ত ঘরে প্রবেশের নিয়মাবলী এবং এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ১৮-এর কিছু বিষয়

- ঘরে প্রবেশ এবং সেখানে খাবারের আদবের বর্ণনা। (৫৮-৬১)

ইউনিট নম্বর ১৯

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নং ২৪), আয়াত নং ৬১-এ বলা হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে যাওয়া এবং তাদের বাড়িতে খাবার গ্রহণ করা কোনো দোষের বিষয় নয়।

ইউনিট নং ১৯-এর কিছু বিষয়

- ঘরে প্রবেশ এবং সেখানে খাবারের আদবের বর্ণনা। (৫৮-৬১)।

ইউনিট নম্বর ২০

১৮তম পারা, সূরা আন-নূর (সূরা নং ২৪), আয়াত নং ৬২ থেকে ৬৪ পর্যন্ত মুমিনদের শেখানো হয়েছে আল্লাহর নবীর সাথে আচার-ব্যবহারের সময় কী ধরনের শিষ্টাচারের খেয়াল রাখতে হবে।

ইউনিট নং ২০-এর কিছু বিষয়

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুমিনদের আদব। আল্লাহর মালিকানা, জ্ঞান এবং তাঁর কুদরতের বর্ণনা (৬২-৬৪)।

سورة الفرقان

সূরা আল-ফুরকান

হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী	The Criterion

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু লক্ষ্য

- সত্য প্রত্যাখ্যানের ক্ষতিকর ফলাফল এবং কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা ও আপত্তির খণ্ডন।
- এই সূরার নাম ফুরকান রাখা হয়েছে, কারণ এই গ্রন্থটি এমন এক মহান কিতাব, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে।
- সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন অস্বীকারকারীদের জন্য ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা।
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা হচ্ছেন ই'বাদুর রহমান।
- আল্লাহর বান্দাদের (عباد الرحمن)-এর বৈশিষ্ট্য:

১। তারা নম্রভাবে চলাফেরা করে।

২। অজ্ঞরা কথা বললে তারা বলে, "সালাম!"

৩। তারা রাতগুলো সিজদা ও নামাজে কাটায়।

৪। তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।

৫। ব্যয় করার সময় অপব্যয় ও কৃপণতা করে না।

৬। আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক এবং শিরক থেকে মুক্ত।

৭। অন্যায়ভাবে হত্যা করে না।

৮। ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে। হারাম থেকে লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে।

৯। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

১০। তারা অর্থহীন বিষয়ে সম্পৃক্ত হয় না। নীরবে সেখান থেকে চলে যায়।

১১। আল্লাহর আয়াত শুনে অন্ধ ও বধীর হয়ে থাকে না, বরং সেগুলো গ্রহণ করে।

১২। নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের কথাও ভাবে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করে: "হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের পরহেজগারদের নেতা বানিয়ে দিন।"

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরা এবং পরবর্তী সূরাগুলিতে কুরাইশদের পক্ষ থেকে রিসালাত (নবুওয়াত) এবং আখিরাত (পরকাল) সম্পর্কে যে সন্দেহগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল, তার জবাব দেওয়া হয়েছে।

নোট ১: সূরা আল-ফুরকান, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা আন-নামল এবং সূরা আল-কাসাস—এই চারটি সূরা নবী করিম (ﷺ)-এর সান্ত্বনার জন্য নাজিল হয়েছে। কারণ মক্কায় সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে সংঘাত তীব্র ছিল। বাতিলপন্থীদের আক্রমণ ছিল চরম পর্যায়ে। এই কঠিন সময়ে এই সূরাগুলি নবীকে মানসিক শক্তি ও ধৈর্য প্রদানের জন্য নাজিল করা হয়।

নোট ২: সূরা আশ-শু'আরা, সূরা আন-নামল এবং সূরা আল-কাসাস-এর অবতরণ এবং মুসহাফের (কুরআনের) ক্রম একই।

- নবী করিম (ﷺ)-এর সম্মান রক্ষার জন্য সূরা আল-ফুরকান পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এই সূরায় তাওহিদের দাওয়াত (একত্ববাদের আহ্বান) এবং শাস্তির সতর্কীকরণের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- এই সূরায় নবুওয়তের প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন মুজিজা (অলৌকিক ঘটনার) উল্লেখ রয়েছে। মুজিজার ধরনসমূহ:

১। অলৌকিক ভাষাশৈলী (إعجاز بياني): (২৫:৩২)
২। বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা (إعجاز علمي): (২৫:৫৩)
৩। অদৃশ্য বিষয়ে অলৌকিকতা (إعجاز غيبي): নবীদের এবং জাতিগুলির বর্ণনা।
৪। আইনগত অলৌকিকতা (إعجاز تشريعي): (২৫:৬৩)

ইউনিট নম্বর ২১

১৮তম পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নম্বর ২৫), আয়াত ১ থেকে আয়াত ৩ পর্যন্ত প্রকৃত উপাস্য এবং মিথ্যা উপাস্যদের গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন এবং এর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। মুশরিকদের প্রতি সমালোচনা, যারা আল্লাহর একত্ববাদ, কুরআন এবং রসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করেছিল। (১-১০)

ইউনিট নম্বর ২২

১৮তম পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নম্বর ২৫), আয়াত ৪ থেকে আয়াত ২০ মক্কার কাফের এবং মুশরিকদের সন্দেহ এবং আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা তারা নবী করিম (ﷺ) এবং সাহাবিদের (رضي الله عنهم) বিরুদ্ধে করেছিল।

ইউনিট ২২-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন এবং এর বার্তা। মুশরিকদের প্রতি সমালোচনা, যারা আল্লাহর একত্ববাদ, কুরআন এবং রসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করেছিল। (১-১০)
- মুশরিকদের পুনরুত্থান এবং পরকাল অস্বীকার করার প্রসঙ্গ। কিয়ামতের দিনে তাদের শাস্তি এবং মুত্তাকীদের প্রতিদান। (১১-১৬)
- মুশরিকদের এবং তাদের অনুসারীদের কিয়ামতের দিনের শাস্তি। রসূলদের সত্যতা। (১৭-২০)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

وقال الذين

১৯

ঊনবিংশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

ঊনবিংশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯তম পারা " ওয়া কালাল্লাযীনা " (وَقَالَ الَّذِينَ)

ঊনবিংশ পারাকে আলেমগণ ২৩টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপঃ

ইউনিট অনুযায়ী ১৯তম পারার আয়াত এবং বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আল-ফুরক্বান		
১	২১-২৯	নবী ও রাসূল প্রেরণের বিষয় এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করার ফলে শাস্তি প্রদানের আলোচনা।
২	৩০-৪০	কেয়ামতের দিনে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভিযোগ যে, তাঁর উম্মত কুরআনকে উপেক্ষা করেছিল।
৩	৪১-৪৪	অবিশ্বাসী এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে নবী (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উল্লেখ, যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর আচরণের মতো। নিজেদের প্রবৃত্তিকে প্রভু বানিয়ে ফেলা লোকদের সম্পর্কে আলোচনা।
৪	৪৫-৫৫	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণাদির আলোচনা।
৫	৫৬-৬২	নবীগণের দাওয়াতের পদ্ধতি এবং কাফিরদের বাধার কথা।
৬	৬৩-৭৭	নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যের আলোচনা।
সূরা আশ-শু'আরা		
৭	১-৯	পবিত্র কুরআনের পরিচয়, তাওহিদের পরিচয় এবং আল্লাহর গুণাবলীর বিবরণ।
৮	১০-৬৮	মুসা (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।

৯	৬৯-১০৪	ইবরাহিম (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।
১০	১০৫-১২২	নূহ (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।
১১	১২৩-১৪০	হুদ (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।
১২	১৪১-১৪৯	সালিহ (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।
১৩	১৫০-১৭৫	লুত (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।
১৪	১৭৬-১৯১	শু'আইব (আ.)-এর বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ কাহিনির বর্ণনা।
১৫	১৯২-২২৭	মুহাম্মাদ (সা.)-এর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিশদ বর্ণনা।
	সূরা আন-নাম্ল	
১৬	১-৬	সফল ও ব্যর্থ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা।
১৭	৭-১৪	মুসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর আহ্বানের বর্ণনা।
১৮	১৫-১৯	আল্লাহর নেয়ামতের আলোচনা।
১৯	২০-২৮	সুলাইমান (আ.) কর্তৃক সাবার রাণীকে তাওহিদের আহ্বান জানানোর ঘটনা।
২০	২৯-৪৪	সুলাইমান (আ.) এবং সাবার রাণীর ঘটনা সংক্রান্ত আরও বিবরণ।
২১	৪৫-৫৩	সালিহ (আ.)-এর কাহিনি।
২২	৫৪-৫৮	লুত (আ.)-এর কাহিনি।
২৩	৫৯	তাওহিদের আলোচনা, পুনরুত্থান এবং কেয়ামতের আলামতের আলোচনা।

ইউনিট নং ১

ঊনবিংশ পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নং ২৫), আয়াত ২১ থেকে ২৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সব যুগে নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন। যখন তাদের অস্বীকার করা হয়েছে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করেছেন।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের এবং তাদের সম্পদের নিন্দা, মুমিনদের প্রতিদান এবং কেয়ামতের কয়েকটি দৃশ্যের উল্লেখ। (২১-২৯)

ইউনিট নং ২

ঊনবিংশ পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নং ২৫), আয়াত ৩০ থেকে ৪০-এ বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের ব্যাপারে বলবেন যে, তারা কুরআনকে ছেড়ে দিয়েছিল। এটি নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে এক ধরনের অভিযোগ। এরপর কুরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর মূসা (আ.) এবং হারুন (আ.)-এর ঘটনা, নূহ (আ.)-এর ঘটনা এবং আদ ও সামূদের ঘটনাসহ "আসহাবুর রাস" (কূপের অধিবাসী)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের ওপর কীভাবে শাস্তি প্রেরণ করা হয়েছিল, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের কুরআন ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের শত্রুতা, সেইসঙ্গে ওইসব মুশরিকদের জবাব যাদের দাবি ছিল যে, কুরআন একবারেই সম্পূর্ণ নাজিল হওয়া হোক। (৩০-৩৪)
- কিছু নবীর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনা, মুশরিকদের নবী (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা এবং কাফেরদের পশুর সঙ্গে তুলনা করা। (৩৫-৪৪)

ইউনিট নং ৩

ঊনবিংশ পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নং ২৫), আয়াত ৪১ থেকে ৪৪-এ বলা হয়েছে যে, কুরাইশের কাফের এবং মক্কার মুশরিকরা নবী (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ করত, যেমন আগের জাতিগুলো তাদের নিজ নিজ নবীদের সঙ্গে করেছিল। এরপর বলা হয়েছে, কিছু লোক তাদের প্রবৃত্তিকে তাদের প্রভু বানিয়েছে। এছাড়া আল্লাহর অবাধ্য কাফেরদের অবস্থা পশুর মতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু

- কিছু নবীর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনা, মুশরিকদের নবী (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা এবং কাফেরদের পশুর সঙ্গে তুলনা করা। (৩৫-৪৪)

ইউনিট নং ৪

ঊনবিংশ পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নং ২৫), আয়াত ৪৫ থেকে ৫৫ পর্যন্ত নবুওয়াতের প্রমাণ এবং নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু

- সৃষ্টিজগতে আল্লাহর শক্তি এবং তাঁর কিছু নিয়ামতের আলোচনা, সেইসঙ্গে মুশরিকদের অবস্থান। (৪৫-৬২)

ইউনিট নং ৫

ঊনবিংশ পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নং ২৫), আয়াত ৫৬ থেকে ৬২ পর্যন্ত নবীদের দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা কীভাবে তাঁদের জাতিকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বান করতেন এবং এই দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে কাফিরদের পক্ষ থেকে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতেন, তার উল্লেখ রয়েছে।

ইউনিট নং ৫-এর বিষয়বস্তু

- সৃষ্টিজগতে আল্লাহর শক্তি, তাঁর কিছু নিয়ামতের বর্ণনা এবং মুশরিকদের অবস্থানের আলোচনা। (আয়াত ৪৫-৬২)

ইউনিট নং ৬

ঊনবিংশ পারা, সূরা আল-ফুরকান (সূরা নং ২৫), আয়াত ৬৩ থেকে ৭৭ পর্যন্ত নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং "ইবাদুর রহমান" (দয়াময় আল্লাহর বান্দা)-এর সৎ এবং নেক বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৬-এর বিষয়বস্তু

- ইবাদুর রহমানের গুণাবলীর বর্ণনা। (৬৩-৭৭)

سورة الشعراء

সূরা আশ-শু'আরা

"شعراء" শব্দটি "شاعر"-এর বহুবচন (কবি)	The Poets
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়বস্তু

- দাওয়াত ও তাবলিগের বিভিন্ন কৌশলের আলোচনা।
- এই সূরা থেকে বোঝা যায় যে, সময় এবং পরিবেশ অনুযায়ী দাওয়াতের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়।
- নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগে কবিতা ও সাহিত্য ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। ইসলামের কবিরা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
- এই সূরার নাম "শু'আরা" রাখা হয়েছে, কারণ এতে ইসলামি কবিদের উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তারা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

  وَاَنَّهُمۡ يَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا يَفۡعَلُوۡنَ "তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না" (আয়াত ২২৬)।

  বরং তারা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা:

  اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّانۡتَصَرُوۡا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُوۡا ؕ وَسَيَعۡلَمُ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَىَّ مُنۡقَلَبٍ يَّنۡقَلِبُوۡنَ

  "বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ করেছে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে আর অত্যাচারীরা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে তারা কোন দিকে যাচ্ছে।" (আয়াত ২২৭)।
- যারা নবীদের অস্বীকার করত এবং প্রমাণ দাবি করত, তাদের উচিত ছিল অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরার মতো, এই সূরাটিও রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত এবং কুরআনের সত্যতার প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছে।
- পূর্ববর্তী সূরায় নবীদের উল্লেখ ছিল সংক্ষিপ্ত; এই সূরায় তা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

- সূরা আল-ফুরকান, আশ-শু'আরা এবং আন-নামল—এই তিনটি সূরাই মাক্কি, আর সেগুলোর মূল বিষয়বস্তু একই, যা হলো কুরআনের সত্যতা, ওহির প্রমাণ, এবং রসূল (সা.)-এর নবুওয়তের সত্যতা।

ইউনিট নং ৭

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা (সূরা নং ২৬), আয়াত ১ থেকে ৯ পর্যন্ত কুরআনের পরিচয়, তাওহিদের পরিচয় এবং আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের গুণাবলী, মুশরিকদের রসূল (সা.)-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, রসূল (সা.)-এর মুজিযা এবং তাদের ঈমান না আনায় রাসূল (সা.)-এর দুঃখবোধ। (আয়াত ১-৯)

ইউনিট নং ৮

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা (সূরা নং ২৬), আয়াত ১০ থেকে ৬৮ পর্যন্ত মূসা (আ.)-এর পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.)-এর ফেরাউন, তার বাহিনী এবং জাদুকরদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক। (১০-৬৮)

ইউনিট নং ৯

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা (সূরা নং ২৬), আয়াত ৬৯ থেকে ১০৪ পর্যন্ত ইব্রাহিম (আ.)-এর পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- ইব্রাহিম (আ.)-এর তাঁর পিতা ও জাতির সঙ্গে যুক্তি-তর্ক। (৬৯-৮৯)
- কিয়ামতের দিনের কয়েকটি দৃশ্য এবং জাহান্নামে মুশরিকদের একে অপরকে দোষারোপ করা। (৯০-১০৪)

ইউনিট নং ১০

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা (সূরা নং ২৬), আয়াত ১০৫ থেকে ১২২ পর্যন্ত নূহ (আ.)-এর পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালিহ (আ.), লুত (আ.) এবং শু'আইব (আ.)-এর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনাবলী। (১০৫-১৯১)

ইউনিট নং ১১

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা (সূরা নং ২৬), আয়াত ১২৩ থেকে ১৪০ পর্যন্ত হুদ (আ.)-এর পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালিহ (আ.), লুত (আ.) এবং শু'আইব (আ.)-এর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনাবলী। (১০৫-১৯১)

ইউনিট নম্বর ১২

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা নম্বর ২৬, আয়াত ১৪১ থেকে ১৪৯ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে সা'লেহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১২-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালিহ (আ.), লুত (আ.) এবং শু'আইব (আ.)-এর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনাবলী। (১০৫-১৯১)

ইউনিট নম্বর ১৩

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা নম্বর ২৬, আয়াত ১৫০ থেকে ১৭৫ পর্যন্ত লুত আলাইহিস সালাম-এর বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৩-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালিহ (আ.), লুত (আ.) এবং শু'আইব (আ.)-এর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনাবলী। (১০৫-১৯১)

ইউনিট নম্বর ১৪

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা নম্বর ২৬, আয়াত ১৭৬ থেকে ১৬১ পর্যন্ত শু'আইব আলাইহিস সালাম-এর বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৪-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালিহ (আ.), লুত (আ.) এবং শু'আইব (আ.)-এর তাঁদের জাতির সঙ্গে ঘটনাবলী। (১০৫-১৯১)

ইউনিট নম্বর ১৫

ঊনবিংশ পারা, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা নম্বর ২৬, আয়াত ১৯২ থেকে ২২৭ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। সূরা আশ-শু'আরা'র প্রাথমিক আয়াতগুলোর সঙ্গে শেষ আয়াতগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে উপদেশ এবং সতর্কীকরণ প্রদান করা হয়েছে এবং মুশরিকদের সন্দেহ দূর করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৫-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনুল কারিম এবং এর সাথে মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি। (১৯২-২১২)
- নবি صلى الله عليه وسلم-এর জন্য আল্লাহর শিক্ষা এবং মুশরিকদের জবাব ও সতর্কীকরণ। (২১৩-২২৭)

سورة النمل

সূরা আন-নাম্‌ল

পিঁপড়ে	The Ant
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা অর্জিত হবে, আল্লাহর ধর্মের উন্নতি এবং আখিরাতের উন্নতি হবে।
- নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোতে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতার সারাংশ:

১	**উচ্চতর উদ্দেশ্য**	**আয়াত ১৯**
২	জ্ঞান	আয়াত ১৬
৩	প্রযুক্তি	আয়াত ৪৪
৪	পার্থিব এবং সামরিক শক্তি	আয়াত ৩৭
৫	জাতির সদস্যদের উচ্চ বিশ্বাস (হুদহুদের গল্প)	

- সূরার সমাপ্তি সভ্যতার উৎকৃষ্ট নমুনা দ্বারা হয়। এই পিঁপড়ে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন উঁচু গুণাবলী রয়েছে, যেগুলো আমরা গুনতে পারি না। পিঁপড়ে একটি সংগঠিত জাতির সদস্য, যাদের কাছে গুদাম আছে এবং তাদের শরীরে এয়ার কন্ডিশনিং রয়েছে, এবং তাদের একটি সেনাও রয়েছে। সংকেত বোঝার জন্য তাদের কাছে সিগন্যাল সিস্টেম রয়েছে। তাদের এমন প্রযুক্তি আছে, যা আমরা বুঝতে পারি না, এবং বিজ্ঞানীরা দিন দিন এই ছোট্টো প্রাণী সম্পর্কে এমন জিনিস আবিষ্কার করছেন, যেগুলোর সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কও কল্পনা করতে পারে না। আমরা এই পতঙ্গ থেকে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা শিখতে পারি। একবার দেখুন, পিঁপড়ে কীভাবে তাদের সাথীদের সঙ্গে কথা বলে। আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের কাছে একটি অ্যালার্ম সিস্টেম রয়েছে। আর এই পিঁপড়ের কথায় (وهم لا يشعرون) এর দ্বারা এটা নির্দেশিত হয় যে, পিঁপড়ে জানে যে, আল্লাহর সৎ বান্দারা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে না।

এই কথা শুনে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম হাসলেন এবং পিঁপড়ের কথা বুঝতে পারার জন্য রবের শুকরিয়া আদায় করলেন।

- এই সূরার নাম 'নামল' এই ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয় যে, এই ছোট্টো প্রাণী ব্যবস্থা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, তাহলে মানুষের কী হবে যারা বুদ্ধি ও বুঝ নিয়ে সৃষ্ট। মানুষ অবশ্যই অধিক উপযুক্ত, যদি তারা সত্যিই হিদায়াতের কিতাব থেকে উপকার গ্রহণ করে।
- তাওহিদ সম্পর্কিত যুক্তিগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে:

1. আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

"বলো, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং তার মনোনীত দাসদের প্রতি শান্তি! আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি ওরা যাদেরকে শরীক করে তারা?’" (সূরা নমল: ৫৯)

2. আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ، حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَ لَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

"অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন। ওর বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।" (সূরা নমল : ৬০)

3. আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

" নাকি তিনি, যিনি যমীনকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা নমল : ৬১)

4. আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَ لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

" নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন, আর তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করে থাক।" (সূরা নমল : ৬২)

5. আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

" নাকি তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলভূমি ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান(১) এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে। " (সূরা নমল : ৬৩)

6. আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَمَّن يَبْدَوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْ لَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"নাকি তিনি, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং তোমাদেরকে আসমান যমীন হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।" (সূরা নমল : ৬৪)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

"হাকিম" এবং "আলিম" এর বিশেষ উল্লেখ এসেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও হিকমত থেকে সিদ্ধান্ত দেন।

ইউনিট নম্বর ১৬

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সফল এবং ব্যর্থ লোকদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৬-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন হিদায়াত, মুমিনদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরদের জন্য ভীতি প্রদানকারী, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। (১-৬)

ইউনিট নম্বর ১৭

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ৭ থেকে ১৪ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার আহ্বান বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি মুসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

ইউনিট নম্বর ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মুসা আলাইহিস সালাম-এর গল্প এবং তাঁর মু'জিযা, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প হুদহুদ-এর সাথে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প বিলকিস-এর সাথে এবং তার ঈমান আনয়ন পর্যন্ত। (৭-৪৪)

ইউনিট নম্বর ১৮

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তাআলা যে সকল নিয়ামত দিয়েছেন, তার বর্ণনা রয়েছে, এবং সেইসব লোকদেরও উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইউনিট নম্বর ১৮-এর বিষয়বস্তু

- মুসা আলাইহিস সালাম-এর গল্প এবং তাঁর মু'জিযা, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প হুদহুদ-এর সাথে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প বিলকিস-এর সাথে এবং তার ঈমান আনয়ন পর্যন্ত। (৭-৪৪)

ইউনিট নম্বর ১৯

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং সাবা'র রাণীর মধ্যে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও, সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁকে তাওহিদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, এবং হুদহুদ-এর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বলে যে, সাবা'র রাণীর সম্প্রদায় সূর্যের উপাসক জাতি।

ইউনিট নম্বর ১৯-এর বিষয়বস্তু

- মুসা আলাইহিস সালাম-এর গল্প এবং তাঁর মু'জিযা, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প হুদহুদ-এর সাথে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প বিলকিস-এর সাথে এবং তার ঈমান আনয়ন পর্যন্ত। (৭-৪৪)

ইউনিট নম্বর ২০

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ২৯ থেকে ৪৪ পর্যন্ত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এরপর, মালিকায়ে সাবা'র জনগণ তাদের রাণীকে বলেছেন যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর কাছে উপহার পাঠানো হোক। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন, তবে তাকে শাসন করা যাবে, এবং যদি তিনি উপহার গ্রহণ

না করেন, তবে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তিনি একজন শক্তিশালী এবং স্বাধীন ব্যক্তি। এরপর মালিকায়ে সাবা'র রাজসিংহাসন সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর সামনে উপস্থাপন করা হয়।

ইউনিট নম্বর ২০-এর বিষয়বস্তু

- মুসা আলাইহিস সালাম-এর গল্প এবং তাঁর মু'জিযা, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প হুদহুদ-এর সাথে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর গল্প বিলকিস-এর সাথে এবং তার ঈমান আনয়ন পর্যন্ত। (৭-৪৪)

ইউনিট নম্বর ২১

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ৪৫ থেকে ৫৩ পর্যন্ত সালেহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২১-এর বিষয়বস্তু

- সালেহ এবং লূত আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা তাদের জাতির সাথে। (৪৫-৫৪৫)

ইউনিট নম্বর ২২

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭, আয়াত ৫৪ থেকে ৫৮ পর্যন্ত লূত আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২২-এর বিষয়বস্তু

- সালেহ এবং লূত আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা তাদের জাতির সাথে। (৪৫-৫৪৫)

ইউনিট নম্বর ২৩

ঊনবিংশ পারা, সূরা আন-নামল (সূরা নম্বর ২৭), আয়াত ৫৯ থেকে ৬৬ পর্যন্ত যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাওহিদ প্রমাণিত করা হয়েছে এবং আখিরাতের পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কিয়ামতের কিছু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৩-এর বিষয়বস্তু

- মহাবিশ্বের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ তার একত্বের প্রমাণ দেয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নিয়ে মুশরিকদের অবস্থান, কুরআন এবং এর গুরুত্ব। (৫৯-৭৮)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

أمن خلق

২০

বিংশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

বিংশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২০তম পারা "আম্মান খালাকা" (أَمَّنْ خَلَقَ)

বিংশ পারাকে বিদ্বানগণ ১৮টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ২০তম পারা "أمن خلق "-এর আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা নামল		
১	৬৬-৯৩	অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের মালিক একমাত্র আল্লাহর সত্তা। কেয়ামতকে অস্বীকারকারী এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যানকারীদের উল্লেখ। পৃথিবীতে দাব্বাতুল আরদ-এর আবির্ভাবের বিবরণ, শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ঘটনা এবং মক্কা নগরীর পবিত্রতার বর্ণনা।
সূরা ক্বাসাস		
২	১-৬	ফিরাউনের অহংকার ও তার পরিণতি, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্যাতিতদের সাহায্যের কথা।
৩	৭-১৩	মূসা (আ.)-এর জন্মের সময়ের পরিস্থিতি এবং ফিরাউনের প্রাসাদে তাঁর লালন-পালন।
৪	১৪-২১	মূসা (আ.)-এর কিবতিকে ঘুষি মারার ঘটনা এবং মাদইয়ান শহরে হিজরত।
৫	২২-২৮	মাদইয়ান শহরে পৌঁছানোর পরের অবস্থা, মূসা (আ.)-এর বিবাহ এবং স্ত্রীসহ মিসরে প্রত্যাবর্তনের সময় নবুওয়াতের প্রাপ্তি।
৬	২৯-৩৫	মূসা (আ.)-এর সহযোগিতায় তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে নবী নিযুক্ত করার কথা।
৭	৩৬-৪২	ফিরাউন ও তার জাতি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের ওপর

		আজাবের বিবরণ।
৮	৪৩-৫০	অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের আসমানি কিতাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়।
৯	৫১-৬১	আহলে কিতাবের মুমিনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য ও কাফেরদের সতর্কবার্তা।
১০	৬২-৭৫	কেয়ামতের দিন মুশরিকদের অবস্থা।
১১	৭৬-৮৪	কারুনের কাহিনি ও তার পরিণতি।
১২	৮৫-৮৮	মক্কার মুশরিক ও কাফির কুরাইশদের সতর্কবাণী এবং মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ।
সূরা আন'কাবূত		
১৩	১-৭	মুমিনদের পরীক্ষা ও বিপদের কথা।
১৪	৮-১৩	পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ।
১৫	১৪-১৫	নূহ (আ.)-এর ঘটনা।
১৬	১৬-২৭	ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও তার জাতির পক্ষ থেকে নির্যাতন।
১৭	২৮-৩৫	লুত (আ.)-এর জাতি ও তাদের পরিণতির বর্ণনা।
১৮	৩৬-৪৩	শুআইব (আ.), হুদ (আ.) এবং সালেহ (আ.)-এর ঘটনা।

ইউনিট নম্বর ১

২০তম পারা, সূরা আন-নামল (সুরা নম্বর ২৭)-এর আয়াত নম্বর ৬৬ থেকে ৯৩ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকরা পুনরুত্থান অস্বীকার করত এবং তারা কেয়ামতকেও প্রত্যাখ্যান করত।

এরপর দাব্বাতুল আরয-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে। শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ঘটনা এবং মক্কা নগরীর পবিত্রতা ও এর মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১-এর বিষয়বস্তু:

- আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহ তাঁর একত্ববাদের প্রমাণ। মুশরিকদের পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির বিষয়। কুরআনের গুরুত্ব ও এর নির্দেশনা। (৫৯-৭৮)
- কুরআন সত্য-মিথ্যার মধ্যে ফয়সালাকারী। (৭৯-৮১)
- কেয়ামতের নিদর্শন, আল্লাহর নির্দেশ, অমান্যকারীদের পরিণতি, কেয়ামতের ভয়াবহতা এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ঘটনা। (৮২-৯০)
- নবী (সা.)-কে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ, কাবার মর্যাদা এবং নবী (সা.)-এর দাওয়াতের মিশন। (৯১-৯৩)

سورة القصص

সূরা আল-কাসাস

কাহিনী	The Narration
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরতা।[1]
- এই সূরায় মুসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসা (আ.)-এর জন্ম, লালন-পালন, বিবাহ, মিসরে প্রত্যাবর্তন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।
- মুসা (আ.)-এর ঘটনায় রয়েছে: "আর আমি মুসার মাকে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধ পান করাও। যখন তার জন্য ভয় করবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করো। ভয় করো না, দুঃখ করো না। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে নবীগণের একজন করবো।" (আল-কাসাস: ৭) রসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই যিনি তোমার প্রতি কুরআনের দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তন করাবেন। তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক সবচেয়ে বেশি জানে সে ব্যক্তিকে, যে সুপথপ্রাপ্ত হবে, আর সেই ব্যক্তিকেও যে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।" (আল-কাসাস: ৮৫) এটি সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, যেভাবে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কষ্ট ও বিপদ কাটিয়ে নিজের শহরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তোমাকেও তোমার শহরে ফিরিয়ে পাঠানো হবে। মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ঘটনার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
    - মুসা (আ.) ১০ বছর তাঁর সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-ও ১০ বছর তাঁর সম্প্রদায় থেকে দূরে ছিলেন।
    - মুসা (আ.) গোপনে হিজরত করেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-ও একইভাবে হিজরত করেছিলেন।

[1] বিশদ জানার জন্য "আত-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ওয়া আসারুহু ফি হায়াতিল মুসলিম" বইটি পড়ুন (লেখক: আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লাহ)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আন-নামল: এই সূরায় বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-কাসাস: মুসা (আ.)-এর জীবনের টনাগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।
- সূরা ইউসুফ এবং সূরা আল-কাসাসের তুলনা: সূরা ইউসুফ: এতে ভুল করে দোষ স্বীকার করার এবং সংশোধনের দৃশ্য দেখা যায়। সূরা আল-কাসাস: এখানে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের পরিবেশের বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮) এর আয়াত ১ থেকে ৬ পর্যন্ত: ফিরাউনের অহংকার ও তার পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দুর্বল ও নির্যাতিতদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইউনিট নম্বর ২-এর বিষয়বস্তু:

- মুসা (আ.) এবং ফিরাউনের ঘটনার সূচনা। পৃথিবীতে ফিরাউনের দুর্নীতি ও তার বিরুদ্ধে আল্লাহর শাস্তির আলোচনা। (১-৬)

ইউনিট নম্বর ৩

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ৭ থেকে ১৩: এই অংশে মুসা (আ.)-এর জন্মের সময়কার পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে। ফিরাউনের আদেশে সমস্ত নবজাতক পুরুষ শিশুকে হত্যা করার ঘোষণা এবং মুসা (আ.)-এর ফিরাউনের প্রাসাদে লালন-পালনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩-এর বিষয়বস্তু:

- মুসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (৭-৩২)

ইউনিট নম্বর ৪

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ১৪ থেকে ২১: এখানে মুসা (আ.)-এর একজন কিবতিকে ঘুষি মেরে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মুসা (আ.)-এর মাদইয়ান শহরে হিজরত করার বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৪-এর বিষয়বস্তু :

- মুসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (৭-৩২)

ইউনিট নম্বর ৫

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ২২ থেকে ২৮ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে: মুসা (আ.)-এর মাদইয়ান পৌঁছানোর পরের ঘটনা, মুসা (আ.)-কে সেবা করার কাজে নিয়োজিত করা, মুসা (আ.)-এর বিয়ে এবং পরে স্ত্রীসহ মিশর ফিরে আসা এবং মুসা (আ.)-কে নবুওয়াত প্রদানের বর্ণনা।

ইউনিট নম্বর ৫-এর বিষয়বস্তু :

- মুসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (৭-৩২)

ইউনিট নম্বর ৬

২০তম পারা সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ২৯ থেকে ৩৫ পর্যন্ত মুসা (আ.)-কে সাহায্য এবং সমর্থন করার জন্য তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে নবুওয়াত প্রদান করার কথা আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৬-এর বিষয়বস্তু :

- মুসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (৭-৩২)

ইউনিট নম্বর ৭

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ৩৬ থেকে ৪২ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসা (আ.)-এর দ্বীন প্রচার শুরু করেন। ফিরাউন, তার দরবারী, সেনাবাহিনী, এবং সরকারের মন্ত্রীদের দ্বীন তাওহীদের প্রতি আহ্বান। এরপর তাদের প্রত্যাখ্যান এবং তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব পাঠানোর বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৭-এর বিষয়বস্তু :

- ফিরাউনের মিথ্যাচার ও তার অহংকারের পরিণাম। নবীদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর আলোকপাত। (৩৩-৪৬)

ইউনিট নম্বর ৮

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ৪৩ থেকে ৫০ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসা (আ.)-কে তাওরাত এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে কুরআন প্রদান করা হয়। এও উল্লেখ করা হয় যে, কাফের ও মুশরিকরা প্রত্যেক যুগেই আসমানি কিতাব অস্বীকার করে।

কুরআন মাজিদের একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, মুসা (আ.)এ- কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেখানে তাওরাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কুরআনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৮-এর বিষয়বস্তু :

- ফেরাউনের মিথ্যাচার ও তার অহংকারের পরিণাম এবং মানুষদের জন্য রসূলদের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার উল্লেখ। (৩৩-৪৬)
- মক্কার কাফিরদের রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কুরআনকে অস্বীকার করা এবং তাদের সন্দেহ-সংশয়ের খণ্ডন। (৪৭-৫১)

ইউনিট নম্বর ৯

২০তম পারা, সূরা আল-কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর আয়াত ৫১ থেকে ৬১ পর্যন্ত আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে৷ কাফের কুরাইশদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে৷ এও বলা হয়েছে যে, কা'বার পবিত্রতার কারণে মক্কাবাসীদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৯-এর বিষয়বস্তু :

- আহলে কিতাব থেকে যারা ঈমান এনেছে, তাদের গুণাবলি ও প্রতিদান। (৫২-৫৫)
- মুশরিকদের সন্দেহ, তাদের খণ্ডন, এবং কিয়ামতের দিন তাদের দুর্দশার বিবরণ। (৫৬-৬৭)

ইউনিট নম্বর ১০

২০তম পারা, সূরা কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর ৬২ নম্বর আয়াত থেকে ৭৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের দিন মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে যেন কুফরের অবস্থায় মৃত্যু না ঘটে।

ইউনিট নম্বর ১০-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের সন্দেহ ও তার খণ্ডন, তাদের অবস্থান এবং কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা ও মুমিনদের সফলতার উল্লেখ৷ (৫৬-৬৭)।
- সৃষ্টিজগতে আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর পরিপূর্ণ ইচ্ছা, তাঁর অনুগ্রহ এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়ার উল্লেখ৷ (৬৮-৭৫)।

ইউনিট নম্বর ১১

২০তম পারা, সূরা কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর ৭৬ নম্বর আয়াত থেকে ৮৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত কারুনের কাহিনী, তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার ধন-সম্পদের বিশালত্ব এমন পর্যায়ে ছিল যে, তার ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করতে একাধিক উট প্রয়োজন হতো। এরপর তার ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১১-এর বিষয়বস্তু

- কারুনের কাহিনী, তার পরিণতি এবং এথেকে শিক্ষাগ্রহণ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু নির্দেশনা। (৭৬-৮৮)

ইউনিট নম্বর ১২

২০তম পারা, সূরা কাসাস (সূরা নম্বর ২৮)-এর ৮৫ নম্বর আয়াত থেকে ৮৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত কুরাইশের কাফের ও মক্কার মুশরিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশাল বিজয়ের মাধ্যমে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করবেন। তাই তারা যেন তাদের পথ পরিবর্তন করে। সূরা কাসাসের শেষের আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১২-এর বিষয়

- কারুনের কাহিনী, তার পরিণতি এবং এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু নির্দেশনা। (৭৬-৮৮)

سورة العنكبوت

সূরা আল-আনকাবুত

মাকড়সা	The Spider
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- ইসলামি শিক্ষার এবং নবীগণের জীবনীর আলোকে ফিতনার মোকাবিলা করা।[1]
- এই সূরার নাম আল-আনকাবুত (মাকড়সার জাল) রাখা হয়েছে, কারণ মাকড়সার জালের মতোই ফিতনাও মানুষের জন্য ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের জন্য এই ফিতনাগুলো খুবই তুচ্ছ এবং দুর্বল প্রমাণিত হয়, যেমন মাকড়সার জাল।[2]
- সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যারা ফিতনার মাঝে ধৈর্য ধরে অবিচল থাকে এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে সফলতা দান করেন। আল্লাহ বলেন:

  وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

  "আর যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব, এবং নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।" *(সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)*
- কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন।
- সোনা আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করা হয়, তেমনই ঈমানদারদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।
- আরবি ভাষায় "ফিতনা" শব্দের অর্থই হলো "সোনা বিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া।" ঈমানদার ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, আর এর ফলে তাদের ঈমান আরো উজ্জ্বল হয়। আর আল্লাহ্ তাআলা উচ্চ থেকে উচ্চতর ঈমান পছন্দ করেন।
- সর্বাবস্থায় প্রকৃত সফলতা হলো, ভালো অবস্থায় অকৃতজ্ঞতা এবং খারাপ অবস্থায় অধৈর্য হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোই ।

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال" - সালেহ বিন আব্দুল আজিজ আলে শায়খ।

[2] "الاستقامة" - আহমাদ বিন আব্দুল হালিম বিন তায়মিয়া।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় আহলে কিতাবের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সূরায় তাদের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৩

২০তম পারা, সূরা আল-আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত ১ থেকে আয়াত ৭: এখানে বলা হয়েছে যে ঈমানদারদের পরীক্ষা করা হবে এবং এর বিনিময়ে তাদের অনেক বেশি পুরস্কার ও সম্মান দান করা হবে। এই অংশে পরীক্ষার সময় ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৩-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়াতে মানুষের পরীক্ষা নেওয়া আল্লাহর একটি চিরন্তন পদ্ধতি। যারা পরীক্ষায় সফল হয়, তাদের জন্য পুরস্কারের উল্লেখ। (১-৯)

ইউনিট নম্বর ১৪

২০তম পারা, সূরা আল-আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত ৮ থেকে ১৩: এ অংশে পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ও সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মুনাফিকদের চরিত্রের চিত্রায়ন করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৪-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিকদের প্রতারণা। কাফিরদের মিথ্যাচার এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। (১০-১৩)

ইউনিট নম্বর ১৫

২০তম পারা, সূরা আল-আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত ১৪ থেকে ১৫: এখানে হজরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৫-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.)-এর তার জাতির সঙ্গে সম্পর্ক। ইব্রাহিম (আ.)-এর তার জাতির সঙ্গে কাহিনী এবং অগ্নিকুণ্ড থেকে তাঁর মুক্তি। (১৪-২৫)

ইউনিট নম্বর ১৬

২০তম পারা, সূরা আল-আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত ১৬ থেকে ২৭: এই অংশে ইব্রাহিম (আ.)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তার জাতির পক্ষ থেকে নির্যাতন, আগুনে ফেলে দেওয়ার হুমকি।

ইউনিট নম্বর ১৬-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.)-এর তার জাতির সঙ্গে কাহিনী। ইব্রাহিম (আ.)-এর তার জাতির সঙ্গে কাহিনী এবং আগুন থেকে তার মুক্তির বিবরণ। (আয়াত ১৪-২৫)।

ইউনিট নম্বর ১৭

২০তম পারা, সূরা আল-আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত ২৮ থেকে ৩৫: এই অংশে হজরত লুত (আ.)-এর ঘটনা এবং তার জাতির পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৭-এর বিষয়বস্তু

- লুত (আ.)-এর হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনা। লুত (আ.)-এর তার জাতির সঙ্গে কাহিনী এবং তাদের পরিণতির বিবরণ।

ইউনিট নম্বর ১৮

২০তম পারা, সূরা আল-আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত ৩৬ থেকে ৪৩: এই অংশে শুয়াইব (আ.), হুদ (আ.), এবং সালেহ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৮-এর বিষয়বস্তু

- শুয়াইব (আ.), হজরত হুদ (আ.), হজরত সালেহ (আ.) এবং হজরত মুসা (আ.)-এর তাদের জাতির সঙ্গে কাহিনী। যারা দুনিয়াতে নবীদের অস্বীকার করেছিল, তাদের পরিণতির বিবরণ। (৩৬-৪০)
- সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবক বানিয়েছিল। (৪১-৪৪)।

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

اتل ما أوحي

২১

একবিংশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

একবিংশ পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২১তম পারা "উতলু মা-ঊহিয়া" (اتل ما أوحي)

একবিংশ পারাকে আলিমগণ ৩৮টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন।

ইউনিট অনুযায়ী পারা "উতলু মা ঊহিয়া",-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আল-আনকাবূত		
১	৪৫	কুরআন তিলাওয়াত এবং সালাত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা।
২	৪৬-৫৫	আহলে কিতাবের সাথে একাডেমিক আলোচনার উৎসাহ প্রদান এবং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মী হওয়ার উল্লেখ।
৩	৫৬-৬০	হিজরতের বর্ণনা।
৪	৬১-৬৯	পার্থিব জীবনের খেল-তামাশা হওয়ার আলোচনা এবং নেক আমলগুলো আল্লাহর কাছে কখনোই নষ্ট না হওয়ার বিবরণ।
সূরা আর-রূম		
৫	১-৭	রোমানদের পরাজিত হওয়ার পর পুনরায় বিজয়ী হওয়ার বিবরণ।
৬	৮-১৬	সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পরিচয় লাভ। আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।
৭	১৭-২৮	আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত এবং সব ধরনের অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের বিবরণ বিবরণ এবং সকল জিনিসের জোড়ায় সৃষ্টির বর্ণনা। বিভিন্ন নিদর্শনের উল্লেখ।
৮	২৯-৩২	তাওহিদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান এবং শিরকের নিন্দা। ইসলামি জীবনপথ অনুসরণের নির্দেশ।
৯	৩৩-৩৭	মানুষের ভালো এবং মন্দ আচরণের বর্ণনা।

১০	৩৮-৪০	আল্লাহর পথে দান করার গুরুত্ব এবং সুদ ও অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকার আদেশ।
১১	৪১-৪৫	স্থলে ও সমুদ্রে ফিতনা-ফাসাদের কারণ ব্যাখ্যা।
১২	৪৬-৫৩	বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ প্রদান। যারা এসব নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না, তাদেরকে মৃতদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
১৩	৫৪-৫৭	মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থার বর্ণনা।
১৪	৫৮-৬০	নসিহত, ধৈর্য এবং দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব।
সূরা লুকমান		
১৫	১-৫	কুরআনের পরিচিতি এবং এটি মহত্ত্বশীলদের জন্য হিদায়াতের উৎস। মুক্তিপ্রাপ্তদের বিবরণ।
১৬	৬-৭	সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের ক্ষতির আলোচনা।
১৭	৮-১১	আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন।
১৮	১২-১৭	হিকমত বা প্রজ্ঞা আল্লাহর মহান নিয়ামত। লোকমানের উপদেশসমূহের বিবরণ।
১৯	১৮-২১	আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বিবরণ।
২০	২২-২৬	কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা।
২১	২৭-২৮	আল্লাহর নিরন্তর প্রশংসার কথা।
২২	২৯-৩২	আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি মানুষদের অধীনস্থ করার আলোচনা। মানবসৃষ্টির কারণ।
২৩	৩৩-৩৪	অদৃশ্যের জ্ঞানের বর্ণনা।
সূরা আল-সাজদা		

২৪	১-৩	কুরআন মাজিদের পরিচিতি।
২৫	৪-৯	ছয়দিনে সমগ্র জগতের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা।
২৬	১০-১১	যারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করে, তাদের বর্ণনা।
২৭	১২-১৭	কিয়ামতের দিন মুমিন, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের নিদর্শন ও অবস্থার আলোচনা।
২৮	১৮-২২	কিয়ামতের দিনে আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।
২৯	২৩-২৫	ইমামত, নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের গুণাবলী বর্ণনা।
৩০	২৬-৩০	উপদেশসমূহের আলোচনা।
সূরা আল-আহযাব		
৩১	১-৩	তাকওয়া, আল্লাহর অনুসরণ ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলতার আলোচনা।
৩২	৪-৫	শরীয়তের দৃষ্টিতে পালিত সন্তানদের (দত্তক সন্তান) অবস্থানের বর্ণনা।
৩৩	৬-৮	নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াত ও তাবলিগের আলোচনা।
৩৪	৯-১১	গজওয়া-এ আহযাবের (মহাযুদ্ধ) বিশদ বিবরণ।
৩৫	১২-২০	গজওয়ায়ে আহযাবে মুনাফিক ও কাফেরদের পরাজয়ের আলোচনা।
৩৬	২১-২৪	রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শের বর্ণনা।
৩৭	২৫-২৭	গজওয়ায়ে আহযাবে কাফের ও মুনাফিকদের পরিণতি।
৩৮	২৮-৩০	উম্মুল মুমিনীনদের (নবীজির স্ত্রীদের) মর্যাদা ও অবস্থার বিবরণ।

ইউনিট নম্বর ১

একবিংশ পারা, সূরা আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত নম্বর ৪৫-এ কুরআন তিলাওয়াত এবং সালাত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১-এর বিষয়বস্তু

- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দেশনাসমূহ। কুরআনের তিলাওয়াত এবং সালাত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, সুফল ও প্রভাব। (৪৫)

ইউনিট নম্বর ২

একবিংশ পারা, সূরা আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত নম্বর ৪৬ থেকে ৫৫ পর্যন্ত আহলে কিতাবের সাথে একাডেমিক আলোচনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২-এর বিষয়বস্তু

- আহলে কিতাবের সাথে যুক্তিযুক্ত বিতর্ক করার নির্দেশ। তাদের সন্দেহ ও আপত্তির প্রতিউত্তর। (৪৬-৫৫)

ইউনিট নম্বর ৩

একবিংশ পারা, সূরা আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত নম্বর ৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত হিজরতের গুরুত্ব, ফজিলত এবং এর উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের হিজরতের নির্দেশ। ধৈর্যশীলদের পুরস্কারের আলোচনা। মুশরিকদের আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা স্বীকার করা যে, তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা। (৫৬-৬৩)

ইউনিট নম্বর ৪

একবিংশ পারা, সূরা আনকাবুত (সূরা নম্বর ২৯)-এর আয়াত নম্বর ৬১ থেকে ৬৯ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, দুনিয়া হলো খেল-তামাশা এবং যারা নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের পুরস্কার কখনোই নষ্ট করেন না।

ইউনিট নম্বর ৪-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের হিজরতের আদেশ এবং ধৈর্যশীলদের প্রতিদান। মুশরিকদের আল্লাহর শক্তি ও রিজিকদাতা হিসেবে স্বীকারোক্তি। (৫৬-৬৩)
- দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ, কাফিরদের স্বভাব এবং তাদের শাস্তি। মুমিনদের পুরস্কারের আলোচনা। (৬৪-৬৯)

سورة الروم

সূরা আর-রূম

রোম	The Roman
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরার লক্ষ্য হলো, হক ও বাতিলের সংঘর্ষ এবং হকের বিজয় প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত করা।[1]
- আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনার আহ্বান।
- সূরার সূচনা একটি ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে হয়েছে যে, রোমানরা তাদের প্রথম হারের পরে পার্সিয়ানদের পরাজিত করবে। (বিস্তারিত জানতে পড়ুন: তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৭)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা (পারসিয়ান ও রোমানদের মধ্যে তুলনা)	
রোম	**ফরাসি**
ধর্মীয় দিক থেকে : খ্রিস্টান	ধর্মীয় দিক থেকে: মাজুসি ও সাবিয়ি
ভাষা: হিব্রু ও অন্যান্য	ভাষা: ফারসি
৩৭টি দেশে বিভক্ত	১৭টি দেশে বিভক্ত
আক্বিদা / বিশ্বাস: ত্রিত্ববাদ	আক্বিদা / বিশ্বাস: দ্বৈত ঈশ্বরবাদ (থেনুইয়াত):
হাদিস: মুসতাওরিদ কুরাইশি, আমর ইবন আস (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে বলেছিলেন, "আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে যখন খ্রিস্টানদের সংখ্যা	১) মাজুসি- আগুন -অশুভ ২) সাবিয়ি - নক্ষত্র -কল্যাণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নক্ষত্র কোনো ঠাণ্ডা বস্তু নয়; বরং এটি সূর্যের থেকেও বেশি বিপজ্জনক তাপ ও অগ্নির উৎস। এই

[1] আরও তথ্যের জন্য পড়ুন: إظهار الحق - রহমাতুল্লাহ বিন খলিলুর রহমান হিন্দি।

বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।” আমর (রাঃ) তাকে বললেন, “ভালো করে ভেবে দেখ, তুমি কী বলছ।” তিনি বললেন, “আমি যা শুনেছি তাই বলছি।” তখন আমর (রাঃ) বললেন, “যদি তুমি এটি বলো, তাহলে তাদের মধ্যে চারটি গুণ থাকবে: তারা পরীক্ষার সময় অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিপদ কেটে গেলে তারা সবচেয়ে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। তারা মিসকিন, এতিম এবং দুর্বলদের প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিশীল হবে। তাদের আরেকটি বিশেষ গুণ হলো, তারা অত্যাচারী শাসকদের অন্যদের তুলনায় বেশি বাধা দেবে।” (মুসলিম: ২৮৯৮) ইবনে কাসির (রহঃ)-এর গবেষণা অনুযায়ী, দাজ্জাল আসার আগে ইউরোপ (রোম) ইসলাম গ্রহণ করবে।	বাস্তবতায় পুরো পারসিক বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে যায়।

ইউনিট নম্বর ৫

একবিংশ পারা, সূরা আর-রূম (সূরা নম্বর ৩০), আয়াত ১-৭ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, রোমানরা পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে। সেই দিন মুসলমানরা খুশি হবে।

ইউনিট নম্বর ৫-এর বিষয়বস্তু

- পারস্য ও রোম সম্পর্কে অদৃশ্য জ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী। মুশরিকদের সতর্ক করার জন্য এই তথ্য প্রদান।সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনার আহ্বান। (১-৮)

ইউনিট নম্বর ৬

একবিংশ পারা, সূরা আর-রূম (সূরা নম্বর ৩০), আয়াত ৮-১৬ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, যে কেউ আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে চিন্তা করবে, তার জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা বোঝা সহজ হবে। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার পুনর্জীবিত করাও তাঁর জন্য সহজ।

ইউনিট নম্বর ৬-এর বিষয়বস্তু

- পৃথিবীতে ভ্রমণ করার নির্দেশ, যাতে পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানকারী জাতিগুলোর ধ্বংস থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। (৯-১০)
- মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রমাণ। সেই দিন মানুষের অবস্থা, আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর একত্ব, ক্ষমতা ও নিয়ামতের আলোচনা। (১১-২৭)

ইউনিট নম্বর ৭

একবিংশ পারা, সূরা আর-রূম (সূরা নম্বর ৩০), আয়াত নম্বর ১৭ থেকে ২৮ পর্যন্ত আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি সব ধরনের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এরপর আল্লাহর রবুবিয়াত (পরিচালন ক্ষমতা) এবং উলুহিয়াতের (উপাস্যত্ব) প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন নিদর্শন উল্লেখ করেছেন।

ইউনিট নম্বর ৭-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রমাণ। সেই দিন মানুষের অবস্থা, আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর একত্ব, ক্ষমতা ও নিয়ামতের আলোচনা। (১১-২৭)

ইউনিট নম্বর ৮

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ২৯ থেকে ৩২-এ তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের নিন্দা করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলাম ধর্মের পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ ইসলাম একটি প্রাকৃতিক ধর্ম।

ইউনিট নম্বর ৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদের উদাহরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মের প্রাকৃতিক ও একত্ববাদী ধর্ম হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৯

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ৩৩ থেকে ৩৭-এ বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ভালো দিন ফিরে এলে তারা আল্লাহকে ভুলে যায়।

ইউনিট নম্বর ৯-এর বিষয়বস্তু

- সুখ-দুঃখে মানুষের প্রকৃতি, জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে অধিকার আদায়ে উৎসাহ দেওয়া এবং সুদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৩৩-৩৯)

ইউনিট নম্বর ১০

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ৩৮ থেকে ৪০-এ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। দান-খয়রাত করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং হারাম উপায়ে উপার্জন থেকে, বিশেষত সুদের লেনদেন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১০-এর বিষয়

- সুখ-দুঃখে মানুষের প্রকৃতি, জাকাত আদায়ে উৎসাহ এবং সুদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। (৩৩-৩৯)
- তাওহিদের প্রমাণাদি, ঈমানদারদের কর্মফল, সঠিক ধর্ম (দ্বীন-ই-ক্বাইয়িম) অনুসরণ এবং পরকালের ভয়। (৪০-৪৪)

ইউনিট নম্বর ১১

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ৪১ থেকে ৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থল ও জলে মানুষের পাপের কারণে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১১-এর বিষয়বস্তু

- তাওহিদের প্রমাণ এবং ঈমানদারদের কর্মফল।সঠিক ধর্মের অনুসরণ এবং পরকালের ভয়ের আলোচনা। (৪০-৪৪)

ইউনিট নম্বর ১২

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ৪৬ থেকে ৫৩-এ বায়ু ও বৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর রবুবিয়াত ও উলূহিয়াতের প্রমাণ। তা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট লোকেরা এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না। তাদের অবস্থা মৃতদের মতো।

ইউনিট নম্বর ১২-এর বিষয়বস্তু

- কেয়ামতের দিন মুমিনদের পুরস্কার, আল্লাহর ক্ষমতা ও তাওহিদের প্রমাণ, অপরাধীদের শাস্তি এবং কাফেরদের প্রকৃতির উল্লেখ। (৪৫-৫১)
- কাফের ও মুমিনদের মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষার প্রভাব এবং মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে আল্লাহর ক্ষমতার আলোচনা। (৫২-৫৪)

ইউনিট নম্বর ১৩

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ৫৪ থেকে ৫৭-এ মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপ ও স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ প্রথমে দুর্বল থাকে, তারপর শক্তিশালী হয়, পরে আবার দুর্বল হয়ে যায় এবং বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। তাহলে, মানুষ অহংকার করে কীসের জন্য?

ইউনিট নম্বর ১৩-এর বিষয়বস্তু

- কাফের ও মুমিনদের ওপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষার প্রভাব এবং মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপে আল্লাহর শক্তির প্রমাণ। (৫২-৫৪)
- কেয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা, আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে কাফেরদের মনোভাব এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধৈর্যের নির্দেশ। (৫৫-৬০)

ইউনিট নম্বর ১৪

একবিংশ পারা, সূরা রূম (সূরা নম্বর ৩০)-এর আয়াত ৫৮ থেকে ৬০-এ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, উপদেশকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। এরপর ধৈর্যের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বীনের দাওয়াতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৪-এর বিষয়বস্তু

- কেয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা, আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে কাফেরদের মনোভাব এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধৈর্যের নির্দেশ। (৫৫-৬০)

سورة لقمان

সূরা লুকমান

লুক্বমান (আ.)	Luqman (A Wise Man)
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

এই সূরার মূল লক্ষ্য হলো সন্তানদের সঠিক প্রশিক্ষণ।

স্বর্ণপাঠ (Golden Lessons)

- লুকমান (আলাইহিস সালাম) তার পুত্রকে ভালোবাসার সাথে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছেন:
  - শিরক না করা (আয়াত ১৩)। লুকমান
  - পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা (আয়াত ১৪)।
  - নামাজ কায়েম করা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, ধৈর্য ধারণ করা। (আয়াত ১৭)।
  - শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া (আয়াত ১৮)।
  - চালে ও কণ্ঠে নম্রতা বজায় রাখা (আয়াত ১৯)।
  - এই সূরা বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয় (আয়াত ২১)।
- পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যে, বাবা-মার দায়িত্ব সন্তানদের সঠিক প্রতিপালন।
- সূরার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল আল্লাহর হুকুমই পৃথিবীতে কার্যকর হয়।
- পিতাকে এটি বোঝানো উচিত যে, দুনিয়ার জীবন তাকে জীবন দানকারী থেকে দূরে না ঠেলে দেয়।
- পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। (আয়াত ৩৪)
- কুরাইশ কাফিররা তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান করত এবং তাদের কবিতায় পৃথিবী জগতের চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কন করত। এই সূরাতে লুকমান এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- নেয়ামতের কথা এবং কৃতজ্ঞতা ও ঈমানের দিকে আহ্বান।

- আরবজাতি তাদের পূর্বপুরুষদের অনেক শ্রদ্ধা করত, তাদেরকে লুকমান হাকিমের কথা জানিয়ে বিশ্বাস করার জন্য বলা হচ্ছে, কারণ তারা আরবদের মধ্যে বড়োদের মধ্যে গণ্য হত।
- পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়
  ১। কিয়ামতের সময়।
  ২। বৃষ্টিপাতের সময়।
  ৩। মাতৃগর্ভে যা আছে, তার বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়।
  ৪। আগামীকাল কী অর্জিত হবে।
  ৫। কোথায় মৃত্যু হবে।
- আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে সকল প্রকার প্রজ্ঞা দিয়ে পূর্ণ করেছেন। কোরআনে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি বা ত্রুটি নেই। কোরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ ও করুণার বিরাট এক নিয়ামত।
- কোরআনে বিশ্বাস রাখা এবং এর উপর আমল করা দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে সাফল্যের মাধ্যম।
- আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে, কথায় সত্যতা আনে এবং আমলকে সঠিক করে তোলে।
- মানবজাতির মধ্যে কিছু মানুষ নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে এবং পাপ কাজকে আকর্ষণীয় করে তোলে।
- অজ্ঞতা ও অহংকার এমন একটি রোগ, যা মানুষকে সত্য শোনার এবং তা গ্রহণ করার পথে বাধা দেয়।
- যারা অন্যদের উপহাস করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
- ইমান ও নেক আমল দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার একটির অনুপস্থিতিতে মুক্তি সম্ভব নয়। ইমান আমলের সত্যতার প্রমাণ এবং আমল ইমানের সত্যতার প্রমাণ।
- আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি সত্য।
- আল্লাহ তাঁর শরিয়তে প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর সিদ্ধান্তে পরাক্রমশালী।
- উঁচু আকাশ, প্রশস্ত পৃথিবী এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন।
- এই সকল নিদর্শন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, সৃষ্টির ক্ষমতা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদতের যোগ্যতা প্রমাণ করে।
- প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে এমন নিদর্শন রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ।
- তাওহিদই সবচেয়ে বড়ো অধিকার।

- শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ, যা 'অত্যাচারের মহৎ রূপ' বলে আখ্যায়িত হয়েছে।
- শিরকের নিন্দা করা হয়েছে এবং তা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- আল্লাহর অধিকার সারা সৃষ্টির অধিকারের ওপরে।
- আল্লাহর অবাধ্যতায় পিতামাতার বা শাসকের আনুগত্য করা বৈধ নয়।
- আল্লাহর পর সবচেয়ে বড়ো অধিকার সন্তানের প্রতি মা-বাবার।
- পিতামাতার আনুগত্য সন্তানের ওপর ওয়াজিব।
- ইসলাম মানুষদের সাথে উত্তম আচরণের শিক্ষা দিয়েছে।
- মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের সাথেই সুন্দর আচরণ করতে হবে।
- আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়োত্বের কথা স্মরণ করানো হয়েছে।
- প্রতিটি বিষয় আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এবং তিনি সর্বশক্তিমান।
- নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ।
- একজন মুমিনকে ভালো কাজে আদেশ করতে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং এ পথে আসা কষ্ট সহ্য করতে হবে।
- অহংকারপূর্ণ কথাবার্তা ও কাজ হারাম।
- চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং নিয়ামত থেকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- নিয়ামত দুই প্রকার: বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ।
- আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ওয়াজিব।
- নিয়ামতের শোকর আদায়ের অর্থ আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে নিয়োজিত করা।
- জ্ঞান ছাড়াই তর্ক-বিতর্ক পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।
- পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ মানুষের জন্য সত্য গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।
- মানবজাতি দুই প্রকার: (১) মুসলিম (২) কাফির ও মুশরিক।
- ইসলাম 'ইহসান' বা তাকওয়ার পরিপূর্ণতা অর্জনের সর্বোচ্চ স্তরকে গুরুত্ব দিয়েছে।
- মানুষ এমন এক আলো এবং দৃঢ় বন্ধনের প্রয়োজনীয়তায় থাকে, যা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে আর তা হলো আল্লাহর দ্বীন।
- কাফির তার কুফরির দ্বারা অন্য কারও ক্ষতি করতে পারে না, বরং তার কুফরির শাস্তি একমাত্র তার নিজের ওপরই বর্তাবে।
- আল্লাহর কাছে কাফির তার কুফরির শাস্তি পাবে।
- মুশরিকরা তাদের প্রভুত্বে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করলেও ইবাদতে শিরক করত।
- আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির থেকে অমুখাপেক্ষী।
- আল্লাহ তায়ালা সকল প্রশংসার যোগ্য এবং পুরো সৃষ্টিজগত তাঁর মালিকানাধীন।

- আল্লাহর জ্ঞান অতি বিশাল এবং তাঁর প্রশংসার শব্দসমূহ কখনো শেষ হওয়ার নয়।
- আল্লাহ মানুষকে সত্য বোঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।
- আল্লাহর শ্রবণ, দৃষ্টি এবং জ্ঞানের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর গুণাবলীতে একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।
- সৃষ্টিজগতের নিদর্শন থেকে উপদেশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
- আল্লাহ সৃষ্টিজগতের নিদর্শনগুলোকে মানুষের কল্যাণ, শান্তি এবং সুবিধার জন্য অনুগত করে দিয়েছেন।
- সৃষ্টির এই অনুগত অবস্থার জন্য মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।
- সৃষ্টিজগতের নিদর্শনসমূহ আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত উপাস্য হওয়ার প্রমাণ দেয়।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা এবং অন্য কারও দিকে আহ্বান করার কোনো অধিকার নেই। এর ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।
- আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করা, পাপ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া—এগুলো পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী।
- কষ্টের সময় তাওহিদকে গ্রহণ করা এবং সুখের সময় শিরক করা মুশরিকদের কাজ।
- আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করা আবশ্যক।
- কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থান হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।
- কিয়ামতের দিন হবে খুব কঠিন, যেখানে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কোনো কাজে আসবে না।
- দুনিয়ার জীবনের ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাসের প্রলোভন থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- গায়েবের পাঁচটি চাবির জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরা লুকমানে এক জ্ঞানী ব্যক্তির শিক্ষাগুলো শিরকবিরোধী ছিল, আর কুরআনও শিরকবিরোধী কথা বলছে এবং তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছে। এটি বুঝানো হয়েছে যে, কুরাইশের কাফিরদের জন্য কুরআনের শিক্ষাগুলো সাধারণ যুক্তিবোধ (common sense)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করা প্রকৃতির বিপরীত চলার মতো। এই প্রকৃতির চিন্তাভাবনা ও অবস্থার কথা যিনি বলেছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ বলে, এসব কিছু প্রাকৃতিক। কিন্তুএই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা কে, তা মানুষ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

- সুরা সাজদায়ও কুরআনকে মিথ্যা ও মনগড়া বলে অপপ্রচার চালানো লোকদের সতর্ক করা হয়েছে। কুরআনের বিরোধিতায় যারা হতাশা ও বিভ্রান্তিতে ছিল, তাদের উত্তর দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, যখন তাওরাত এসেছিল, তখন তার বিরোধীরা তার বিরোধিতায় কোনো ত্রুটি ছাড়েনি। কিন্তু তাদের পরিণাম কী হয়েছিল? তাওরাত জয়ী হয়েছিল। ঠিক একইভাবে কুরআন এবং নবী (সাঃ)-এর পথে যারা চলবে, তাদের জয় নিশ্চিত।

ইউনিট নম্বর ১৫

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ১-৫: এই অংশে কুরআনকে হিকমত বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে, এটি সৎকর্মশীলদের জন্য হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের উৎস। যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তাদের নাজাতপ্রাপ্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৩১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন মাজিদের দায়িত্ব। (১-৩)
- সৎকর্মশীল ও পথভ্রষ্টদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান। (৪-৭)

ইউনিট নম্বর ১৬

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ৬-৭: এখানে যারা গান-বাজনা, সঙ্গীত এবং অহেতুক বিনোদনে লিপ্ত থাকে, তাদের সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- সৎকর্মশীল ও পথভ্রষ্টদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান। (৪-৭)

ইউনিট নম্বর ১৭

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ৮-১১: এই অংশে আল্লাহর হিকমত ও কুদরতের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর কুদরতের প্রমাণসমূহ। (৮-১১)

ইউনিট নম্বর ১৮

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ১২-১৭: এখানে বলা হয়েছে যে, হিকমত ও প্রজ্ঞা আল্লাহর বড়ো এক নিয়ামত। এই নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এরপর লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর উপদেশগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা এবং তার পুত্রকে দেওয়া উপদেশ। (১২-১৯)

ইউনিট নম্বর ১৯

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ১৮-২১: এখানে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামতকে কেউ গণনা করতে সক্ষম নয়।

ইউনিট ১৯-এর বিষয়বস্তু

- লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা এবং তার পুত্রকে দেওয়া উপদেশ। (১২-১৯)
- আল্লাহর নিয়ামত এবং মুশরিকদের হঠকারিতা। (২০-২৪)

ইউনিট নম্বর ২০

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ২২-২৬: মানুষ কীভাবে কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে, এখানে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২০-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর নিয়ামত এবং মুশরিকদের হঠকারিতা। (২০-২৪)
- মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহর ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিধির প্রমাণ। (২৫-২৭)

ইউনিট নম্বর ২১

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ২৭-২৮: এখানে আল্লাহর নিয়ামতের অসংখ্যতা এবং আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতির অবিরাম ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি যদি সমস্ত পৃথিবীর গাছপালা কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তবুও আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি লেখা শেষ হবে না।

ইউনিট ২১-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রমাণ। (২৮)

ইউনিট নম্বর ২২

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ২৯-৩২: এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানুষের উপকারে নিয়োজিত করেছেন। তাই মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি।

ইউনিট ২২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তার অগণিত নিয়ামত ও ক্ষমতার আরও প্রমাণ। (২৯-৩১)
- কাফিরদের আচরণ। (৩২)

ইউনিট নম্বর ২৩

একবিংশ পারা, সুরা লুকমান (সূরা নম্বর ৩১), আয়াত ৩৩-৩৪: এখানে অদৃশ্যের বিষয়গুলোর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন: কিয়ামতের জ্ঞান, বৃষ্টিপাতের সময়, গর্ভের বিস্তারিত অবস্থা, ভবিষ্যতে কী উপার্জন করবে এবং মৃত্যুর স্থান ও সময়।

ইউনিট ২৩-এর বিষয়বস্তু

- তাকওয়ার আদেশ, আখিরাতের ভয়, এবং দুনিয়া ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার উপদেশ। (৩৩)
- অদৃশ্যের চাবিগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। (৩৪)

سورة السجدة

সূরা আস-সাজদাহ্

সাজদা	The Prostration
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- প্রতিপালকের সামনে নত হওয়া।[1]
- এই সুরায় যারা আল্লাহর সামনে সেজদা করে না, তাদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। (আয়াত নম্বর ১৪-২০)।
- নবী করিম (সা.) শুক্রবারের ফজরের নামাজে এই সুরাটি তিলাওয়াত করতেন এবং সেজদা করতেন। (সহীহ মুসলিম ৮৭৯)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরা লুকমানে এক হাকিমের শিক্ষা শিরকের বিরুদ্ধে ছিল, এবং কুরআনও শিরকের বিরোধিতা করে তাওহিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। কাফের কুরাইশের জন্য কুরআনের শিক্ষাগুলো সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কুরআনের শিক্ষাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো। এই প্রকৃতিগত চিন্তা ও পরিস্থিতির কথা যিনি জানিয়েছেন, তিনি আল্লাহ। মানুষ বলে যে, সবকিছুই প্রাকৃতিক, কিন্তু এই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে কে? তারা আজ পর্যন্ত তা আবিষ্কার করতে পারেনি।
- সুরা সাজদাতেও কুরআনকে মিথ্যা এবং বানানো কথা বলে গুজব ছড়ানো ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়গুলো কুরআনের বিরোধীদের বিভ্রান্ত ও চিন্তিত করেছিল, সেগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে। যখন তাওরাত এসেছিল, তখন তার বিরোধীরা বিরোধিতায় কোনো ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো? তাওরাত

[1] বিস্তারিত জানতে প্রণিধান করুন: "تذكير البشر بفضل التواضع وذم الكبير" - আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ।

বিজয়ী হলো। একইভাবে, কুরআন প্রদত্ত পথ এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেখানো পথে চললে সফলতা নিশ্চিত হবে।

ইউনিট নম্বর ২৪

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২-এর আয়াত ১-৩ পর্যন্ত কুরআনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

ইউনিট নম্বর ২৪-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যারা এটিকে মিথ্যা বলে, তাদের প্রতি জবাব। (১-৩)

ইউনিট নম্বর ২৫

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২-এর আয়াত ৪-৯ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর শক্তি, একত্ববাদ এবং তার কিছু অনুগ্রহের নিদর্শন। (৪-৯)

ইউনিট নম্বর ২৬

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২-এর আয়াত ১০-১৪ পর্যন্ত তাদের প্রতি জবাব দেওয়া হয়েছে, যারা কিয়ামতের পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করে।

ইউনিট নম্বর ২৬-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের পুনরুত্থানে অস্বীকৃতি এবং কিয়ামতের দিন তাদের পরিণতি। (১০-১৪)

ইউনিট নম্বর ২৭

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২ এর আয়াত ১২ থেকে ১৭ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে কিয়ামতের দিন কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং গুনাহগাররা অপমানিত হবে। এরপর কিয়ামতের দিনে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৭-এর বিষয়বস্তু:

- মুশরিকদের পুনরুত্থানে অস্বীকৃতি এবং কিয়ামতের দিনে তাদের পরিণতি। (১০-১৪)
- মুমিনদের গুণাবলী ও তাদের পুরস্কার। (১৫-১৯)

ইউনিট নম্বর ২৮

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২-এর আয়াত ১৮ থেকে ২২ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ। তিনি কারো প্রতি সামান্যতমও অবিচার করেন না। যারা সৎ কাজ করেছেন, তাদের ভালো পুরস্কার দেওয়া হবে, আর যারা অসৎ কাজ করেছেন, তাদেরও তাদের কর্ম অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে।

ইউনিট নম্বর ২৮-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের গুণাবলী ও তাদের পুরস্কার। (১৫-১৯)
- আল্লাহর নিদর্শনগুলো থেকে কাফেরদের বিমুখতা এবং তাদের পরিণতি। (২০-২২)

ইউনিট নম্বর ২৯

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২-এর আয়াত ২৩ থেকে ২৫ পর্যন্ত নেতৃত্ব, ইমামত এবং সিয়াদতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সঠিক পথপ্রাপ্তরা ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহর নিদর্শনগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

ইউনিট নম্বর ২৯-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত নাজিল হওয়া এবং তাদের সম্প্রদায়ের সম্মান। (২৩-২৫)

ইউনিট নম্বর ৩০

একবিংশ পারা, সুরা আস-সাজদাহ, সুরা নম্বর ৩২ -এর আয়াত ২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উপদেশ বর্ণনা করেছেন।

ইউনিট নম্বর ৩০-এর বিষয়বস্তু

- সবকিছুর উপর আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ। (২৬-২৭)
- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা। (২৮-৩০)

سورة الأحزاب

সূরা আল-আহযাব

দল	The Confederates
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ। একজন মুসলমানের মর্যাদা এটাই যে তিনি নিজেকে আল্লাহর সামনে সোপর্দ করেন।[1]
- এই সূরার মূল কেন্দ্রবিন্দু এই আয়াত: আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
  "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا"
  "আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৬)
- এই সূরার নাম "আহযাব" কেন রাখা হয়েছে: "আহযাব" শব্দটি এমন এক চরম পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে, যা সাহাবায়ে কেরামের ওপর সংঘটিত হয়েছিল। চারদিক থেকে মুশরিকরা আক্রমণ চালাচ্ছিল। এমন কঠিন সময়ে তারা আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ তাদের ফেরেশতাদের মাধ্যমে এবং ঝড়ো বাতাস দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:
  "هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا" (সূরা আল-আহযাব)
- মানুষের দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানুষকে দায়িত্বশীল করা হয়েছে। মানুষ আমানত বহনের এবং তা পালন করার দায়িত্ব নিয়েছে। "আমানত" বলতে বোঝায় আল্লাহর আনুগত্য এবং শরীয়তের বিধি-বিধান পালন।

[1] এই বিষয়ে আরও জানার জন্য পড়ুন: "من أسباب السعادة", আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ আস-সুদহান।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- কুরআন এবং রসূলের প্রতি উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার ধারাবাহিকতা এখানে রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩১

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ১ থেকে ৩-এ নবী (সা.)-কে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার, অহির অনুসরণ করার, আল্লাহর উপর নির্ভর করার এবং কাফের ও মুনাফিকদের বিরোধিতা করার কথা বলা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩১-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সা.)-এর জন্য নির্দেশনা। (১-৩)

ইউনিট নম্বর ৩২

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ৪ থেকে ৫-এ সমাজের একটি প্রচলিত কুসংস্কার দূর করার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, দত্তক সন্তান বা মেয়ের আসল কোনো মর্যাদা নেই। সন্তানদের তাদের প্রকৃত পিতা-মাতার নামে ডাকা উচিত।

ইউনিট নম্বর ৩২-এর বিষয়বস্তু

- ظہار (যিহার) ও দত্তক সন্তান গ্রহণের নিষিদ্ধতা। (৪-৫)

ইউনিট নম্বর ৩৩

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ৬ থেকে ৮-এ বলা হয়েছে যে, নবী (সা.) সকল মুমিনদের নিকটতম। আর এরপরে বলা হয়েছে যে, নবী (সা.)-সহ সমস্ত নবী-রসূলের আল্লাহর সাথে দাওয়াত ও তাবলিগের একটি চুক্তি ছিল।

ইউনিট নম্বর ৩৩-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সা.)-এর মর্যাদা এবং আত্মীয়স্বজনের মাঝে উত্তরাধিকার প্রথার বৈধতা। (৬)
- নবীদের সাথে আল্লাহর চুক্তি। (৭-৮)

ইউনিট নম্বর ৩৪

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ৯ থেকে ১১-এ গজওয়া আল-আহযাবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে ইহুদিদের কুফরি ও মুনাফিকদের মুনাফিকি এবং তাদের আসল চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তারা মক্কার মুশরিক ও কুরাইশদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদের সাহায্য করেছিল। এই অবস্থার মোকাবিলায় নবী (সা.) এবং সাহাবারা মদিনার চারপাশে একটি পরিখা খনন করেন।

ইউনিট নম্বর ৩৪-এর বিষয়বস্তু

- গজওয়া-ই আহযাবের ঘটনা এবং এর থেকে শিক্ষা। (৯-২৭)

ইউনিট নম্বর ৩৫

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ১২ থেকে ২০ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, গজওয়া-ই আহযাবে আল্লাহ তাআলা কাফের ও মুনাফিকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন এবং তাদের শত্রুতাপূর্ণ প্রকৃতি প্রকাশ করেছেন।

ইউনিট নম্বর ৩৫-এর বিষয়বস্তু

- গজওয়া-ই আহযাবের ঘটনা এবং এর থেকে শিক্ষা। (৯-২৭)

ইউনিট নম্বর ৩৬

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ২১ থেকে ২৪-এ আল্লাহ তাআলা নবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। বলা হয়েছে যে, যারা নবীর আদর্শ অনুসরণ করবে, তারা পূর্ণতা লাভ করবে।

ইউনিট নম্বর ৩৬-এর বিষয়বস্তু

- গজওয়া-ই আহযাবের ঘটনা এবং এর থেকে শিক্ষা। (৯-২৭)

ইউনিট নম্বর ৩৭

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ২৫ থেকে ২৭-এ গজওয়া-ই আহযাবে কাফের ও মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলা হয়েছে। তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।

ইউনিট নম্বর ৩৭-এর বিষয়বস্তু

- গজওয়া-ই আহযাবের ঘটনা এবং এর থেকে শিক্ষা। (৯-২৭)

ইউনিট নম্বর ৩৮

একবিংশ পারা, সুরা আল-আহযাব, সুরা নম্বর ৩৩-এর আয়াত ২৮ থেকে ৩০-এ নবী (সা.)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের দুটি বিষয়ে নির্বাচন করার সুযোগ দিন। প্রথমত: যদি তাঁরা পার্থিব জীবনের কামনা করে, তবে তাঁদের তালাক দিয়ে মুক্ত করে দিন। দ্বিতীয়ত: যদি তাঁরা নবী (সা.)-এর সন্তুষ্টিতে থেকে দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করে, তবে তাঁদের জন্য আখিরাতে দ্বিগুণ পুরস্কার থাকবে।

ইউনিট নম্বর ৩৮-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সা.)-এর স্ত্রীদের পৃথিবী ও আখিরাতের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ। (২৮-৩০)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

ومن يقنت

২২

বাইশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

বাইশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২২তম পারা "ওয়ামান ইয়াকনুত" (وَمَنْ يَقْنُتْ)

বাইশতম পারাকে উলামায়ে কিরাম ৩১টি ইউনিটে ভাগ করেছেন। এই পারার আয়াত এবং বিষয়বস্তুর বিবরণ নিম্নরূপ।

২২তম পারার ইউনিট অনুসারে আয়াত এবং বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আহযাব		
১	৩১-৩৪	উম্মাহাতুল মুমিনীনদের (رضي الله عنهن) গুণাবলি এবং তাঁদের বিশেষ দায়িত্বের উল্লেখ।
২	৩৫	পুরুষ ও নারীর সমতার বিবরণ। পুরুষ ও নারী উভয়েই নেক আমলের ভিত্তিতে সমান মর্যাদার অধিকারী। তবে, লিঙ্গের ভিত্তিতে কিছু বিধান পৃথক, যা সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তবে এটি সাদৃশ্য নয়।
৩	৩৬-৩৯	দত্তক সন্তান-সন্ততির বিধি-বিধান, উম্মুল মুমিনীন যয়নাব (رضي الله عنها)-এর তালাক এবং বিয়ের প্রসঙ্গ।
৪	৪০-৪৪	খাতমে নবুয়ত বা নবুওয়তের শেষ হওয়ার ঘোষণা।
৫	৪৫-৪৮	আল্লাহর নবীর (صلى الله عليه وسلم) কিছু নাম ও গুণাবলীর বিবরণ।
৬	৪৯-৫২	নবীজির (সা.) বিয়ের বিশেষ বিধান এবং উম্মতের জন্য বিবাহ-সংক্রান্ত বিধান ও সমস্যা।
৭	৫৩-৫৫	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের শিষ্টাচার এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন (رضي الله عنهن)-এর জন্য পর্দার বিধান।

৮	৫৬-৫৮	দরুদ পাঠের গুরুত্ব এবং এর কল্যাণ।
৯	৫৯	পুরুষ ও নারীর জন্য সাধারণ পর্দা সম্পর্কিত বিধান।
১০	৬০-৬৮	পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা।
১১	৬৯-৭১	মুমিনদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত ও উপদেশ।
১২	৭২-৭৩	ওহির দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে মানবজাতির বিশেষ অবস্থানের উল্লেখ।
সূরা সাবা		
১৩	১-২	আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও স্তুতিবাদ।
১৪	৩-৯	কিয়ামতের পরের জীবনের অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন।
১৫	১০-১৪	দাউদ (عليه السلام) এবং সোলাইমান (عليه السلام)-এর কৃতজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞ লোকদের ওপর আল্লাহর শাস্তির বিবরণ।
১৬	১৫-২১	সাবা জাতির বিশদ বিবরণ।
১৭	২২-২৮	মানবজাতির দিকনির্দেশনার জন্য নবীদের পাঠানোর প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা।
১৮	২৯-৩৩	কাফির ও মুশরিকদের অবাধ্যতার স্পষ্ট আলোচনা।
১৯	৩৪-৩৯	নবীর আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণ।
২০	৪০-৪২	কিয়ামতের দৃশ্য এবং অত্যাচারীদের পরিণতি।
২১	৪৩-৪৫	কাফির ও মুশরিকদের পরিণতি।
২২	৪৬-৫৪	মানুষের জন্য চিন্তা ও অনুধাবনের আহ্বান।
সূরা ফাতির		

২৩	১-৮	আল্লাহর প্রশংসা, নবীজিকে (সা.) সান্ত্বনা দেওয়া এবং দুনিয়ার ধোঁকার কারণগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।
২৪	৯-১৪	আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিভিন্ন নিদর্শন।
২৫	১৫-২৬	আল্লাহর ন্যায়বিচার।
২৬	২৭-২৮	উলামায়ে কেরামের মর্যাদার আলোচনা।
২৭	২৯-৩৫	কুরআনুল কারিম একটি মহান নিয়ামত। মুমিনদের চিরস্থায়ী আবাস হলো জান্নাত।
২৮	৩৬-৩৭	কাফের ও মুশরিকদের কৃতকর্মের ফলাফল ও পরিণতি।
২৯	৩৮-৪১	আল্লাহর মহিমা এবং রুবুবিয়তের উদাহরণ।
৩০	৪২-৪৩	মানুষের ইসলাম থেকে বিমুখ থাকার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা।
৩১	৪৪-৪৫	মানুষ পাপ করতে থাকলেও আল্লাহ তাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে থাকেন।

ইউনিট নং ১

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৩১-৩৪; এই অংশে আল্লাহর রসূলের (সা.) স্ত্রীদের বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে। এই মর্যাদার কারণে তাঁদের জন্য দায়িত্ব ও নির্দেশাবলী আরও কঠোর করা হয়েছে। তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের বিশেষ মর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব দ্বিগুণ।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- নবীগৃহের আদব ও নির্দেশনা। (৩০-৩৪)

ইউনিট নং ২

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৩৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ এবং নারী প্রতিফল ও পুরস্কারের দিক থেকে সমান। এই সমতার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী উভয়ই সমান হলেও লিঙ্গের পার্থক্যের ভিত্তিতে তাদের জন্য আলাদা বিধান রয়েছে।

উভয়কেই দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) করা হয়েছে এবং উভয়ই জান্নাতের নিয়ামত সমানভাবে উপভোগ করবেন।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু

- যয়নব (রা.) এবং যায়েদ (রা.)-এর ঘটনা এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যয়নব (রা.)-এর বিয়ে, যাতে দত্তকপুত্রের (মুতাবন্না) ধারণা বাতিল করা হয়। (৩৬-৪০)

ইউনিট নং ৩

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৩৬-৩৯-এ দত্তক সন্তান/মুখের কথার পুত্র-কন্যার বিধান ও সমস্যার উল্লেখ রয়েছে। এতে উম্মুল মুমিনিন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর তালাক এবং বিয়ের বিবরণও দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু

- যয়নব (রা.) এবং যায়েদ (রা.)-এর ঘটনা এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তার বিয়ে, যাতে দত্তকপুত্রের (মুতাবন্না) ধারণা বাতিল করা হয়। (৩৬-৪০)

ইউনিট নং ৪

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৪০-৪৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী এবং তারপর আর কোনো নবী বা রসূল আসবেন না। কুরআন ও হাদিস সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু

- অধিক হারে আল্লাহর জিকির করার আদেশ এবং আল্লাহর কৃপা। (৪১-৪৪)

ইউনিট নং ৫

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৪৫-৪৮-এ আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু নাম এবং গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৫-এর বিষয়বস্তু

- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা প্রদানের কাজ এবং তার কিছু গুণাবলী। (৪৫-৪৮)

ইউনিট নং ৬

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৪৯-৫২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ের বিধান এবং উম্মতের বিয়ের বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উম্মতকে একসঙ্গে চারটির বেশি বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য এর অনুমতি রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ে সম্পর্কিত কিছু আলাদা বিধান রয়েছে, যা উম্মতের বিধানের থেকে ভিন্ন।

ইউনিট নং ৬-এর বিষয়বস্তু

- বিয়ে, তালাক এবং ইদ্দতের বিধান, বিশেষত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ের বিধান। (৪৯-৫২)

ইউনিট নং ৭

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৫৩-৫৫-এ আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করার আদব এবং উম্মাহাতুল মুমিনিন (নবী পত্নীগণ)-এর জন্য পর্দার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশের জন্য মুমিনদের শিষ্টাচার। (৫৩-৫৫)

ইউনিট নং ৮

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৫৬-৫৮-এ দরুদ পাঠের গুরুত্ব এবং এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু

- নবীর উপর দরুদ পাঠানোর নির্দেশ এবং এর ফজিলত। (৫৬)
- যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বিবরণ। (৫৭-৫৮)

ইউনিট নং ৯

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৫৯-এ মুসলিম নারীদের এবং উম্মাহাতুল মুমিনিন (নবী পত্নীগণ)-এর জন্য পর্দার বিধান এবং এর নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- পর্দার বিধান। (৫৯)

ইউনিট নং ১০

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৬০-৬৮-এ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কাফের এবং মুনাফিকরা আপত্তি তুলেছিল, যার উত্তরও দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিকদের বিপদের বর্ণনা। (৬০-৬২)
- কিয়ামত কীভাবে সংঘটিত হবে এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ যা প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৬৩-৬৮)

ইউনিট নং ১১

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৬৯-৭১-এ মুমিনদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের জন্য নির্দেশনা এবং এই নির্দেশনা মেনে চলার পুরস্কার। (৬৯-৭১)

ইউনিট নং ১২

বাইশতম পারা, সূরা আল-আহযাব (সূরা নং ৩৩), আয়াত নং ৭২-৭৩-এ ওহির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আকাশ, জমিন এবং পর্বত এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কিন্তু মানুষ এটি গ্রহণ করেছিল। তাই বলা হয়েছে, যখন মানুষ এই দায়িত্ব নিয়েছে, তখন তা যথাযথভাবে পালন করতেও হবে।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু

- আমানতের গুরুত্ব এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ। (৭২-৭৩)

سورة سباء

সূরা সাবা

সাবা রাণী	Saba (The Queen)
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ উন্নতি ও সভ্যতার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা, আর অকৃতজ্ঞতা ধ্বংসের ওয়ার্নিং।[1]
- এটি একটি মাক্কি সুরা। এতে দুটি উন্নত সভ্যতার উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে:
  ১) দাউদ (আঃ) এবং সোলাইমান (আঃ)।
  ২) সাবা
- তাওহিদ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতার রোগ দূর করার বার্তা দেওয়া হয়েছে।
- আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাম ও সুলাইমান আলাইহিস সালামকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছিলেন। আল্লাহ দাউদ (আঃ)-কে লোহা নরম করার ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং বায়ু, জিন এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে সোলাইমান (আঃ)-এর অধীনস্থ করেছিলেন।
- আল্লাহ তাঁদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত দান করেছিলেন, যার মূল কারণ ছিল আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। অপরপক্ষে তার সম্পূর্ণ উল্টো পথে ছিল সাবা জাতি।
- সাবা জাতি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। এর ফলশ্রুতিতে তাদের পরিণতি ছিল ধ্বংস ও বিপর্যয়।[2]
- এমনকি ছোট্টো একটি পাখি (হুদহুদ) পর্যন্ত শিরক পছন্দ করে না।
- আল্লাহ সোলাইমান (আঃ)-কে পাখিদের ভাষা শেখার ক্ষমতা দান করেছিলেন। তিনি সেই ক্ষমতার মাধ্যমে তাওহিদের বার্তা প্রচার করেন। অবশেষে, সাবা-এর রাণী ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

[1] আরও জানতে এই বইটি পড়ুন: من أسباب السعادة লেখক - আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আস-সদহান।

[2] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫০৪।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরা সাবা এবং সুরা ফাতিরে তাওহিদকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[1]

ইউনিট নং ১৩

বাইশতম পারা, সুরা সাবা, সুরা নং ৩৪-এর আয়াত নং ১ থেকে ২ পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহ তাআলাই সকল প্রশংসার যোগ্য। (১-২)

ইউনিট নং ১৪

বাইশতম পারা, সুরা সাবা, সুরা নং ৩৪-এর আয়াত নং ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত কেয়ামতের পরে পুনর্জীবনের অস্বীকারকারীদের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ১৪-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের কেয়ামত অস্বীকার। কেয়ামতের সত্যতা। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বাস্তবতা। (৩-৯)

ইউনিট নং ১৫

বাইশতম পারা, সুরা সাবা, সুরা নং ৩৪-এর আয়াত নং ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত দাউদ (আঃ) ও সোলাইমান (আঃ)-এর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাঁরা উভয়েই আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর নিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে সুস্বাদু ফলের বাগানের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্লাবন এসে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। এরপর আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদের উল্লেখ করেছেন।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু

- দাউদ (আঃ) ও সোলাইমান (আঃ) এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের আলোচনা। (১০-১৪)

ইউনিট নং ১৬

[1] আরও জানার জন্য পড়ুন: শারহু কিতাবিত তাওহীদ, লেখক: ইমাম ইবনে আবদুল ওয়াহাব, ব্যাখ্যাকার: শেখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন।

বাইশতম পারা, সুরা সাবা, সুরা নং ৩৪-এর আয়াত ১৫ থেকে ২১ পর্যন্ত সাবা জাতির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৬-এর বিষয়বস্তু

- সাবা জাতি এবং "সিল আল-আরিম" (বাঁধ ভেঙে প্লাবনের ঘটনা)। (১৫-১৯)
- শয়তানের বিভ্রান্তি। (২০-২১)

ইউনিট নং ১৭

বাইশতম পারা, সুরা সাবা, সুরা নং ৩৪-এর আয়াত ২২ থেকে ২৮ পর্যন্ত মুশরিকদের জন্য বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানবজাতির হেদায়েতের জন্য নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন।

ইউনিট নং ১৭-এর বিষয়বস্তু

- জগতের সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। (২২-২৭)
- নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাধারণ রিসালাত (সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর নবুওয়াত)। (২৮-৩০)

ইউনিট নং ১৮

বাইশতম পারা, সুরা সাবা, সুরা নং ৩৪-এর আয়াত ২৯ থেকে ৩৩ পর্যন্ত কাফের ও মুশরিকদের অবাধ্যতার সুস্পষ্ট বর্ণনা।

ইউনিট নং ১৮-এর বিষয়বস্তু

- নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের সার্বজনীনতা। (২৮-৩০)
- মুশরিকদের কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস এবং কেয়ামতের দিন পথভ্রষ্টদের ও তাদের পথভ্রষ্টকারীদের মধ্যকার বিতর্ক। (৩১-৩৩)

ইউনিট নম্বর ১৯

একবিংশ পারা, সূরা সাবা, সূরা নম্বর ৩৪-এর আয়াত নম্বর ৩৪ থেকে ৩৯ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকেরা বিলাসবহুল ও আরামপ্রদ জীবনের কারণে আল্লাহর নবীর (সা.) আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছিল। তাদেরকে এই আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৯-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়া ও আখিরাতে কাফেরদের পরিণতি। (৩৪-৪৫)

ইউনিট নম্বর ২০

বাইশতম পারা, সূরা সাবা, সূরা নম্বর ৩৪-এর আয়াত নম্বর ৪০ থেকে ৪২ পর্যন্ত কিয়ামতের দৃশ্য এবং জালিমদের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২০-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়া ও আখিরাতে কাফেরদের পরিণতি। (৩৪-৪৫)

ইউনিট নম্বর ২১

বাইশতম পারা, সূরা সাবা, সূরা নম্বর ৩৪-এর আয়াত নম্বর ৪৩ থেকে ৪৫ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকরা দুনিয়ার গাফিলতি ক্রয় করেছে আর তাদের মধ্যে কিছু লোক আখিরাতের চিন্তা ভুলে গেছে।

ইউনিট নম্বর ২১-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়া ও আখিরাতে কাফেরদের পরিণতি। (৩৪-৪৫)

ইউনিট নম্বর ২২

বাইশতম পারা, সূরা সাবা, সূরা নম্বর ৩৪-এর আয়াত ৪৬ থেকে ৫৪ পর্যন্ত মানবজাতিকে চিন্তা-ভাবনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হচ্ছে।

ইউনিট নম্বর ২২-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সা.)-এর প্রতি অভিযোগের উত্তর এবং তাঁর শুভচিন্তার বর্ণনা। (৪৬-৫০)
- কিয়ামতের দিন কাফেরদের উদ্বেগ এবং তাদের পরিণতির আলোচনা। (৫১-৫৪)

سورة فاطر

সূরা ফাতির

স্রষ্টা	The Originator of Creation
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণই প্রকৃত সম্মানের মাধ্যম।[1]

  مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ مَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ

  "যে কেউ সম্মান কামনা করে, সে জেনে রাখুক যে সম্মান সমস্তই আল্লাহর জন্য। তাঁর কাছে উত্তীর্ণ হয় পবিত্র বাক্য এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে; আর যারা মন্দ কৌশল করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এবং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (আয়াত ১০)[2]
- এই সূরার অনেক আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে শক্তি ও ক্ষমতার চিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে যে, এই সৃষ্টিজগতের সবকিছু আল্লাহর সামনে নত।[3]
- যারা শিরক জঘন্যতা বুঝতে বা বোঝাতে চায়, তাদের জন্য এই সূরা একটি আদর্শ। এটি বারবার পড়লে শিরকের ক্ষতি এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।[4]
- মিথ্যা উপাস্যদের প্রত্যাখ্যান, বিশেষ করে ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা এবং উপাস্য মনে করার বিষয়ে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।
- শিরকের প্রতিবাদ এবং তাওহিদের সঠিক ধারণা বোঝার জন্য এই সূরা যথেষ্ট।
- এই সূরার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, যেমন:

  (১) আমরা কারা?

  (২) আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন?

  (৩) মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব?

  (৪) আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

---

[1] আরও তথ্যের জন্য দেখুন: "أسباب السعادة" আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদ আস-সুদহান এর গ্রন্থ।

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"

[3] "التفكير في آيات الله تعالى ومخلوقاته" অধ্যাপক আব্দুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-লহাইদান এর গবেষণাপত্র।

[4] আরও জানার জন্য পড়ুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ১/৮৮।

(৫) আমাদের কী করতে হবে এবং কী এড়াতে হবে?

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সুরা সাবা ও সুরা ফাতিরে তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের দৃঢ় প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।[1]

ইউনিট নম্বর ২৩

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ১ থেকে ১৮: এই অংশে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে, যিনি সমস্ত কিছুর মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও দাতা। এরপর রাসুল (ﷺ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং এমন কিছু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, যার কারণে মানুষ দুনিয়ার প্রতারণা ও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে।

ইউনিট নম্বর ২৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর প্রশংসা, কারণ সবকিছু তাঁরই হাতে এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও দাতা। (১-৪)
- দুনিয়া ও শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপদেশ এবং এ ব্যাপারে মানুষের দুই দলের বর্ণনা। (৫-৮)

ইউনিট নম্বর ২৪

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ৯ থেকে ১৪: এখানে আল্লাহর নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন: পৃথিবীর সৃষ্টি, বাতাস প্রবাহিত করা, মানুষের মাটি থেকে সৃষ্টির কথা, লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির সমুদ্র একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মিশে না যাওয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রমাণাদি ও নিদর্শনগুলো আল্লাহ্ তাআলা এখানে বর্ণনা করেছেন।

ইউনিট নম্বর ২৪-এর বিষয়বস্তু

- পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের প্রমাণ। (৯-১০)
- আল্লাহর শক্তির নিদর্শন। (১১-১৩)
- মিথ্যা উপাস্যদের প্রকৃত অবস্থান। (১৪)

ইউনিট নম্বর ২৫

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "শারহু কিতাবুত তাওহীদ" -লেখক: শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন।

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ১৫ থেকে ২৬: এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, আর মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহ সুবিচার করবেন।

ইউনিট নম্বর ২৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর শক্তি, তাঁর অমুখাপেক্ষী স্বভাব এবং মানুষের অভাবগ্রস্ততার কথা। (১৫-১৮)
- মুমিন ও কাফেরদের উদাহরণ। (১৯-২২)
- রসুলদের প্রকৃত অবস্থান। (২৩-২৬)

ইউনিট নম্বর ২৬

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ২৭-২৮: এই অংশে আল্লাহর আরও নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রকৃত ভয় তাদের মধ্যে বেশি থাকে, যারা জ্ঞানী তথা আলেম। আর আলেমদের মধ্যে যতো বেশি জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, ততোই তারা আল্লাহর ভয়ে আরও অধিক অভিভূত হয়ে পড়ে।

ইউনিট নম্বর ২৬-এর বিষয়বস্তু

সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্রষ্টার একত্ববাদের প্রমাণ। আলেমদের মর্যাদা। (২৭-২৮)

ইউনিট নম্বর ২৭

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ২৯-৩৫ : এখানে বলা হয়েছে যে, কুরআন মহান আল্লাহর একটি বড়ো নিয়ামত এবং মুমিনদের জন্য জান্নাত হলো তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

ইউনিট নম্বর ২৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর কিতাব পাঠকারীদের মর্যাদা এবং তাদের জন্য প্রতিদান। (২৯-৩৫)

ইউনিট নম্বর ২৮

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ৩৬-৩৭: এই অংশে কাফির ও মুশরিকদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৮-এর বিষয়বস্তু

- জাহান্নামে কাফিরদের অবস্থা এবং মুশরিকদের তাদের বিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ। (৩৬-৩৭)

ইউনিট নম্বর ২৯

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ৩৮-৪১: এখানে আল্লাহর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং রবুবিয়াত (প্রভুত্ব)-এর উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৯-এর বিষয়বস্তু

- জাহান্নামে কাফিরদের অবস্থা এবং মুশরিকদের বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন। (৩৮-৪১)

ইউনিট নম্বর ৩০

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ৪২-৪৩: এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে সেই কারণগুলো সম্পর্কে, যেগুলোর জন্য মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে অথবা যেগুলোর মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হয়।

ইউনিট নম্বর ৩০-এর বিষয়বস্তু

- কাফির ও মুশরিকদের জাহান্নামের অবস্থা এবং তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ। (৪২-৪৩)

ইউনিট নম্বর ৩১

বাইশতম পারা: সুরা ফাতির (সুরা নম্বর ৩৫), আয়াত ৪৪-৪৫: এখানে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের থেকে সরাসরি হিসাব নেওয়া শুরু করেন, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে থাকেন।

ইউনিট নম্বর ৩১-এর বিষয়বস্তু

- অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম। (৪৪-৪৫)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

وما لي

২৩

তেইশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

তেইশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৩তম পারা "ওয়ামা লিয়া" (وما لي)

তেইশতম পারাকে আলেমগণ ৩৯টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুসারে ২৩তম পারা "ওয়ামা লিয়া"-এর আয়াতসমূহ ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা ইয়সিন		
১	১-১২	কুরআন মাজিদ একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ। কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার এবং আল্লাহ্‌র নবীর মর্যাদা প্রকাশের আলোচনা।
২	১৩-১৯	আসহাবুল কারয়াহ (একটি গ্রামের অধিবাসীদের) ঘটনা।
৩	২০-৩২	মুমিনের পরিচয়ের বর্ণনা।
৪	৩৩-৪৪	আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাত এবং রবুবিয়্যাতের পরিচয়ের উল্লেখ।
৫	৪৫-৪৭	কাফিরদের আচরণ ও মনোভাবের বর্ণনা।
৬	৪৮-৫৪	মুশরিকদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার আলোচনা।
৭	৫৫-৫৮	পরহেজগারদের পুরস্কার: আখিরাতে মুত্তাকি ও পরহেজগারদের জন্য উত্তম প্রতিদান।
৮	৫৯-৬৮	কাফিরদের চূড়ান্ত ঠিকানা হবে জাহান্নাম।
৯	৬৯-৭৬	আল্লাহর একত্ববাদের কথা এবং কাফিরদের অকৃতজ্ঞতার উল্লেখ।
১০	৭৭-৮৩	মানুষের প্রকৃত অবস্থা ও মর্যাদার বর্ণনা। পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের আপত্তি এবং তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর।
সূরা আস-সাফফাত		

১১	১-১০	আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা। জিন এবং শয়তানদের আকাশে ফেরেশতাদের কথোপকথন শুনতে যাওয়ার চেষ্টা এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করার বর্ণনা।
১২	১১-২১	হাশর-নাশ্র এবং মৃত্যুর পর জীবনের দৃশ্যপট।
১৩	২২-৩৭	কিয়ামতের দিন মুশরিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব।
১৪	৩৮-৬১	কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের অবস্থার বর্ণনা।
১৫	৬২-৭৪	আজাব এবং যাক্কুম গাছের উল্লেখ।
১৬	৭৫-৮২	নূহ (আ.)-এর ঘটনা।
১৭	৮৩-১১৩	ইব্রাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-এর ঘটনা। ইব্রাহিম (আ.)-এর স্বপ্ন, ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির জন্য প্রস্তুতি।
১৮	১১৪-১২২	মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর ঘটনা।
১৯	১২৩-১৩২	ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা।
২০	১৩৩-১৩৮	লুত (আ.)-এর ঘটনা।
২১	১৩৯-১৪৮	ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা।
২২	১৪৯-১৭০	মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে মনে করত। এই ঘৃণিত শিরকের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির বর্ণনা।
২৩	১৭১-১৮২	মুমিনরা বিজয়ী এবং কুফর ও জুলুমকারীরা পরাজিত হবে।
সূরা সাদ		
২৪	১-১১	কাফির ও মুশরিকদের বিস্ময়ের বর্ণনা।
২৫	১২-১৬	কাফির ও মুশরিকদের উপর শাস্তির উল্লেখ।
২৬	১৭-২৬	দাউদ (আ.)-এর ঘটনার বিশদ বর্ণনা।
২৭	২৭-২৯	সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি এবং কুরআন নাযিলের প্রজ্ঞার বর্ণনা।

২৮	৩০-৪০	সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনার বিশদ উল্লেখ।
২৯	৪১-৪৪	আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্য ও অবিচলতার বর্ণনা।
৩০	৪৫-৫৪	ইব্রাহিম (আ.) ও তার বংশধরদের আলোচনা।
৩১	৫৫-৬৪	অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের শাস্তির বিবরণ।
৩২	৬৫-৭০	রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য তাওহিদ প্রতিষ্ঠা।
৩৩	৭১-৮৮	আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনার বিবরণ।
সূরা আজ-জুমার		
৩৪	১-৪	কুরআনের পরিচিতি এবং বিভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ।
৩৫	৫-৭	আল্লাহর নিদর্শনসমূহ যা বিশ্বজগত ও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর উপর চিন্তাভাবনার আহ্বান।
৩৬	৮-৯	মুমিন এবং কাফির কখনো সমান হতে পারে না—এ কথার উল্লেখ।
৩৭	১০-২১	মুমিনকে দিকনির্দেশনা এবং কাফিরকে সতর্কবার্তা।
৩৮	২২-২৬	কুরআনের প্রতি মুমিনের ভালোবাসার বর্ণনা।
৩৯	২৭-৩১	নসিহত এবং উপদেশ প্রদানের জন্য বিভিন্ন উদাহরণ। আরবি ভাষায় কুরআন নাযিলের গুরুত্বের উল্লেখ।

سورة يٰسٓ

সূরা ইয়াসীন

ইয়াসীন	Yaaseen
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় দাওয়াতি কাজের সঙ্গে অটল থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
- এই সূরা সেই অবিশ্বাসীদের কথা বলে, যারা এখনো ঈমান আনেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  وَ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ

  "এটা তাদের জন্য সমান, আপনি তাদের সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:১০) (বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "زاد الداعية إلى الله" – মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমিন।)
- আনতিকিয়ার গ্রামের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। এই গ্রামে আল্লাহ তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনজন নবী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নবীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে গ্রামে একজন লোক ছিলেন, যিনি দূরপ্রান্ত থেকে এসে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং নবীদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন:

وَ جَآءَ مِنۡ اَقۡصَا الۡمَدِيۡنَةِ رَجُلٌ يَّسۡعٰى قَالَ يٰقَوۡمِ اتَّبِعُوا الۡمُرۡسَلِيۡنَ

"এক ব্যক্তি শহরের দূরপ্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে বলল: হে আমার জাতি! তোমরা প্রেরিতদের অনুসরণ করো।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:২০) এই ব্যক্তি শুধু নিজে ঈমান আনেনি, বরং অন্যদেরও ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুরু করেছিল। (বিস্তারিত জানুন: তাফসির কুরতুবি, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৯।)

- মৃত্যু এবং পৃথিবীর ধ্বংসের আলোচনা: সূরার শেষে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সবকিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন:

وَ الشَّمۡسُ تَجۡرِيۡ لِمُسۡتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقۡدِيۡرُ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ وَ الۡقَمَرَ قَدَّرۡنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالۡعُرۡجُوۡنِ الۡقَدِيۡمِ

"সূর্য নিজ গতিতে চলতে থাকে। এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পরিকল্পনা। আর আমি চাঁদের জন্য বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি, অবশেষে তা পুরনো খেজুর শাখার মতো হয়ে যায়।"

(সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৩৮,৩৯) এতে বোঝানো হয়েছে, সূর্য, চাঁদসহ সমস্ত সৃষ্টি একদিন ধ্বংস হবে।

- আখিরাত প্রমাণের জন্য যুক্তি ও উদাহরণ: সূরায় আখিরাতকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এবং যুক্তি ও প্রাকৃতিক নিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার তা জীবিত করবেন। তিনি সব সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৭৯) প্রথমবার সৃষ্টি করা যখন কঠিন ছিল না, তখন পুনরায় সৃষ্টি করাও কঠিন নয়। (বিস্তারিত জানতে পড়ুন: তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫৭৪।)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

মাক্কি সূরায় সাধারণত তাওহিদ, রিসালাত এবং আখিরাতের দিকগুলো বেশি গুরুত্ব পায়। সূরা ইয়াসিনেও এই দিকগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ইউনিট নং ১

সূরা ইউনুস

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ১ থেকে ১২ পর্যন্ত। এখানে আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন যে, কুরআন মাজিদ একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করুন। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্ভাগ্যবানদের জন্য সঠিক পথে আসা অত্যন্ত কঠিন। মক্কার মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে; ফলে তারা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে। এখানে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের প্রতি ইঙ্গিতও করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। এটি অবাধ্য মুশরিকদের শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করে। এটি মুমিনদের জন্য উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়। (১-১২)

ইউনিট নং ২

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ১৩ থেকে ১৯ পর্যন্ত। এতে "আসহাবুল কারয়াহ" নামে একটি গ্রামের অধিবাসীদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু:

- একটি গ্রামের অবাধ্য ও বিদ্রোহী জনগণের কাহিনি। (১৩-৩২)

ইউনিট নং ৩

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ২০ থেকে ৩২ পর্যন্ত। এখানে এক মুমিন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন এবং নবীদের অনুসরণ করেন।

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু:

- একটি গ্রামের অবাধ্য ও বিদ্রোহী জনগণের কাহিনি। (১৩-৩২)

ইউনিট নং ৪

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৩৩ থেকে ৪৪ পর্যন্ত।
এতে আল্লাহর রবুবিয়াত এবং উলুহিয়াতের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত জমি কীভাবে শস্য উৎপন্ন করে এবং তা সবুজ-শ্যামল ক্ষেতে পরিণত হয়।

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু

- জমিন, আকাশ এবং সমুদ্র ও স্থলে আল্লাহর কুদরত ও দয়ালু আচরণের নিদর্শন। (আয়াত ৩৩-৪৪)

ইউনিট নং ৫

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৪৫ থেকে ৪৭ পর্যন্ত। এতে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সত্য থেকে বিমুখ হয় এবং সঠিক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর কারণ হলো, তারা চিন্তাভাবনা করে না এবং তাদের মধ্যে আখিরাতের ভয় নেই।

ইউনিট নং ৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর সেই নিদর্শনগুলো, যা তাকওয়া ও ইনফাকের আহ্বান করে, এবং কাফিরদের প্রতিক্রিয়া। (৪৫-৪৮)

ইউনিট নং ৬

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৪৮ থেকে ৫৪ পর্যন্ত। এখানে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতের বিষয় অস্বীকার করত এবং বলত যে, তারা পুনরায় জীবিত হবে না।

ইউনিট নং ৬-এর বিষয়বস্তু

- পুনরুত্থানের প্রমাণ, মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি।

ইউনিট নং ৭

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৫৫ থেকে ৫৮ পর্যন্ত। এতে বলা হয়েছে যে, মুত্তাকি ও পরহেজগারদের জন্য আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়বস্তু:

- পুনরুত্থানের প্রমাণ, মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি। (৪৯-৬৮)

ইউনিট নং ৮

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৫৯ থেকে ৬৮ পর্যন্ত। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা দুর্ভাগা, কঠোর হৃদয়ের এবং পাপী, তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর স্থান হলো জাহান্নাম।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু

- পুনরুত্থানের প্রমাণ, মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি।

ইউনিট নং ৯

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৬৯ থেকে ৭৬ পর্যন্ত। এতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। বরং তারা আল্লাহকে ছেড়ে ভ্রান্ত দেবতার উপাসনায় লিপ্ত হয়।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দায়িত্ব এবং কবি হওয়ার ধারণার খণ্ডন। (৬৯-৭০)
- আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর নিয়ামতের বর্ণনা। (৭১-৭৩)

- মুশরিকদের আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে অবস্থান। (৭৪-৭৬)

ইউনিট নং ১০

তেইশতম পারা, সূরা ইয়াসিন, সূরা নং ৩৬-এর আয়াত ৭৭ থেকে ৮৩ পর্যন্ত। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে একটি পানির বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ সে (মানুষ) বিতর্কপ্রবণ হয়ে উঠেছে এবং নিজের সৃষ্টি ভুলে গেছে। এখানে আবি ইবনে খালাফের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, কে সেই শক্তিধর, যে পচা-গলা হাড়কে পুনরায় জীবিত করতে পারে? এই প্রসঙ্গে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নিয়ে অবিশ্বাসীদের যুক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু

- পুনরুত্থানের প্রমাণ এবং এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। (৭৭-৮৩)

سورة الصافات

সূরা আস-স্বাফফাত

সারিবদ্ধ ফেরেশ্তাগণ	Those Ranged in Ranks
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, যদিও বিষয়টি বাহ্যিকভাবে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।
- প্রধান বিষয়বস্তু: ওহি (আল্লাহর বাণী/ প্রত্যাদেশ), রিসালাত (নবুওয়াতের দায়িত্ব), পুনরুত্থান ও প্রতিদান, তাওহিদের আকীদা (আল্লাহর একত্ববাদ)।[1]
- ইবরাহিম (আ.)-এর আত্মত্যাগের উদাহরণ: ইবরাহিম (আ.) তাঁর পুত্রকে কুরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ قَالَ اِنِّیۡ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیۡ سَیَهۡدِیۡنِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرۡنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِیۡمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعۡیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیۡۤ اَرٰی فِی الۡمَنَامِ اَنِّیۡۤ اَذۡبَحُكَ فَانۡظُرۡ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۰۲﴾ فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلۡجَبِیۡنِ ﴿۱۰۳﴾ۚ

"আর তিনি (ইবরাহিম) বললেন, 'আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। হে আমার রব, তুমি আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করো।' তারপর আমি তাকে একজন সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। যখন পুত্রটি তার বাবার সঙ্গে চলাফেরার উপযুক্ত বয়সে পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে জবাই করছি। তুমি কী মনে কর?' পুত্র বলল, 'হে আমার প্রিয় বাবা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা করে যান। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।' তারপর তাঁরা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইবরাহিম তাঁকে কপালের ওপর শুইয়ে দিলেন।" (সূরা আস-সাফফাত: আয়াত ৯৯-১০৩)

- এই সূরার নাম "আস-সাফফাত" রাখা হয়েছে, যেন বান্দারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশের প্রতি ফিরিশতাগণ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।[1]

---

[1] বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান এর " معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع" (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র অর্থ এবং ব্যক্তি ও সমাজেতার প্রভাব) গ্রন্থটি পড়ুন।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরে সূক্ষ্মতা

- সূরা আস-সাফফাতের পরে সূরা সা'দ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, এখানে পূর্ববর্তী নবীদের আলোচনা করা হয়েছে। আর সূরা সা'দে উল্লেখিত নবীদের আলোচনার মাধ্যমে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। এটি যেন পূর্বসূরার সম্পূরক। যেমন, সূরা শু'আরা-র পরে সূরা নামল। সূরা মারিয়াম-এর পরে সূরা ত্বহা ও আম্বিয়া। সূরা হুদ-এর পরে সূরা ইউসুফ।
- সূরা আস-সাফফাতে নূহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), যবীহুল্লাহ (ইসমাইল আ.), মূসা (আ.), হারুন (আ.), লুত (আ.) এবং ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা সা'দে দাউদ (আ.), সুলায়মান (আ.) ও আইউব (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ১১

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১ থেকে ১০ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একত্ববাদ ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর বর্ণিত হয়েছে যে কীভাবে জিন ও শয়তানদের থেকে আকাশকে সুরক্ষিত রাখা হয়। অর্থাৎ, জিন ও শয়তানরা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার জন্য আকাশে উঠার চেষ্টা করে। তখন তাদেরকে ধাওয়া করতে উল্কাপিণ্ড (শিহাব সাকিব) প্রেরণ করা হয়। আকাশের সুরক্ষার জন্য ফেরেশতারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর শক্তি। জিন ও শয়তানের আক্রমণ থেকে আকাশের সুরক্ষা। (১-১০)

ইউনিট নং ১২

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১১ থেকে ২১ পর্যন্ত পুনরুত্থান এবং মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের পুনরুত্থান (মৃত্যুর পর পুনর্জীবন)-এর অস্বীকৃতি। কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিফল। (১১-৩৯)

ইউনিট নং ১৩

[1] এই গ্রন্থটি পড়া ভুলবেন না:“درء تعارض العقل والنقل” ইবন তাইমিয়া (খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৮৫)

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ২২ থেকে ৩৭ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনে মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন তারা দুনিয়াতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা থেকে বিরত ছিল। বরং তারা অহংকার ও ঔদ্ধত্যবশত তা পাঠ করেনি। তারা এই প্রশ্নের সামনে হতভম্ব হয়ে যাবে।

ইউনিট নং ১৩-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের পুনরুত্থান (মৃত্যুর পর পুনর্জীবন)-এর অস্বীকৃতি। কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিফল।(১১-৩৯)

ইউনিট নং ১৪

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ৩৮ থেকে ৬১ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের দৃশ্য উপস্থাপন করা হবে এবং কাফির ও মুশরিকদের জন্য জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হবে। শুধুমাত্র জাহান্নামের দৃশ্য দেখেই তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠবে।

ইউনিট নং ১৪-এর বিষয়বস্তু

- জান্নাতি এবং তাদের নিয়ামত আর তাদের দুনিয়ার মন্দ ব্যক্তিদের স্মরণ। (৪০-৬১)

ইউনিট নং ১৫

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ৬২ থেকে ৭৪ পর্যন্ত জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ এবং শাজারা যাক্কুম (যাক্কুম গাছ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি জালেমদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। দুনিয়ায় তারা এই শাস্তিগুলোর উপহাস করত, আর আজ তারা সেই শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু

- জাহান্নামে জালেমদের জন্য যাক্কুম গাছ এবং তাদের শাস্তির কারণ। (৬২-৭৪)

ইউনিট নং ১৬

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ৭৫ থেকে ৮২ পর্যন্ত নূহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৬-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.)-এর ঘটনা এবং মিথ্যাজ্ঞানকারীদের পরিণাম। (৭৫-৮২)

ইউনিট নং ১৭

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ৮৩ থেকে ১১৩ পর্যন্ত ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহিম (আ.) তাঁর স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে কুরবানি দিচ্ছেন। ইসমাইল (আ.) এই স্বপ্ন শুনে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য কুরবানি হতে প্রস্তুত হয়ে যান। এটি শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা ছিল, যেখানে ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) দুজনই উত্তীর্ণ হন।

ইউনিট নং ১৭-এর বিষয়বস্তু

- ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনা এবং আগুনের শীতল হওয়ার অলৌকিক ঘটনা। (৮৩-৯৮)
- ইসমাইল (আ.)-এর সুসংবাদ, তাঁর কুরবানির ঘটনা এবং ইসহাক (আ.)-এর সুসংবাদ। (৯৯-১০৮)

ইউনিট নং ১৮

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১১৪ থেকে ১২২ পর্যন্ত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ১৮-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.), হারুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), লুত (আ.), এবং ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা। (১১৪-১৪৮)

ইউনিট নং ১৯

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১২৩ থেকে ১৩২ পর্যন্ত ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ১৯-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.), হারুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), লুত (আ.), এবং ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা। (১১৪-১৪৮)

ইউনিট নং ২০

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১৩৩ থেকে ১৩৮ পর্যন্ত লুত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ২০-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.), হারুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), লুত (আ.), এবং ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা। (১১৪-১৪৮)

ইউনিট নং ২১

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১৩৯ থেকে ১৪৮ পর্যন্ত, যেখানে ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ২১-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.), হারুন (আ.), ইলিয়াস (আ.), লুত (আ.), এবং ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা। (১১৪-১৪৮)

ইউনিট নং ২২

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১৪৯ থেকে ১৭০ পর্যন্ত মুশরিকদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ, ভর্ৎসনা এবং কঠোর সাবধানবাণী উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা বলত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। এই বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদের উপর কঠোর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ শাস্তির বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

ইউনিট নং ২২-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমালোচনা এবং পরকালে তাদের শাস্তি। (১৪৯-১৭০)

ইউনিট নং ২৩

তেইশতম পারা, সূরা আস-সাফফাত (সূরা নং ৩৭), আয়াত ১৭১ থেকে ১৮২ পর্যন্ত। এই অংশে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ঈমানদারদের বিজয়ী করবেন এবং কাফির ও জালিমদের পরাজিত করবেন। পরিশেষে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত নবীদের প্রতি সালামের ঘোষণা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাঁর রসূলগণই বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীদের প্রতি সালাম। (১৭১-১৮২)

سورة ص

সূরা স্বদ

স্বদ	Arabic Letter "Swad"
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- কীভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে?[1]
- এই সূরায় তিনজন নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে তারা কীভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছেন।

(১) দাউদ (আ.)-এর ঘটনা: আল্লাহ বলেন:

اِصۡبِرۡ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَ اذۡکُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَیۡدِ ۚ اِنَّہٗۤ اَوَّابٌ

"তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আর আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, যিনি ছিলেন শক্তিশালী ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগী।" (সূরা সাদ, আয়াত ১৭)

দাউদ (আ.)-এর ভুলের কথা উপলব্ধি করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা: আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِکَ اِلٰی نِعَاجِہٖ ؕ وَ اِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ الۡخُلَطَآءِ لَیَبۡغِیۡ بَعۡضُہُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ قَلِیۡلٌ مَّا ہُمۡ ؕ وَ ظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰہُ فَاسۡتَغۡفَرَ رَبَّہٗ وَ خَرَّ رَاکِعًا وَّ اَنَابَ

"তাঁর সঙ্গী তোমার অধিকার লঙ্ঘন করেছে, যখন সে তোমার একমাত্র ভেড়াটিকে নিজের ভেড়ার সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করেছে। বেশিরভাগ সঙ্গী একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে, তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে। তাদের সংখ্যা খুবই কম। দাউদ (আ.) বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, রুকু করলেন এবং ফিরে এলেন।" (সাদ: ২৪)[2]

(২) সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা: আল্লাহ তাআলা বলেন:

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: أيها العاصي أقبل, ইবনে খুজাউমা,

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন তাফসীরে কুরতুবি: ১৫/১৪৩।

وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ

"আমরা দাঊদকে সুলাইমান দান করেছি। কতই না উত্তম বান্দা তিনি! তিনি সর্বদা প্রত্যাবর্তনকারী।" (সাদ: ৩০)

তাঁর সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

"নিশ্চয়ই আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছি এবং তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ স্থাপন করেছিলাম। এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে এলেন।" (সাদ: ৩৪)[1]

(৩) আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ عَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ

"আমার বান্দা আইয়ুবকে স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর প্রভুকে ডেকে বলেছিলেন, 'শয়তান আমাকে কষ্ট এবং যন্ত্রণা দিয়েছে।' তোমার পা দিয়ে মাটি খনন করো। সেখানে ঠান্ডা পানি রয়েছে গোসল ও পান করার জন্য।" (সাদ: ৪১-৪২)[2]

তাঁর সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَ لَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ

"তোমার হাতে একটি গুচ্ছ নিয়ে তা দিয়ে আঘাত করো এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না। আমি তাঁকে ধৈর্যশীল বলে পেয়েছি। তিনি কতই না উত্তম বান্দা! তিনি সর্বদা প্রত্যাবর্তনকারী।" (সাদ: ৪৪)[3]

- যে ভুল থেকে ফিরে আসেনি, সে ইবলিস, যার উদাহরণ এই সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَیَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

“অতঃপর ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলিস! তোমাকে কী জিনিস ওই ব্যক্তিকে সেজদা করতে বাধা দিল, যাকে সৃষ্টি আমি নিজ হাতে করেছি? তুমি কি অহংকার করছ, নাকি তুমি নিজেকে উচ্চ মর্যাদার বলে মনে করছ?’ সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।’ (সূরা সাদ: ৭৩-৭৬)

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন তাফসীরে কুরতুবি: ২১/১৯২।

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন তাফসীর ইবনে কাসির: ৪/৭৪।

[3] বিস্তারিত জানতে পড়ুন তাফসীর ইবনে কাসির: ৪/৭৫।

- এরপর তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন: قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَّ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

  'তিনি বলেন, তাহলে এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি অভিশপ্ত। এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার অভিশাপ তোমার ওপর বর্তাবে।' (সূরা সাদ: ৭৭-৭৮)
- এই সূরায় লড়াই-ঝগড়ার আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, যদি আপনি লড়াইয়ের বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে চান, তাহলে এই সূরার অধ্যয়ন করুন। প্রথমেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কুরাইশ কাফিরদের লড়াইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর দাউদ (আ.)-এর কাছে দুজন বিরোধ নিরসনকারীর আগমন, জাহান্নামিদের মধ্যে নিজেদের ঝগড়া, তারপর ইবলিসের আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সঙ্গে বিরোধ, এবং পরে শয়তানের আদম সন্তানের সম্পর্কে বিপথগামিতা নিয়ে বিরোধ। সংক্ষেপে, এই সূরায় ফিতনা ও পরীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। (বাদাই'উল ফাওয়ায়েদ: ৩/৬৯৩)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরে সূক্ষ্মতা

- সূরা আস-সাফফাত-এর পরে সূরা সাদ তিলাওয়াত করলে বোঝা যায় যে, সূরা আস-সাফফাতে বিভিন্ন নবীদের আলোচনা ছিল, এবং সূরা সাদে আরও নবীদের আলোচনা করে সেই ধারাবাহিকতায় পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। এটি যেন পূর্বসূরাসমূহের একটি সম্পূরক বা ধারাবাহিক অংশ। যেমন, সূরা আশ-শু'আরা-এর পরে সূরা আন-নামল, সূরা মারইয়াম-এর পরে সূরা ত্বাহা ও আল-আম্বিয়া, সূরা হূদ-এর পরে সূরা ইউসুফ।
- সূরা আস-সাফফাতে উল্লেখিত নবীগণ: নূহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), যবীহুল্লাহ (ইসমাইল), মূসা (আ.), হারুন (আ.), লূত (আ.) ও ইলিয়াস (আ.)। সূরা সাদে উল্লেখিত নবীগণ: দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), এবং আইয়ুব (আ.)।

ইউনিট নং ২৪

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ১-১১: এই অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এই উপদেশমূলক কুরআনের কসম করেছেন। কিন্তু কাফিররা অহংকারে ডুবে আছে এবং তারা বিস্মিত হয় যে, তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রসুল মনোনীত করা হয়েছে। তারা আরও অবাক যে, রসুল এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন, যা তাদের পূর্বপুরুষদের বহু উপাস্যের বিপরীত।

ইউনিট ২৪-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের অহংকার, অবিশ্বাস এবং এর জবাব। (১-১১)

ইউনিট নং ২৫

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ১২-১৬: কাফির কুরাইশদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পূর্বের জাতিসমূহ—নূহ (আ.), আদ, সামুদ, লূত (আ.), এবং আসহাবে আইকাহ—তাদের রাসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কেবল নবীগণ ও ঈমানদাররা সেই আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ইউনিট ২৫-এর বিষয়বস্তু

- পূর্বের জাতিসমূহের ধ্বংস এবং রসুলদের প্রত্যাখ্যানের পরিণতি। (১২-১৬)

ইউনিট নং ২৬

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ১৭-২৬: এই অংশে দাউদ (আ.)-এর ঘটনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট ২৬-এর বিষয়বস্তু

- দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), আইয়ুব (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘটনা। (১৭-৪৮)

ইউনিট নং ২৭

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ২৭-২৯: এখানে মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং কুরআন নাজিল করার প্রজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২৭-এর বিষয়বস্তু

- দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), আইয়ুব (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘটনা। (১৭-৪৮)

ইউনিট নং ২৮

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ৩০-৪০: এই অংশে সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২৮-এর বিষয়বস্তু

- দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), আইয়ুব (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘটনা। (১৭-৪৮)

ইউনিট নং ২৯

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ৪১-৪৪: এই অংশে আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্য এবং সহ্যশক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ২৯-এর বিষয়বস্তু

- দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), আইয়ুব (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘটনা। (১৭-৪৮)

ইউনিট নং ৩০

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ৪৫-৫৪: এখানে ইবরাহিম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের, যেমন ইসহাক (আ.), ইসমাইল (আ.), ইয়াকুব (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.), এবং যুলকিফল (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ৩০-এর বিষয়বস্তু

- দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), আইয়ুব (আ.) এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘটনা। (১৭-৪৮)
- কিয়ামতের দিন মুত্তাকি ও অবাধ্যদের পরিণাম। (৪৯-৬৪)

ইউনিট নং ৩১

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ৫৬-৬৪: এই অংশে অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ৩১-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন মুত্তাকি ও অবাধ্যদের পরিণাম। (৪৯-৬৪)

ইউনিট নং ৩২

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ৬৫-৭০: এখানে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাওহিদের প্রমাণ উপস্থাপন।

ইউনিট ৩২-এর বিষয়বস্তু

- নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ। (৬৫-৭০)

ইউনিট নং ৩৩

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৮), আয়াত ৭১-৮৮: এই অংশে আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আদম (আ.) পাপের পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর তা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, ইবলিস অহংকারে অটল থেকে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয়।

ইউনিট ৩৩-এর বিষয়বস্তু

- আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ফেরেশতাদের সিজদা, এবং ইবলিসের অহংকার। আর আদমসন্তানের সাথে তার শত্রুতা। (৭১-৮৩)
- নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর দায়িত্ব এবং কুরআনের গুরুত্ব। (৮৬-৮৮)

سورة الزمر

সূরা আয-যুমার

বিভিন্ন দল	The Groups
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- বিশুদ্ধ তাওহিদ: ইবাদত সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য হতে হবে, এতে কোনো অংশদারিত্ব থাকবে না।[1]
- ইবাদতে নিষ্ঠা: আল্লাহ তাআলা বলেন:

“যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না)? বলো, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।” সূরা আজ-জুমার: ৯)

- তাওবার নিষ্ঠা: আল্লাহ তাআলা বলেন:

“বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (সূরা আজ-জুমার: ৫৩)

- "أَنِيبُوا" শব্দটির ব্যবহার এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, দ্রুত আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, পুরো কুরআনে এই আয়াতটি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক, যেখানে আল্লাহর রহমতের বিশালত্ব এবং গুনাহসমূহের ক্ষমার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বান্দার গুনাহ যতই বেশি হোক না কেন, তা আল্লাহর রহমতের সামনে একেবারেই তুচ্ছ।

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: ফিকহুল আতাত, ইবনে উসাইমীন।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

যুদ্ধক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করে এবং দ্বীনের দাওয়াতের সময় সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে যে চ্যালেঞ্জ আসে, ঠিক তেমন পরিস্থিতিতে এই "সাতটি হামীম সূরা" মানুষকে সান্ত্বনা প্রদান করে। এসব সূরাতে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো উল্লেখ করে ধৈর্য ধরতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৩৪

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৯), আয়াত ১-৪: এই অংশে বলা হয়েছে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। এখানে আল্লাহর একত্ববাদ এবং শুধু তাঁর ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো খণ্ডন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ কারো পিতা নন, তিনি একক এবং পরাক্রমশালী।

ইউনিট নং ৩৪-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের গুণাবলি। আল্লাহর একত্ববাদ। মুশরিকদের অবস্থান। (১-৪)

ইউনিট নং ৩৫

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৯), আয়াত ৫-৭: এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পৃথিবী ও আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ৩৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর শক্তি ও নিয়ামত। পুনরুত্থান এবং হিসাবের প্রমাণ। (৫-৭)

ইউনিট নং ৩৬

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৯), আয়াত ৮-৯: এখানে বলা হয়েছে, মুমিন ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না।

ইউনিট ৩৬-এর বিষয়বস্তু

- মানুষের অবস্থান সুখ-দুঃখে ভিন্ন। (৮)
- মুমিনদের অবস্থা ও তাঁদের পুরস্কার। (৯-১৪)

ইউনিট নং ৩৭

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৯), আয়াত ১০-২১: এই অংশে মুমিনদের জন্য পথনির্দেশনা আর মুনাফিক ও কাফিরদের জন্য শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ৩৭-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের অবস্থা ও তাঁদের পুরস্কার। (৯-১৪)
- কাফিরদের পরিণাম। মুমিনদের গুণাবলী ও তাঁদের প্রতিদান। (১৫-১৯)
- দুনিয়ার অবস্থা। ইসলামের আলো এবং কুরআনের প্রভাব। (২১-২৩)

ইউনিট নং ৩৮

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৯), আয়াত ২২-২৬: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুমিনদের কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকে এবং তারা কুরআনের নির্দেশনায় জীবন পরিচালনা করে। অন্যদিকে কাফিরদের পরিণাম জাহান্নামের আগুন।

ইউনিট ৩৮-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়ার অবস্থা। ইসলামের আলো এবং কুরআনের প্রভাব। (২১-২৩)
- কাফিরদের পরিণতি। (২৪-২৬)

ইউনিট নং ৩৯

২৩তম পারা, সূরা সাদ (সূরা নাম্বার ৩৯), আয়াত ২৭-৩১: উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

ইউনিট ৩৯-এর বিষয়বস্তু

- সত্যবাদীদের প্রতিদান। (২৭-৩৫)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

فمن أظلم

২৪

চব্বিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

চব্বিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৪তম পারা "ফামান আযলামু" (فَمَنْ أَظْلَمُ)

২৪তম পারাকে বিদ্বানরা ২৭টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ২৪তম পারা "ফামান আযলামু"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন

ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা যুমার		
১	৩২-৩৭	কাফেরদের জন্য শাস্তির হুঁশিয়ারি এবং মুমিনদের জন্য প্রতিশ্রুতির উল্লেখ।
২	৩৮-৪০	মক্কার কুরাইশদের কুফর ও কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত আলোচনা।
৩	৪১-৪৮	আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান।
৪	৪৯-৫২	মানুষের দুঃখ ও সুখের অবস্থার বিবরণ।
৫	৫৩-৫৯	মৃত্যুর সময় তাওবা কোনো কাজে আসবে না।
৬	৬০-৬৭	শিরক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে দেয়।
৭	৬৮-৭০	সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার বর্ণনা।
৮	৭১-৭৫	কিয়ামতের দিন সৎ ও অসৎ লোকদের স্বাগত জানানোর বিবরণ।
সূরা গাফির / মুমিন		
৯	১-৬	মুমিনদের সফলতাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
১০	৭-৯	ফেরেশতারা মুমিনদের সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন।
১১	১০-১২	মুশরিকদের পরিণামের বর্ণনা।
১২	১৩-১৭	আল্লাহর গুণাবলি ও নামসমূহের বিবরণ।

১৩	১৮-২২	কিয়ামতের ধাপসমূহ এবং আল্লাহর ন্যায়বিচারের আলোচনা।
১৪	২৩-৫০	দাঈদের গুণাবলি এবং তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা।
১৫	৫১-৫৫	মুমিনদের সাহায্য ও বিজয়ের আলোচনা।
১৬	৫৬-৫৯	মুশরিকদের শিরকের কারণ ব্যাখ্যা।
১৭	৬০-৬৮	মুমিনদের হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার ব্যবস্থা।
১৮	৬৯-৭৭	আখিরাতে মুশরিকদের শাস্তির প্রকার সম্পর্কে বর্ণনা।
১৯	৭৮-৮৫	
সূরা হা-মিম সিজদা		
২০	১-৮	কুরআন মাজিদের পরিচিতি এবং নবী কারিম (সা.)-এর গুণাবলির উল্লেখ।
২১	৯-১২	আল্লাহর নবীর (সা.) দাওয়াত এবং প্রমাণিকাস্বরূপ মহাবিশ্বের নিদর্শনসমূহের আলোচনা।
২২	১৩-১৮	মক্কার মুশরিক ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা একই ছিল।
২৩	১৯-২৪	মুশরিকদের পরিণতির উল্লেখ এবং তাদের চামড়া সাক্ষ্য দেবে, তার বর্ণনা।
২৪	২৫-২৯	মক্কার মুশরিকদের জেদ ও একগুঁয়েমির বিবরণ।
২৫	৩০-৩৬	মক্কার কঠিন পরিস্থিতির বিবরণ।
২৬	৩৭-৪০	মহাবিশ্ব ও মানুষের মধ্যে থাকা নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে হুজ্জতের আলোচনা।
২৭	৪১-৪৬	কুরআনের গুণাবলির বর্ণনা।

ইউনিট নম্বর ১

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার, সূরা নং ৩৯, আয়াত ৩২-৭৫: এই অংশে কাফের ও মুশরিকদের জন্য শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং মুমিনদের জন্য জান্নাত ও অন্যান্য নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- সত্যবাদীদের প্রতিদান। (৩৩-৩৫)
- একমাত্র আল্লাহই লাভ ও ক্ষতির মালিক, মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন এবং কুরআনের অবতরণ। (৩৬-৪১)

ইউনিট নং ২

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত ৩৮ - ৪০: এখানে বলা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল, যদিও যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হতো আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা বলত, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো, তখন তারা তাদের মনগড়া উপাস্যদের কথা উল্লেখ করত। এরপর বলা হয়েছে, হে নবী (সা.), আপনি বলে দিন, "আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।" তারপর দেখা যাক, কার উপর শাস্তি আসে এবং কার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ নাযিল হয়।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়সমূহ

- একমাত্র আল্লাহই লাভ ও ক্ষতির মালিক, মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন এবং কুরআনের অবতরণ। (৩৬-৪১)

ইউনিট নং ৩

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত নং ৪১ -৪৮ : এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। আল্লাহ আমাদের বিশ্রাম ও শান্তির জন্য ঘুমের মতো এক অসাধারণ নিয়ামত দান করেছেন।

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। মুশরিকদের সাথে বিতর্ক।কিয়ামতের দিনে জালিমদের পরিণতি। সংকট ও স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষের প্রকৃতি। রিজিক একমাত্র আল্লাহর হাতে। (৪২-৫২)

ইউনিট নং ৪

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত নং ৪৯- ৫২ : এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ দুঃখের সময় একরকম আচরণ করে এবং সুখের সময় আরেকরকম। তাই উভয় অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর অসীম ক্ষমতা। মুশরিকদের সাথে বিতর্ক।কিয়ামতের দিনে জালিমদের পরিণতি। সংকট ও স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষের প্রকৃতি। রিজিক একমাত্র আল্লাহর হাতে। (৪২-৫২)

ইউনিট নং ৫

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত নং ৫৩- ৫৯ : এখানে বলা হয়েছে, সময় থাকতেই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। মৃত্যুর সময় বা শেষ নিঃশ্বাসের সময় তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন আল্লাহর দিকে ফিরে আসাও কোনো কাজে আসবে না।

ইউনিট নং ৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাওবা ও তাঁর দিকে ফিরে আসার আহ্বান। (৫৩-৫৫)
- আল্লাহর আহ্বান গ্রহণ না করার ফলাফল এবং কিয়ামতের দিন মুমিনদের প্রত্যাবর্তন। (৫৬-৬১)

ইউনিট নং ৬

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত নং ৬০- ৬৭: এখানে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার বর্ণনা করা হয়েছে। একই সাথে আল্লাহর একত্ববাদ, প্রভুত্ব এবং উপাস্য হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা শিরক করবে তাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইউনিট নং ৬-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ববাদ, প্রভুত্ব এবং শিরকের খণ্ডন। (৬২-৬৭)

ইউনিট নং ৭

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত নং ৬৮- ৭০: এখানে সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়সমূহ

- সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং হিসাব নেওয়া হবে। কাফের ও মুমিনদের অবস্থা এবং তাদের পরিণতি।কিয়ামতের দিনে আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব।(৬৮-৭৫)

ইউনিট নং ৮

২৪তম পারা, সূরা আয-যুমার (সূরা নং ৩৯), আয়াত নং ৭১- ৭৫ : এখানে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনে নেক ও সৎ লোকদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানানো হবে। আর যারা পাপী, কাফের ও মুনাফিক, তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং হিসাব নেওয়া হবে। কাফের ও মুমিনদের অবস্থা এবং তাদের পরিণতি।কিয়ামতের দিনে আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব। (৬৮-৭

سورة غافر

সূরা গাফির

তওবা গ্রহণকারী / বিশ্বাসী	The Forgiver / The Believer

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু লক্ষ্য

- দাওয়াতের গুরুত্ব এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।
- এই সূরায় দাওয়াতের একটি উদাহরণ হিসেবে "রজুলে মুমিন" (বিশ্বাসী ব্যক্তি)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি কীভাবে তাঁর দাওয়াত পেশ করেছেন।

   - **যুক্তির ব্যবহার:** আল্লাহ তাআলা বলেন:

     وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَ اِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

     "আর এক মুমিন ব্যক্তি, যিনি ফিরআউনের পরিবার থেকে ছিলেন এবং তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন, বললেন: 'তোমরা কি এমন একজনকে হত্যা করবে যে বলে, আমার রব আল্লাহ? অথচ তিনি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন, তবে তার মিথ্যা তারই উপর বর্তাবে। কিন্তু যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তার কিছু অংশ তোমাদের উপর এসে পড়বে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে পথ দেখান না।'" (সূরা গাফির, ৪০:২৮) এই আয়াতে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে আলোচনার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য আহমাদ ইবন তাইমিয়াহ রচিত "আল-রদ্দু আলা আল-মান্তিকিয়্যিন" বইটি পড়া প্রয়োজন।

   - **আবেগের ব্যবহার:** আল্লাহ তাআলা বলেন:

     يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَ مَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ

     "হে আমার সম্প্রদায়! আজ রাজত্ব তোমাদের, তোমরা দুনিয়ায় প্রভাবশালী। তবে যদি আল্লাহর শাস্তি আমাদের উপর আসে, তখন কে আমাদের সাহায্য করবে?" ফিরআউন বলল: "আমি তোমাদের কেবল সে কথাই বলি, যা আমি

দেখি এবং আমি তোমাদের শুধুমাত্র সঠিক পথেই পরিচালিত করছি।" (সূরা গাফির, ৪০:২৯) এই আয়াতে দেখা যায় যে, মুমিন ব্যক্তি শাসনক্ষমতার বিষয়টি জাতির দিকে ন্যস্ত করেছেন, যাতে বোঝা যায় তিনি নিজে ক্ষমতা চাচ্ছেন না। যখন শাস্তির আলোচনা আসে, তখন তিনি নিজেকেও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি তাঁর জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রমাণ।

- **জাতির প্রতি ভালোবাসা, মুক্তির চিন্তাও পরিণতির ভয়:** আল্লাহ তাআলা বলেন:
  وَ قَالَ الَّذِیۡۤ اٰمَنَ یٰقَوۡمِ اِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ مِّثۡلَ یَوۡمِ الۡاَحۡزَابِ ﴿ۙ۳۰﴾ مِثۡلَ دَاۡبِ قَوۡمِ نُوۡحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوۡدَ وَ الَّذِیۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ؕ وَ مَا اللّٰهُ یُرِیۡدُ ظُلۡمًا لِّلۡعِبَادِ
  "আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের উপর আহযাবের দিনের মতো (শাস্তি) আসার ভয় করি। আমি নূহের জাতি, আদ, সামুদ এবং তাদের পরবর্তী জাতিগুলোর পরিণতির ভয় করি। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে চান না।" (সূরা গাফির, ৪০:৩০-৩১)
- **ইতিহাস থেকে প্রমাণ**: আল্লাহ তাআলা বলেন:
  وَ لَقَدۡ جَآءَکُمۡ یُوۡسُفُ مِنۡ قَبۡلُ بِالۡبَیِّنٰتِ فَمَا زِلۡتُمۡ فِیۡ شَکٍّ مِّمَّا جَآءَکُمۡ بِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَا هَلَکَ قُلۡتُمۡ لَنۡ یَّبۡعَثَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ رَسُوۡلًا ؕ کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ هُوَ مُسۡرِفٌ مُّرۡتَابُۨ
  "তোমাদের কাছে ইউসুফ আগেও সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন, তবু তোমরা তার সম্পর্কে সন্দেহ করতেই থেকেছিলে। আর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তোমরা বললে: আল্লাহ তার পরে আর কোনো রাসূল পাঠাবেন না। এভাবেই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহকারীদের পথভ্রষ্ট করেন।" (সূরা গাফির, ৪০:৩৪) এই আয়াতে অতীত জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের পরিণতি থেকে উপদেশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
- **কিয়ামত এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের স্মরণ করানো**—এটি এমন একটি বিষয় যা হৃদয়কে কোমল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ "হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি সেই দিন থেকে, যেদিন মানুষ পরস্পরকে ডাকাডাকি করবে।" (সূরা গাফির: ৩২) "তানাদ" শব্দটি কিয়ামতের বর্ণনা দিতে আনা হয়েছে, যেন বোঝানো যায় কীভাবে মানুষ একে অপরকে ডাকাডাকি করবে এবং কীভাবে ভয়াবহ এক আত্মকেন্দ্রিক অবস্থা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: ﴿يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ "সেদিন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালাবে, তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।" (সূরা

গাফির: ৩৩) আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ "হে আমার জাতি! আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির পথে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ অগ্নির দিকে।" (সূরা গাফির: ৪১) ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ "তোমরা আমাকে আহ্বান করছ যেন আমি আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করি এবং এমন কিছুকে তাঁর শরিক করি যার কোনো জ্ঞান আমার নেই। আর আমি তোমাদের ডাকছি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।" (সূরা গাফির: ৪২) যখন কোনো জাতিকে সম্ভাব্য সব উপায়ে বোঝানো হয়, তখন শেষ পর্যন্ত নিজের বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ "এটা নিশ্চিত যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, তার কোনো ডাকে সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই দুনিয়ায় আর না আখিরাতে। আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই দিকে। আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরা গাফির: ৪৩) ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ "অচিরেই তোমরা আমার কথাগুলো স্মরণ করবে। আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা গাফির: ৪৪) এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসল: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ "অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউনের বংশের লোকদের ওপর নেমে এলো কঠিন শাস্তি।" (সূরা গাফির: ৪৫) এমনকি মূসা (আঃ) নিজেও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ "মূসা (আঃ) বলেছিলেন, 'আমি আমার রব এবং তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় চাই প্রত্যেক অহংকারী থেকে, যারা হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান আনে না।'" (সূরা গাফির: ২৭)

- একজন দাঈর গুণাবলি কী হওয়া উচিত? তিনি কীভাবে কথা বলবেন? কীভাবে ধৈর্য, সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রজ্ঞা দেখাবেন? জালিমদের সামনে ইসলামের বার্তা কীভাবে উপস্থাপন করবেন? আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ মান কী হবে? এই সবকিছুই সূরা গাফিরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা গাফির প্রতিটি দাঈর জন্য পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্বাভাস ও যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতির মধ্যে যেমন একধরনের মানসিক অবস্থা বিরাজ করে, তেমনই দাওয়াতের ময়দানে যখন সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ ঘটে, তখন "সাত হামিম সূরা" একজন মুমিনকে সান্ত্বনা দেয়। এতে অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সান্ত্বনার দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ৯

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ১ থেকে ৬ পর্যন্ত একটি ভূমিকার মতো। এতে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিকদের প্রভাব, প্রতাপ এবং তাদের ধন-সম্পদ দেখে যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয় এবং এর ফলে ঈমান যেন দুর্বল না হয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, শেষ পর্যন্ত মুমিনরাই সফল ও বিজয়ী হবে।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর গুণাবলি। (১-৩)
- পূর্ববর্তী উম্মতের অস্বীকার ও তাদের পরিণতি। (৪-৬)

ইউনিট নং ১০

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ৭ থেকে ৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশে ফেরেশতারা মুমিনদের সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু

- আরশ বহনকারী ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দুআ করেন। (৭-৯)

ইউনিট নং ১১

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ১০ থেকে ১২-এ মুশরিকদের করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। তাদের জন্য অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের পরিণতি ও তাদের পরাজয়ের বিবরণ। (১০-১২)

ইউনিট নং ১২

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ১৩ থেকে ১৭-এ আল্লাহর গুণাবলি ও সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির বর্ণনা। (১৩-১৭)

ইউনিট নং ১৩

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ১৮ থেকে ২২-এ কিয়ামতের বিভিন্ন ধাপ এবং মানুষের বিভিন্ন শ্রেণির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

ইউনিট নং ১৩-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ধাপ ও আল্লাহর ন্যায়বিচারের বিবরণ। (১৮-২২)

ইউনিট নং ১৪

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ২৩ থেকে ৫০-এ দ্বীনের দাঈদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৪-এর বিষয়বস্তু

- মুসা (আ.) এবং ফেরাউন, হামান ও কারুনের ঘটনা। (২৩-২৭)
- মুমিন ব্যক্তির ঘটনা। (২৮-৪৬)

ইউনিট নং ১৫

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ৫১ থেকে ৫৫-এ বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সাহায্য এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি।

ইউনিট নং ১৬

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ৫৬ থেকে ৫৯-এ মুশরিকদের শিরকের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তাদের অহংকার তাদের ধর্ম এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে।

ইউনিট নং ১৬-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের শিরকের কারণের বিবরণ।

ইউনিট নং ১৭

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ৬০ থেকে ৬৮-এ উদাহরণের মাধ্যমে মুমিনদের সত্য পথে পরিচালনা করা হয়েছে এবং তাদের অবিচল থাকার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার ব্যবস্থা।

ইউনিট নং ১৮

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ৬৯ থেকে ৭৭-এ বলা হয়েছে যে, আখিরাতে মুশরিকদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। এখানে সেই শাস্তির দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৮-এর বিষয়বস্তু

- আখিরাতে মুশরিকদের শাস্তির প্রকার সম্পর্কে বিবরণ।

ইউনিট নং ১৯

২৪তম পারা, সূরা গাফির/মুমিন, সূরা নং ৪০-এর আয়াত নং ৭৮ থেকে ৮৫-এ নবী ও মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১৯-এর বিষয়বস্তু

- নবীকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ আসে। (৭৭-৭৮)
- কাফেরদের করুণ পরিণতি; শাস্তি দেখার পর ঈমান আনা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। (৮২-৮৫)

سورة فصلت

সূরা ফুসসিলাত / হামীম সাজদাহ্

বিশদভাবে বিবৃত	The Explained in Detail
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- রিসালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তোমার দায়িত্ব হলো সত্য বার্তা সবাইকে পৌঁছে দেওয়া। কী কর্তব্য এবং কী থেকে বিরত থাকা উচিত তা জানানো হয়েছে।
- সূরার নামকরণ: এই সূরার নাম ফুসসিলাত রাখা হয়েছে, কারণ এতে প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কুদরত ও একত্ববাদ (তাওহিদ)-এর প্রমাণসমূহ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব, মহত্ত্ব ও রব হিসেবে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- মানবজাতির প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: এতে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ যুগে পৃথিবীতে গোপন রহস্যগুলো উন্মোচন করা হবে, যাতে কুরআনের সত্যতা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয়।
- তবে এটি তখনই সম্ভব, যখন তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থের আলোকে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করা হবে।
- তাওহীদের প্রমাণসমূহ: তাওহীদের (একত্ববাদের) দলিল ও প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (আরো বিস্তারিত জানতে "দালায়েল আত-তাওহীদ" গ্রন্থটি পড়ুন, যা লিখেছেন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সমস্ত "হা-মীম" সূরাগুলো তাওহিদের প্রমাণ ও রক্ষা করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তাওহিদের বিরোধীদের সাথে কীভাবে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে, তা এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের চরিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

- সূরা মুমিন ও সূরা ফুসসিলাতের তুলনা: সূরা মুমিনে পূর্ববর্তী জাতির সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর সূরা ফুসসিলাতে কুরাইশ কাফেরদের সঙ্গে তর্কের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ২০

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ১-৮: এই অংশে কুরআনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। মুশরিকদের কার্যকলাপ এবং তাদের ব্যর্থ চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নবী করিম (সা.)-এর গুণাবলি এবং তাঁর শিক্ষাদানের দায়িত্বও বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২০-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন এবং এর কার্যক্রম। (১-৪)
- কুরআন সম্পর্কে মুশরিকদের ধারণা, তাদের জবাব এবং শাস্তি। (৫-৭)

ইউনিট নং ২১

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ৯-১২: এই অংশে আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাবিশ্বের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। নবী করিম (সা.)-এর দাওয়াতের মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ২১-এর বিষয়বস্তু

- সৃষ্টির কাঠামো, আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর শক্তির প্রমাণ। (৯-১২)

ইউনিট নং ২২

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ১৩-১৮: এই অংশে দেখানো হয়েছে যে, মুশরিকরা নানা অজুহাত ও কৌশলের মাধ্যমে নবী করিম (সা.)-এর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতীতের জাতিগুলোর অবস্থাও এমনই ছিল। তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদের ওপর শাস্তি নাজিল করেছিলেন।কুরাইশ কাফিররা এসব ঘটনাগুলোর সম্পর্কে ভালো করেই জানত, তাই এসব ঘটনার মাধ্যমে তাদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ২২-এর বিষয়বস্তু

- মক্কার মুশরিকদের অবস্থা এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অবস্থার মিল।

ইউনিট নং ২৩

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ১৯-২৪: এই অংশে কাফের ও মুশরিকদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিলেন। কিয়ামতের দিন তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের কৃতকর্ম তাদের ওপর ফিরে আসবে।

ইউনিট নং ২৩-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের পরিণতি এবং তাদের চামড়ার সাক্ষ্য দেওয়ার বর্ণনা।

ইউনিট নং ২৪

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ২৫-২৯: এই অংশে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা নিজেদের অহংকার এবং জেদের কারণে ইসলামেরআহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা নবী করিম (সা.)-এর ওপর অত্যাচার করেছিল এবং এমনকি হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।

ইউনিট নং ২৪-এর বিষয়বস্তু

- মক্কার মুশরিকদের জেদ ও হঠকারিতার বিবরণ।

ইউনিট নং ২৫

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ৩০-৩৬: এই অংশে মক্কার কঠিন পরিস্থিতিতে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়ে নবী করিম (সা.) এবং সাহাবাদের সান্ত্বনা দিতেন। তাদের হৃদয় থেকে ভয় দূর করতেন, তাদের জন্য দুআ করতেন এবং ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিতেন।

ইউনিট নং ২৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার শিষ্টাচার ও মর্যাদা। (৩৩-৩৬)

ইউনিট নং ২৬

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ৩৭-৪০: এই অংশে মহাবিশ্ব প্রাণীকুলের নিদর্শনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২৬-এর বিষয়বস্তু

- মহাবিশ্ব ও প্রাণিকূলের নিদর্শন দ্বারা যুক্তি স্থাপন।

ইউনিট নং ২৭

চব্বিশতম পারা, সূরা ফুসসিলাত / হামিম সিজদাহ (সূরা নং ৪১): আয়াত ৪১-৪৬: এই অংশে কুরআনের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, কুরআনের মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করা সম্ভব নয়, কারণ এটি আল্লাহ হামীদ ও হাকীমের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

ইউনিট নং ২৭-এর বিষয়বস্তু

- নাস্তিকদের কুরআন সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান। কুরআনের প্রভাব। (৪০-৪৪)
- মূসা (আ.) এবং তাওরাতের উল্লেখ। (৪৫-৪৬)।

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

إليه يرد

২৫

পঁচিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

পঁচিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৫তম পারা "ইলাইহি য়ুরাদ্দু" (إِلَيْهِ يُرَدُّ)

পঁচিশতম পারাকে বিশিষ্ট আলেমগণ প্রায় ছত্রিশটি (৩৬) ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী পঁচিশতম পারা "إِلَيْهِ يُرَدُّ"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা ফুসসিলাত		
১	৪৭-৪৮	আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা।
২	৪৯-৫১	মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখের অবস্থা নিয়ে আলোচনা।
৩	৫২-৫৪	কুরআনের নিদর্শন ও বিস্ময়কর বিষয়াদি।
সুরা আশ-শূরা		
৪	১-৬	ওহি নাজিলের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা। আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ।
৫	৭-১২	ওহির উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা।
৬	১৩-১৪	কিছু বিধি-বিধান বর্ণনা।
৭	১৫-১৯	কাফির ও মুশরিকদের উপর সত্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা।
৮	২০-২৬	শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন।
৯	২৭-৩৫	আল্লাহ তাআলার রবুবিয়াত, হিকমত এবং ক্ষমতার বর্ণনা।
১০	৩৬-৪৩	মুমিনদের গুণাবলি নিয়ে আলোচনা।

১১	৪৪-৪৬	জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা।
১২	৪৭-৫০	সন্তান দান করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে।
১৩	৫১-৫৩	ওহির তিনটি প্রকারের বিবরণ।
সুরা আয-যুখরুফ		
১৪	১-৮	কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং এর সাথে উপহাসকারীদের পরিণাম।
১৫	৯-১৪	মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রবুবিয়াত স্বীকার করলেও তাঁর ইলাহিয়াত অস্বীকার করত।
১৬	১৫-২৫	মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা মনে করত।
১৭	২৬-৩৫	আল্লাহ তাআলার হিকমতের গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা।
১৮	৩৬-৪৬	যারা নামাজ, রোজা ও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন, তাদের উপর শয়তানকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।
১৯	৪৭-৫৬	ফেরাউনের শিক্ষণীয় পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান।
২০	৫৭-৬৬	কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমন নিয়ে আলোচনা।
২১	৬৭-৭৩	দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের বিবরণ।
২২	৭৪-৮০	কিয়ামতের দিন দুষ্টদের পরিণাম।
২৩	৮১-৮৯	আল্লাহ তাআলার শিরক ও সন্তানধারণ থেকে পবিত্র থাকার ঘোষণা।
সুরা আদ-দুখান		
২৪	১-৯	কুরআনের পরিচিতি, কুরআনের মুজিযা (অলৌকিকতা) এবং কদরের রাতে এটি নাজিল হওয়ার আলোচনা।
২৫	১০-১৬	কাফির ও মুশরিকদের শাস্তির ভয় প্রদর্শন। ফেরাউন ও তার জাতির ধ্বংসের বিবরণ।
২৬	১৭-৩৩	ফেরাউন ও তার জাতির ধ্বংসের বিবরণ।

২৭	৩৪-৩৯	মক্কার মুশরিকদের জন্য তুব্বা সম্প্রদায়ের উদাহরণ।
২৮	৪০-৫০	জাহান্নামের শাস্তি এবং জাক্কুম গাছের বর্ণনা।
২৯	৫১-৫৯	মুমিনদের জন্য পুরস্কার ও সম্মাননার আলোচনা।
সুরা আল-জাসিয়া		
৩০	১-৬	কুরআন নাজিলের আলোচনা এবং আল্লাহর একত্ব ও উলুহিয়াতের বর্ণনা।
৩১	৭-১১	আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকারকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিবরণ।
৩২	১২-১৫	আল্লাহর নিয়ামতগুলোর স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
৩৩	১৬-২০	বানি ইসরাইলকে দেওয়া নিয়ামতগুলোর উল্লেখ।
৩৪	২১-২৩	মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনা।
৩৫	২৪-২৭	নাস্তিকদের আপত্তির জবাব।
৩৬	২৮-৩৭	কিয়ামতের দিন অবাধ্যদের বসার অবস্থা নিয়ে আলোচনা।

ইউনিট নম্বর ১

পঁচিশতম পারা, সুরা হা-মিম আস-সাজদাহ (ফুস্সিলাত) (সূরা নম্বর ৪১), আয়াত ৪৭ থেকে ৪৮: এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর জ্ঞান সর্ববিধ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যা অন্য কারও কাছে নেই, তবুও মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- গায়বের জ্ঞান এবং কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে রয়েছে। (৪৭-৪৮)

ইউনিট নম্বর ২

পঁচিশতম পারা, সুরা হা-মিম আস-সাজদাহ (ফুস্সিলাত) (সূরা নম্বর ৪১), আয়াত ৪৯ থেকে ৫১: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের জীবনে ভালো ও খারাপ উভয় পরিস্থিতি আসে। মানুষকে এই দুই অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে মানুষের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- মানুষের জীবনের ভালো ও খারাপ পরিস্থিতির বিবরণ।

ইউনিট নম্বর ৩

পঁচিশতম পারা, সুরা হা-মিম আস-সাজদাহ (ফুস্সিলাত) (সূরা নম্বর৪১), আয়াত ৫২ থেকে ৫৪: এখানে বলা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। এতে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন রয়েছে। এমন এক সময় আসবে যখন কেবল এই নিদর্শনগুলোর মাধ্যমেই কুরআনের সত্যতা স্বীকৃত হবে। কুরআনের নিদর্শন ও বিস্ময় চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- আকাশ ও মানবজগতে আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করা। (৫৩-৫৪)

سورة الشورى

সূরা আশ-শূরা

পরামর্শ	The Consultations

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু লক্ষ্য

- পরামর্শ ও ঐক্যের গুরুত্ব এবং বিভেদ ও দলবাজির ভয়াবহতা।
- সঠিক পথের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।[1]
- তাওহিদের গুরুত্ব এবং বিভেদের ক্ষতিকর প্রভাব।[2]
- মতভেদ বিভিন্ন মানুষের স্বভাবগত পার্থক্যের ফল। মতভেদ হলে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করার নির্দেশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তোমরা যে বিষয়ে মতানৈক্য করো, তার সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর হাতে। তিনিই আমার প্রভু; আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।" (সুরা আশ-শূরা, আয়াত ১০)
- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ ছিল দলবাজি ও বিভেদ। আল্লাহ্ তাআল বলেন: "তিনি তোমাদের জন্য সেই ধর্ম নির্ধারণ করেছেন, যা নুহ (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং যা আমি তোমার কাছে ওহি করেছি। ইব্রাহিম (আ.), মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)-কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।" (সুরা আশ-শূরা, আয়াত ১৩)
- যথাসম্ভব মতভেদ থেকে বাঁচা উচিত। যদি মতভেদ হয়েও যায়, তবে পরামর্শমূলক (শূরাই) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এই পরামর্শমূলক ব্যবস্থা ঘর থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। জীবনের নানাবিধ পরিস্থিতিতে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক বিষয়, তাই এর সমাধানের জন্য পরামর্শমূলক ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে **শূরা**

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي" আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "دلائل التوحيد" মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব।

(পরামর্শ)। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরামর্শমূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আল্লাহ تعالى বলেন: "আর যারা তাদের প্রভুর নির্দেশ মেনে চলে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে ও আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে ব্যয় করে।" (সুরা আশ-শূরা, আয়াত ৩৮)[1]

- সুরাটির কেন্দ্রীয় বিষয় তাওহিদ; এর ভিত্তিতে আখিরাতের স্মরণ করানো হয়েছে। সঠিকভাবে আল্লাহকে চেনা হলে বিচারদিবস উপলব্ধি করা সহজ হবে।
- সমস্ত নবী তাওহিদের (একত্ববাদের) দাওয়াত দিয়েছেন।[2] নবীগণের মূল লক্ষ্য ছিল তাওহিদের আকিদা প্রচার করা। "أقيموا الدين" (দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো) বলতে সরকার প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো আকিদা প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায়, এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, নূহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)—এঁরা সবাই এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি। والله أعلم (আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিরক্ষর বা উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়তের অন্যতম প্রমাণ। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরক্ষর হয়েও সমুদ্রের বিশদ বিবরণ, মায়ের গর্ভের বিবরণ, আকাশের বিশদ বিবরণ এবং পৃথিবীর ভাণ্ডারের তথ্য তুলে ধরেছেন, যা তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার রাসূল হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আপনি তো এর আগে কোনো কিতাব তেলাওয়াত করেননি এবং আপনার ডান হাতে তা লেখেনওনি। তাহলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ করত।" (সূরা আনকাবুত: ৪৮)

ইউনিট নম্বর ৪

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২), আয়াত ১ থেকে ৬: এখানে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি এবং এর কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الأمر بالاجماع الائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف" আব্দুল্লাহ্ বিন জারুল্লাহ্ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ্।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া।

- ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি এবং আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা।

ইউনিট নম্বর ৫

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২), আয়াত ৭ থেকে ১২: এখানে ওহির উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং কিয়ামতের দিনের বিষয়ে সতর্ক করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানবজাতির জন্য নবী হয়ে এসেছেন এবং কুরআন সকল মানুষের জন্য হেদায়েতের উৎস।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- ওহির উদ্দেশ্যের বর্ণনা।

ইউনিট নম্বর ৬

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ১৩ থেকে ১৪: এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল নবী আলাইহিমুস সালাম একই বার্তা নিয়ে এসেছেন—তাওহিদের আহ্বান। সকল নবীর ধর্মই ইসলাম ছিল।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- ওহি এক, ধর্মও এক; তবে মানুষ এতে মতভেদ সৃষ্টি করেছে।

ইউনিট নম্বর ৭

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ১৫ থেকে ১৯: এখানে বিভিন্ন বিধানের আলোচনা করা হয়েছে। আর বলা হচ্ছে যে, কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ। (১৫-১৬)
- কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পূর্ণ হওয়া। (১৭-১৯)

ইউনিট নম্বর ৮

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ২০ থেকে ২৬: এখানে মুমিন ও জালিমদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুমিনদের তাওবা গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। জালিমদের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, শিরকের বাইরে অন্য

গুনাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করতে পারেন, এমনকি কেউ তাওবা ছাড়া মারা গেলেও। দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের অনুমতি নেই।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- মুমিন ও কাফেরদের পরিণাম। (২০-২৬)

ইউনিট নম্বর ৯

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ২৭ থেকে ৩৫: এখানে আল্লাহর প্রজ্ঞা এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর রবুবিয়্যাতের আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর রবুবিয়্যাত, প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতার বর্ণনা। (২৭-৩৫)

ইউনিট নম্বর ১০

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ৩৬ থেকে ৪৩: এখানে মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু:

- মুমিনদের গুণাবলি এবং কাফেরদের পরিণতি। (৩৭-৪৬)

ইউনিট নম্বর ১১

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ৪৪ থেকে ৪৬: এখানে জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামীদের লাঞ্ছনা ও কষ্টের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের গুণাবলি এবং কাফেরদের পরিণতি। (৩৭-৪৬)

ইউনিট নম্বর ১২

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ৪৭ থেকে ৫০: এখানে মুমিনদের গুণাবলি এবং এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্তানদান করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের প্রমাণ। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বিষয় আল্লাহর হাতে।

ইউনিট নম্বর ১৩

পঁচিশতম পারা, সুরা আশ-শূরা (৪২): আয়াত ৫১ থেকে ৫৩: এখানে ওহির তিন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কখনো কখনো আল্লাহ নবীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- ওহির প্রকারভেদ এবং তার বাস্তবতা। (৫১-৫৩)

سورة الزخرف

সূরা আয-যুখরুফ

স্বর্ণালঙ্কার	The Gold Adornment
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে প্রতারিত না হওয়ার নির্দেশ।
- এই সূরাটি তাদের সম্পর্কিত, যারা দুনিয়ার চাকচিক্যে মগ্ন থাকে। তাদের এই পথ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, কারণ পূর্ববর্তী জাতিসমূহও এই কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল যে তারা দুনিয়ার চাকচিক্যে নিমজ্জিত হয়েছিল।
- এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি অবিশ্বাসের মূল কারণ হলো এই দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগবিলাস।[1]
- এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত সম্মান সম্পদে নয়, বরং দ্বিনে নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

  وَ اِنَّهٗ لَذِكۡرٌ لَّكَ وَ لِقَوۡمِكَ ۚ وَ سَوۡفَ تُسۡـَٔلُوۡنَ

  "এটি তোমার ও তোমার কওমের জন্য সম্মান এবং একদিন তোমাদের থেকে এর হিসাব নেওয়া হবে।" (সূরা আল-যুখরুফ: ৪৪) (এখানে "যিকর" দ্বারা সম্মান বোঝানো হয়েছে)।[2]
- এছাড়া ঈসা (আ.)-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগিতা ও পরহেযগারির প্রতীক হিসেবে গণ্য হন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "যখন ঈসা (আ.) স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন: আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমাদের মাঝে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, তা স্পষ্ট করে দিতে এসেছি। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।" (সূরা আল-যুখরুফ: ৬৩)

  দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও চমকপ্রদ দান-দক্ষিণার পরিবর্তে প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

---
[1] বিস্তারিত জানতে এই গ্রন্থটি অবশ্যই পড়ুন: إنما الحياة الدنيا متاع – সালাহুদ্দিন বিন মুহাম্মাদ আল-বাদির।

[2] বিশদ জানতে পড়ুন: মিন আসবাবিস সাআদাহ- আব্দুল আযিয বিন মুহাম্মাদ সাদজান।

পুরো সূরাটিতে দুনিয়ার চাকচিক্যের বিপদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "সেদিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, তবে মুত্তাকীদের মধ্যে এমনটা হবে না।" (সূরা আল-যুখরুফ: ৭৬) দুনিয়াবী জীবন মূলত বস্তুবাদের ওপর নির্ভরশীল। তবে তাকওয়া ও প্রজ্ঞা চিরকালীন। বুদ্ধিমত্তা হলো এই তুচ্ছ দুনিয়ার পরিবর্তে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া।

- এই সূরার নাম যুখরুফ রাখার কারণ হলো, এতে সম্পদকে বিদ্যুৎ এবং ঝকঝকে অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অনেকেই এতে প্রতারিত হয়, অথচ আল্লাহর কাছে এর মূল্য মশার ডানার সমানও নয়। এজন্যই আল্লাহ দুনিয়া সৎ ও অসৎ উভয়কে প্রদান করেন, তবে পরকালের পুরস্কার কেবল নেককারদের জন্য। দুনিয়া হলো ধ্বংসের ঘর, আর পরকাল হলো চিরস্থায়ী বাসস্থান।[1]
- এই সূরায় মুসা (আ.) ও ফেরাউন এবং ঈসা (আ.) ও তার জাতির কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। বিতর্কপ্রিয় মানসিকতাকে দারুণভাবে আঘাত করা হয়েছে।
- বিতর্ক, বিরোধ, হঠকারিতা এবং যুক্তির অপপ্রয়োগ—এসবের অসারতা প্রকাশ করে কুফর থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়া যাবে না, যদিও দুনিয়া হাজারো প্রলোভন ও ঝলমলে দিক নিয়ে হাজির হয়। সঠিক পথ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, যা রাতেও দিনের মতো পরিষ্কার।[2]
- ইসলাম ভালো খাবার, পানীয় বা উপার্জন থেকে নিষেধ করে না। তবে পরকালের ক্ষতির বিনিময়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়াকে ইসলাম অপছন্দ করে।ধন-সম্পদ তো উসমান গনি (রা.)-এর কাছেও ছিল, কিন্তু ইসলাম বলে, তোমরা কারুনের মতো হয়ে যেও না। পদ তো হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর কাছেও ছিল, কিন্তু ইসলাম বলে, তোমরা ফেরাউনের মতো হয়ে যেও না।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরায় প্রমাণের তুলনায় সতর্কবাণী দেওয়ার দিকটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে প্রমাণের দিকটি বেশি লক্ষ্য করা যায়।

ইউনিট নম্বর ১৪

[1] বিশদ জানতে পড়ুন: আদ-দুনয়া যিল্লুন যাইল- আব্দুল মালিক আল-কাসিম।

[2] বিশদ জানতে পড়ুন: ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম- ইবনে তাইমিয়া।

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ১ থেকে ৮: কুরআনের মহিমা, সম্মান এবং যারা কুরআনের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের পরিণামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর উপহাসের ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন, তার ভাষা এবং মর্যাদা। (১-৪)
- সীমালঙ্ঘনকারীদের অবস্থা, তাদের নবীদের উপহাস এবং তাদের পরিণতি। (৫-৮)

ইউনিট নম্বর ১৫

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৯ থেকে ১৪: এখানে বলা হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রবুবিয়াত স্বীকার করত, কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করত না। তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা হিসেবে মানত, কিন্তু উপাসনা করত অন্যান্য মূর্তির।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রবুবিয়াত স্বীকার করত, কিন্তু উলুহিয়াতের বিরোধিতা করত। (৯-১৪)

ইউনিট নম্বর ১৬

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ১৫ থেকে ২৫: এখানে মক্কার মুশরিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা হিসেবে গণ্য করত, যদিও নিজের ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা লজ্জিত হতো।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মিথ্যাচার এবং ইবরাহিম (আ.)-এর কিছু ঘটনা। (১৫-২৫)

ইউনিট নম্বর ১৭

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ২৬ থেকে ৩৫: এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী প্রেরণ এবং রিজিক দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞা রয়েছে।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মিথ্যাচার এবং ইবরাহিম (আ.)-এর কিছু ঘটনা। (২৬-৩৫)

ইউনিট নম্বর ১৮

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৩৬ থেকে ৪৬: এখানে বলা হয়েছে যে, যারা নামাজ, জিকির এবং অন্যান্য ফরজ ইবাদত থেকে উদাসীন থাকে, তাদের ওপর আল্লাহ এক শয়তানকে চাপিয়ে দেন, যে তাদের সঙ্গী হয়ে তাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- যারা আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ হয়, তাদের সঙ্গী হয় শয়তান। (৩৬-৪২)
- নবী (সা.)-কে কিছু নির্দেশনা। (৪৩-৪৫)

ইউনিট নম্বর ১৯

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৪৭ থেকে ৫৬: এখানে ফেরাউনের করুণ পরিণাম এবং তার ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১৯-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর ঘটনা, এবং ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ।

ইউনিট নম্বর ২০

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৫৭ থেকে ৬৬: এখানে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ.)-কে বনী ইসরাইলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁকে কিয়ামতের একটি নিদর্শন বানানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন।

ইউনিট নম্বর ২০-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর ঘটনা; ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। (৪৬-৬৬)

ইউনিট নম্বর ২১

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৬৭ থেকে ৭৩: এখানে আল্লাহর সেই সমস্ত নেয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে প্রাপ্ত হবে।

ইউনিট নম্বর ২১-এর বিষয়বস্তু

- মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত এবং জাহান্নামিদের জন্য শাস্তির বিবরণ। (৬৭-৭৩)

ইউনিট নম্বর ২২

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৭৪ থেকে ৮০: এখানে পাপাচারী ও নাফরমান লোকদের কিয়ামতের দিনের করুণ পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২২-এর বিষয়বস্তু

- মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত এবং জাহান্নামিদের জন্য শাস্তির বিবরণ। (৭৪-৮০)

ইউনিট নম্বর ২৩

পঁচিশতম পারা, সুরা আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৮১ থেকে ৮৯: এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ শরীক ও সন্তান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইউনিট নম্বর ২৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্বের প্রমাণ এবং শরীক বা সন্তান থাকার ধারণার প্রত্যাখ্যান। (৮১-৮৯)

سورة الدخان

সূরা আদ-দুখান

ধোঁয়া	The Smoke
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- ক্ষমতা ও রাজত্বের প্রলোভন থেকে সতর্কতা।[1]
- এই সুরায় রাজত্বের জাঁকজমকের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে: ﴿وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ (আয়াত ২৭)
- এই সুরায় ফেরাউন ও তার জাতির অবাধ্যতা এবং অহংকারের কারণে প্রাপ্ত শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। তারা বহু বাগান ও প্রাসাদ রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কদর না করায় এবং অহংকার করায় তাদের পরিণতি ধ্বংস ও বরবাদি ছিল।[2]
- এই সুরায় ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া ধোঁয়ার (দুখান) ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা একটি সতর্কতা এবং শিক্ষার মাধ্যম। এ পর্যন্ত তো শুধু হুমকি ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তা বাস্তব রূপ নিচ্ছে।[3]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরায় প্রমাণের তুলনাই সতর্কবার্তার দিকটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অপরপক্ষে পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে প্রমাণ করার বিষয়টি বেশি প্রতীয়মান হয়।

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "مسؤولية الدول الإسلامية عن الدعوة ونموذج المملكة العربية السعودية" (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আল-তুর্কি)

[2] বিশদ জানতে পড়ুন: "تذكير البشر بفضل التواضع وذم الكبر" আব্দুল্লাহ্ বিন জারুল্লাহ্ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ্।

[3] বিশদ জানতে পড়ুন: তাফসিরে কুতুবি, ১৭/১১৭।

ইউনিট নম্বর ২৪

পঁচিশতম পারা, সুরা আদ-দুখান (৪৪), আয়াত ১ থেকে ৯: এখানে কুরআনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটি একটি মুজিযা (অলৌকিক কিতাব)। কুরআন লাইলাতুল কদরের বরকতময় রাতে নাযিল করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৪-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের নাযিল হয় লাইলাতুল কদরে। (১-৬)
- আল্লাহর ক্ষমতার বিবরণ। (৭-৮)

ইউনিট নম্বর ২৫

পঁচিশতম পারা, সুরা আদ-দুখান (৪৪), আয়াত ১০ থেকে ১৬: এখানে কাফির ও মুশরিকদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের সঠিক পথে ফিরে আসার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৫-এর বিষয়বস্তু

- দাওয়াতের কাজে মুশরিকদের ষড়যন্ত্র। (১০-১৬)

ইউনিট নম্বর ২৬

পঁচিশতম পারা, সুরা আদ-দুখান (৪৪), আয়াত ১৭ থেকে ৩৩: এখানে ফিরআউন ও তার জাতির অবাধ্যতা এবং তাদের পরিণতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বানি ইসরাইলকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৬-এর বিষয়বস্তু

- ফিরআউনের জাতির ঘটনা। (১৭-৩৩)

ইউনিট নম্বর ২৭

পঁচিশতম পারা, সুরা আদ-দুখান (৪৪), আয়াত ৩৪ থেকে ৩৯: এখানে মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যারা মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য তুব্বা জাতির দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তুব্বা জাতি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তাদের পরিণতি অত্যন্ত করুণ হয়েছিল। সুতরাং তাদের ধ্বংস থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। কারণ জীবন শুধু খেলা-তামাশা নয়, বরং জীবন তো পরকালের প্রস্তুতি করার নাম।

ইউনিট নম্বর ২৭-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকার এবং তাদের পরিণতি। (৩৪-৫০)

ইউনিট নম্বর ২৮

পঁচিশতম পারা, সুরা আদ-দুখান (৪৪), আয়াত ৪০ থেকে ৫০: এখানে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জাহান্নামিদের জন্য জাক্কুম গাছ প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যা কাঁটাযুক্ত ও দুর্গন্ধময়; যা খেলে তাদের পেট জ্বলে উঠবে।

ইউনিট নম্বর ২৮-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকার এবং তাদের পরিণতি। (৩৪-৫০)

ইউনিট নম্বর ২৯

পঁচিশতম পারা, সুরা আদ-দুখান (৪৪), আয়াত ৫১ থেকে ৫৯: এখানে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সম্মানিত করা হবে এবং তাদের উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইউনিট নম্বর ২৯-এর বিষয়বস্তু

- মুত্তাকীদের জান্নাতে পুরস্কার। (৫১-৫৯)

سورة الجاثية

সূরা আল-জাসিয়া

হাঁটু গেড়ে বসা	The Kneeling
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- পৃথিবীতে অহংকারের পরিণতি।[1]
- এই সুরায় অহংকারের বিপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অহংকার মানুষকে সরাসরি জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। নবী কারিম (স.) বলেছেন: "যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (তিরমিজি, ১৯৯৯)
- অহংকার অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াত শুনে, অথচ অহংকার করে সেগুলোকে উপেক্ষা করে, যেন সে কিছুই শোনেনি, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। আর যখন সে আমার কোনো আয়াত সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে তা ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বানায়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" [2]

- এই সূরার নাম জাসিয়া রাখা হয়েছে, কারণ কিয়ামতের দিন মানুষেরা ভীতিকর পরিস্থিতির কারণে হিসাবের অপেক্ষায় হাঁটুর ওপর ভর করে বসে থাকবে।
- অহংকার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন কাফির কুরাইশদের সরাসরি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

[1] বিশদ জানতে পড়ুন: "تذكير البشر بفضل التواضع وذم الكبر" আব্দুল্লাহ্ বিন জারুল্লাহ্ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ্।

[2] আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই বইটি পড়ুন: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১)।

- এমনকি ইহুদিরা গোপনে তাদের সাহায্য করেছিল, তাদেরও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, নবীদের শিক্ষা ত্যাগ করে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যদি তারা এখনো সংশোধন না হয়, তবে শাস্তি তাদের জন্য নিশ্চিত।
- সূরা জাসিয়ায় আল্লাহর একত্ব প্রমাণের ছয়টি দলিল:

১) আসমান ও জমিনের সৃষ্টি।

২) মানবজাতির সৃষ্টি।

৩) পশুপাখির সৃষ্টি।

৪) রাত ও দিনের আবর্তন।

৫) আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং জমিন থেকে উদ্ভিদ জন্মানো।

৬) বাতাসের প্রবাহ এবং এর নিখুঁত ব্যবস্থা।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তার গ্রন্থ আল-জাওয়াবুস সহীহ-এ (সূরা জাসিয়া: ৪৫:১৩) এই আয়াতের আলোকে খ্রিস্টানদের "রুহুম মিনহু" সংক্রান্ত বিভ্রান্তির জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি "রুহুম মিনহু" দ্বারা তোমরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর অংশ মনে করো, তবে "জামিআন মিনহু" অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিকেই আল্লাহর অংশ ভাবতে হবে। এভাবে তোমরা ত্রিত্ববাদ (তিন সত্তার ধারণা) থেকে বেরিয়ে ওয়াহদাতুল উজুদ (সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার অভিন্নতা) ধারণায় পৌঁছে যাবে। অথচ খ্রিস্টানরা ওয়াহদাতুল উজুদ বিশ্বাস করে না; তারা শুধুমাত্র তাওহিদের ছদ্মবেশে ত্রিত্ববাদ মেনে থাকে। অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ হল তাওহিদের বিকৃত, পরিবর্তিত এবং অযৌক্তিক ধারণা।

ইউনিট নম্বর ৩০

পঁচিশতম পারা, সূরা জাসিয়া, সূরা নম্বর ৪৫-এর আয়াত ১ থেকে ৬-এ বলা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এরপর আল্লাহর একত্ব এবং উপাসনার উপযুক্ততার বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৩০-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর একত্ব এবং ক্ষমতার প্রমাণবাহী নিদর্শন। (১-৬)

ইউনিট নম্বর ৩১

পঁচিশতম পারা, সুরা আল-জাসিয়া (৪৫), আয়াত ৭ থেকে ১১: এখানে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলো অস্বীকার করে এবং তাদের সত্য বলে মানে না, তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে।

ইউনিট নম্বর ৩১-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের ও আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকারকারীদের জন্য সতর্কবাণী। (৭-১১)

ইউনিট নম্বর ৩২

পঁচিশতম পারা, সুরা আল-জাসিয়া (৪৫), আয়াত ১২ থেকে ১৫: এখানে আল্লাহর বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ। (১২-১৫)

ইউনিট নম্বর ৩৩

পঁচিশতম পারা, সুরা আল-জাসিয়া (৪৫), আয়াত ১৬ থেকে ২০: এখানে বিশেষভাবে বানী ইসরাইলের ওপর আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের শরিয়ত দিয়েছিলেন, যা ছিল একটি মহান অনুগ্রহ। কিন্তু তারা সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ইউনিট নম্বর ৩৩-এর বিষয়বস্তু

- বানী ইসরাইলের ওপর আল্লাহর নেয়ামত এবং তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। (১৬-২২)

ইউনিট নম্বর ৩৪

পঁচিশতম পারা, সুরা আল-জাসিয়া (৪৫), আয়াত ২১ থেকে ২৩: এখানে বলা হয়েছে যে, ঈমানদার ও নেক আমলকারী মুমিন এবং কুফর ও শিরককারী অবাধ্য ব্যক্তিরা সমান হতে পারে না। ঈমানদারদের উত্তম পুরস্কার দেওয়া হবে, আর অবাধ্যদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

ইউনিট নম্বর ৩৪-এর বিষয়বস্তু

- বিনী ইসরাইলের ওপর আল্লাহর নেয়ামত এবং তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। (১৬-২২)

ইউনিট নম্বর ৩৫

পঁচিশতম পারা, সুরা আল-জাসিয়া (৪৫), আয়াত ২৪ থেকে ২৭: এখানে নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের (যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে) যুক্তিগুলোর খণ্ডন এবং তাদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৩৫-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিক ও কাফেরদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার এবং তাদের পরিণতি। (২৩-৩৫)

ইউনিট নম্বর ৩৬

পঁচিশতম পারা, সুরা আল-জাসিয়া (৪৫), আয়াত ২৮ থেকে ৩৭: এখানে কিয়ামতের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিদের অপমান ও লাঞ্ছনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি বর্ষিত হবে।

ইউনিট নম্বর ৩৬-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিক ও কাফেরদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার এবং তাদের পরিণতি। (২৩-৩৫))
- আল্লাহর অনুগ্রহ ও মহিমার বর্ণনা। (৩৬-৩৭)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

২৬

ছাব্বিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

ছাব্বিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৬তম পারা "হা-মীম" (حم)

ছাব্বিশতম পারাকে বিশেষজ্ঞরা ২১টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুসারে পারা ২৬-এর আয়াত এবং বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আহক্বাফ		
১	১-১৪	কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে এবং এতে তাওহীদের বিবরণ রয়েছে।
২	১৫-২০	দ্বীনকে অস্বীকারকারীদের পরিণতির উল্লেখ, আদ জাতি, সামুদ জাতির ঘটনা এবং তাদের উপর অবতীর্ণ শাস্তির বর্ণনা।
৩	২১-২৮	জান্নাতবাসীদের আলোচনা এবং পিতা-মাতাকে "উফ" পর্যন্ত না বলার নির্দেশনা।
৪	২৯-৩৫	প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর বান্দা, তার স্পষ্ট উল্লেখ। জিনদের দাওয়াত গ্রহণের বর্ণনা। আর শাস্তির জন্য তাড়াহুড়োকারীদের প্রসঙ্গ।
সূরা মুহাম্মাদ		
৫	১-৬	হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব এবং উভয়ের মধ্যকার সংঘর্ষের আলোচনা।
৬	৭-১৫	আল্লাহর বিধান কখনো পরিবর্তন হয় না।
৭	১৬-২৮	মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।
৮	২৯-৩৮	মুনাফিকদের সতর্কবাণী এবং মুমিনদের প্রতিরক্ষার ঘোষণা।

প্রত্যেক পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সুরা আল-ফাতহ		
৯	১-৭	মক্কা বিজয়ের বিবরণ।
১০	৮-১০	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মহত্ত্বের বর্ণনা এবং বাইআতুর রিজওয়ানের সুফল।
১১	১১-১৭	হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নবী (সাঃ)-এর আত্মত্যাগের বিবরণ।
১২	১৮-২৪	বাইআতুর রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুসংবাদের ঘোষণা।
১৩	২৫-২৬	হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণে সৃষ্ট ইতিবাচক প্রভাবের বিবরণ।
১৪	২৭-২৯	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি স্বপ্ন এবং তার বাস্তবায়নের উল্লেখ।
সুরা আল-হুজরাত		
১৫	১-৩	আল্লাহ এবং তাঁর নবীর সামনে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদার আলোচনা।
১৬	৪-১৩	আদর্শ সমাজ গঠনের নিয়ম-কানুন এবং যাচাই ছাড়া কোনো সংবাদ প্রচার না করার নির্দেশ।
১৭	১৪-১৮	ঈমান ও ইসলামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং তাদের স্তরের বর্ণনা।
সুরা কাফ		
১৮	১-৫	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ।
১৯	৬-১৫	মহাবিশ্বের নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান এবং এগুলো অস্বীকারকারীদের বর্ণনা।
২০	১৬-৩৮	মানবসৃষ্টি, মানুষের অঙ্গপ্রতঙ্গের নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার নির্দেশ।
২১	৩৯-৪৫	ধৈর্যধারণ এবং সকাল-সন্ধ্যায় সালাত কায়েম করার তাগিদ।

سورة الأحقاف

সূরা আল-আহক্বাফ

মাটি দিয়ে তৈরি বড়ো বড়ো ঢিবি	The Curved Sand Hills
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- এই সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আপনি কুরআন পেশ করবেন তখন কিছু লোক তা গ্রহণ করবে আর অনেকেই তা প্রত্যাখ্যান করবে।
- সুরাটিতে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[1]
  - ➢ একদিকে বলা হচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন জিনেরাও তা গ্রহণ করত। (অহংকার: ২৯-৩২)[2]
  - ➢ অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে, একজন বাবা ইসলামের দাওয়াত দিলেও ছেলে তা গ্রহণ করে না। (আহকাফ: ১৭)
- মূলবার্তা: আল্লাহর আদেশ শুধুমাত্র তারাই গ্রহণ করবে, যাদের আল্লাহ তাওফিক দিয়েছেন। তাওফিক তাদেরই দেওয়া হয়, যারা শুনতে ও বুঝতে চায়।
- আহকাফ নামকরণের কারণ: ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম হলো "আহকাফ", যেখানে আদ জাতি বাস করত। তারা আল্লাহর নাফরমানি ও অহংকার করার কারণে শাস্তি পেয়েছিল।[3]
- আদ জাতি আহকাফ অঞ্চলে বাস করত, যা ইয়েমেন ও সৌদি আরবের মাঝখানে অবস্থিত বালুময় টিলা বা বালুর পাহাড়ের মধ্যে ছিল।
- হুদ আলাইহিস সালামের জাতির ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মিথ্যা উপাস্যরা তাদের কোনো উপকার করতে পারেনি।

---

[1] যারা সত্যের বিরোধিতা করে এবং পরস্পরবিরোধী যুক্তি প্রদান করে তাদের জন্য "দারউ' তাআরুয আল-আক্ল ওয়ান নাকল" নামক বইটি পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (লেখক: ইমাম আহমাদ ইবনে তাইমিয়া)

[2] আরও বিস্তারিত জানতে প্রণিধান করুন: "সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা" (২৭/১৫৯)।

[3] বিস্তারিত জানতে দেখুন: তাফসির ইবনে কাসির (৭/২৮৬)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- যেমন কিছু সুরার নাম নবীদের নামে রাখা হয়েছে, যেমন: সুরা ইউসুফ, সুরা ইবরাহিম, সুরা ইউনুস, সুরা হুদ; তেমনি কিছু সুরার নাম জাতির নামে রাখা হয়েছে, যেমন: সুরা আল-আহকাফ, সুরা আল-হিজর ইত্যাদি।
- কুরআন প্রত্যাখ্যান করাও কুফরের একটি কারণ। যখন কোনো জাতি এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের সুরা আল-আহকাফ পাঠ করা উচিত, যাতে তারা নিজেদের সংশোধনের সুযোগ পায়।
- সুরা আল-আহকাফে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ ও তা অস্বীকারকারীদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সুরা মুহাম্মদ শুরু থেকেই তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে যারা সঠিক পথ থেকে মানুষকে বাধা দিত।

ইউনিট নম্বর ১

ছাব্বিশতম পারা, সুরা আল-আহকাফ (সুরা নম্বর ৪৬) আয়াত ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত: এই অংশে বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন। এটি তাওহীদের দাওয়াত দেয় এবং শিরক পরিত্যাগের শিক্ষা দেয়।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ এবং মুশরিকদের শিরকের বিরুদ্ধে যুক্তি। (১-৬)
- সত্যপথে অবিচল থাকার প্রতিদান। (১৩-১৪)

ইউনিট নম্বর ২

ছাব্বিশতম পারা, সুরা আল-আহকাফ (সুরা নম্বর ৪৬) আয়াত ১৫ থেকে ২০ পর্যন্ত: এই অংশে জান্নাতবাসীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পিতা-মাতার সঙ্গে "উফ" শব্দটিও বলা যাবে না। এছাড়াও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেককে তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- পিতা-মাতার সম্পর্কে উপদেশ ও তাদের মর্যাদা। (১৫-১৬)
- পিতা-মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারীদের পরিণতি। (১৭-১৯)

ইউনিট নম্বর ৩

ছাব্বিশতম পারা, সুরা আল-আহকাফ (সুরা নম্বর ৪৬) আয়াত ২১ থেকে ২৮ পর্যন্ত: এই অংশে বলা হয়েছে যে, যারা সত্য ধর্মকে অস্বীকার করবে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে ধ্বংসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর আদ জাতির ভাই হুদ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষভাবে আদ জাতি ও তাদের উপর অবতীর্ণ শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- হুদ আলাইহিস সালামের ঘটনা। (২১-২৮)

ইউনিট নম্বর ৪

ছাব্বিশতম পারা, সুরা আল-আহকাফ (সুরা নম্বর ৪৬) আয়াত ২৯ থেকে ৩৫ : এই অংশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর বান্দা এবং রসূল হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এরপর জিনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেন যে, তারা এমন কুরআন শুনেছে যা মূসা আলাইহিস সালামের তাওরাতের পর নাজিল হয়েছে। এরপর আল্লাহর শক্তির বর্ণনা এবং শিরককারীদের শাস্তির আলোচনা করা হয়েছে। শাস্তি সম্পর্কে তারা যে তাড়াহুড়ো করত, তা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেদিন তাদের অফিস শাস্তি নেমে আসবে সেদিন তারা বুঝতে পারবে, আজাব ও শাস্তি কী জিনিস।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- জিনদের কুরআনে ঈমান আনার ঘটনা। (২৯-৩২)

سورة محمد

সূরা মুহাম্মাদ

মাটি দিয়ে তৈরি বড়ো বড়ো ঢিবি	The Prophet Muhammad (S.)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- রসূলের অনুসরণই আমল কবুল হওয়ার মাধ্যম।[1]
- এই সুরায় "আমল অকার্যকর হওয়া" সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। এটি প্রায় ১২ বার এসেছে। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য না করলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আনুগত্যের মাধ্যমেই আমল গ্রহণযোগ্য হবে।[2]
- এই সুরাটির কেন্দ্রবস্তু দুটি আয়াত, আয়াত ২০ এবং ২১। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কেন কোনো সুরা নাযিল করা হয় না? কিন্তু যখন এমন একটি স্পষ্ট অর্থবহ সুরা নাজিল করা হয় এবং এতে যুদ্ধের আলোচনা আসে, তখন যাদের হৃদয়ে রোগ আছে তারা আপনাকে এমনভাবে দেখে যেন তারা মৃত্যুর অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত। তাদের জন্য উত্তম ছিল আনুগত্য করা ও সুন্দর কথা বলা। কিন্তু যখন কাজ নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হলে তাদের জন্য ভালো হতো।" (মুহাম্মাদ: ২০-২১)
- আত্মসংযম ও জিহাদ মানুষের কাছে কঠিন মনে হয়, কিন্তু এটি আনুগত্যের দাবি। অবশেষে, যারা রসূলের অবাধ্যতা করে, তাদের কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “সতর্ক হও! তোমরাই সে জাতি, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিছু লোক কৃপণতা করে। আর যে কৃপণতা করে, সে তো আসলে নিজেরই ক্ষতি করে। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, আর তোমরা

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "কায়েদা মুখতাসারাহ ফি উজুবু তা'আতিল্লাহ ওয়ারাসূলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াউলাতুল উমূর" (লেখক: ইবনে তাইমিয়া)

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "উজুবুল আমল বিসুন্নাতির রাসূল ওয়া কুফরু মান আনকারাহা" (লেখক: আব্দুল আজিজ বিন বায)

দরিদ্র (ও অভাবগ্রস্ত)। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।" (সুরা মুহাম্মাদ: ৩৮)

- যারা সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।[1]
- এখন অকেজো গাছ উপড়ে ফেলার জন্য হাতগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।
- সুরা মুহাম্মদ-এর একটি শিক্ষা হলো "السلام المسلح", যা আধুনিক পরিভাষায় Peace keeping Force নামে পরিচিত। অর্থাৎ, ইসলাম শক্তির ব্যবহারকে আত্মরক্ষা, অন্যায়ের অবসান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন করে, সন্ত্রাসবাদ ও নিরীহ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সুরাগুলোর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির সমাপ্তি এখানে বর্ণিত হয়েছে। তাওহিদ, রিসালাত এবং আখিরাতের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৫

ছাব্বিশতম পারা, সুরা মুহাম্মাদ (সাঃ), সুরা নম্বর ৪৭, আয়াত ১ থেকে ৬: এই অংশে হক ও বাতিলের সংঘর্ষের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। যারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, তাদের আমল বৃথা হয়ে গেছে। এরপর মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে সংঘর্ষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে শহীদদের কুরবানি বৃথা যাবে না এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- কাফের ও মুমিনদের অবস্থা। (১-৩)
- কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ এবং তার পুরস্কার। (৪-৬)

ইউনিট নম্বর ৬

[1] বিশদ জানতে প্রণিধাণ করুন: ইক্বতিযাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম লিমুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম, ইবনে তাইমিয়া।

[2] আরও জানতে এই আয়াতগুলো পড়ুন: ৫/৩২, ২/১৯০।

ছাব্বিশতম পারা, সুরা মুহাম্মাদ (সাঃ), সুরা নম্বর ৪৭, আয়াত ৭ থেকে ১৫: এই অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার বিধান মুমিন ও কাফের উভয়ের জন্য অপরিবর্তনীয়।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের সাহায্যের শর্তাবলি এবং কাফেরদের অপমান পরকালে উভয়ের প্রতিদান। (৭-১৫)

ইউনিট নম্বর ৭

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা মুহাম্মদ (সাঃ), সুরা নম্বর ৪৭, আয়াত ১৬ থেকে ২৮: এই অংশে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এবং মুমিন ও মুনাফিকদের তুলনা করা হয়েছে। মুনাফিকদের কৌশল প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতের প্রস্তুতকৃত নিয়ামত এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ। (১৫-১৮)
- জ্ঞান অর্জন ও ইস্তিগফারের নির্দেশ। (১৯)
- মুনাফিকদের আলোচনা ও তাদের পরিণাম। (২০-৩৪)

ইউনিট নম্বর ৮

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা মুহাম্মাদ (সাঃ), সুরা নম্বর ৪৭, আয়াত ২৯ থেকে ৩৮: এই অংশে অত্যাচারকারীদের সতর্ক করা হয়েছে এবং মুমিনদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিকদের আলোচনা ও তাদের পরিণাম। (২০-৩৪)
- মুজাহিদদের পরীক্ষা এবং মুমিনদের পথনির্দেশনা। (৩১-৩৩)
- দুনিয়ার বাস্তবতা, যুহদের শিক্ষা, ঐক্যের প্রয়োজন এবং জিহাদের নির্দেশ। (৩৫-৩৮)

سورة الفتح

সূরা আল-ফাত্হ

বিজয়	The Victory
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়

- জয় ও আল্লাহর রহমতের প্রকাশ।[1]
- এই সুরায় ইসলামের শান্তি ও সংলাপের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধের নয়।
- মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।
- মক্কার মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।
- মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।
- দ্বীনের বিজয় নিশ্চিত।[2]
- ক্ষমা ও আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।
- প্রশান্তি অবতীর্ণ করা হয়।
- মুনাফিকদের মুহোশ খুলে দেওয়া হয়।[3]
- হুদাইবিয়ার সন্ধির পর লোকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যায়।[4]
- শেষ আয়াতে মুমিনদের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে।[5]
- এই সুরা ৬ম হিজরিতে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময়, খাইবার অভিযানের পূর্বে, তামীম নামক স্থানে (মক্কা ও মদিনার মাঝে) রাতের বেলায় অবতীর্ণ হয়।

[1] বিশদ জানতে পড়ুন: গাযাওয়াতুর রসূল, ইসমাইল ইবনে উমার ইবনে কাশির।

[2] বিশদ জানতে পড়ুন: ইযহারুল হাক্ব, রহমাতুল্লাহ্ ইবনে খালিলুর রহমান হিন্দি।

[3] বিশদ জানতে পড়ুন: সিফাতুল মুনাফিকীন, ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া।

[4] বিশদ জানতে পড়ুন: বা'যু ফাওয়াইদু সুলহিল হুদাইবিয়া, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।

[5] বিশদ জানতে পড়ুন: তাযকীরুল মুসলিমীন বিসিফাতিল মু'মিনীন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জারুল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহিম আজারুল্লাহ্।

- এটি ছিল নবী (সাঃ) ও সাহাবাদের জন্য এক শান্তির বার্তা এবং ভবিষ্যদ্বাণী যে, মক্কা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া পরাজয় নয়, বরং বিজয়ের সোপান। জানানো হয়, কুরাইশদের পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয়ের সময় সন্নিকট।
- মুসলমানদের ধৈর্য ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মহান বিজয় হাতের মুঠোয় আসবে, ইন শা আল্লাহ।
- হতাশা নয়, বরং দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে চললে পৃথিবীর কোনো শক্তি বিজয়কে আটকাতে পারবে না।
- কুরাইশরা নিজেদের "সাদানাতুল বাইত" এবং ধর্মীয় উত্তরাধিকারী বলে দাবি করত। সুরা মুহাম্মদের শেষ আয়াতে তাদের জন্য কঠোর সতর্কতা দেওয়া হয়েছে:
- "যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে আনবেন যারা তোমাদের মতো হবে না।" (৪৭:৩৮) সুরা আল-ফাতহতে বলা হয়েছে: "আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।" (৪৮:১) এই সুরা মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যতের মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও আল্লাহর সাহায্যের আশ্বাস ছিল।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- প্রকৃত সফলতা ও বিজয়ের মানদণ্ড হলো ঈমানের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়। পূর্ববর্তী সুরায় এই বার্তা স্পষ্ট ছিল। এই সুরায় মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস এবং সুলহে হুদাইবিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে।
- সুলহে হুদাইবিয়া মক্কা বিজয়ের পথ সুগম করেছে এবং এতে সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৯

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৮, আয়াত ১-৭: এই অংশে মক্কা বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ও সাহাবাদের উপর আল্লাহর প্রশান্তি বর্ষিত হওয়ার বর্ণনা। মুমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং কাফির ও মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ সতর্কবাণী। আল্লাহর আকাশ ও জমিনের বাহিনী সবসময় বিজয়ী থাকে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- সুলহে হুদাইবিয়া ও তার উপকারিতা। মুনাফিক ও মুশরিকদের পরিণতি। (১-৭)

ইউনিট নম্বর ১০

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৮, আয়াত ৮-১০: এখানে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মর্যাদা ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে৷ বাইআতে রিজওয়ানের উল্লেখ এবং এর অসাধারণ ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে৷

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- নবী করিম (সাঃ)-এর দায়িত্ব ও সুলহে হুদাইবিয়ায় সাহাবাদের বাইআত। (৮-১০)

ইউনিট নম্বর ১১

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৮, আয়াত ১১-১৭: এখানে সুলহে হুদাইবিয়ার প্রেক্ষাপটে নবী করিম (সাঃ)-এর ত্যাগের আলোচনা করা হয়েছে৷

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিকদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন এবং তাদের পিছিয়ে পড়ার ঘটনা ও তাদের ভয়াবহ পরিণতি। (১১-১৬)

ইউনিট নম্বর ১২

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৮, আয়াত ১৮-২৪: এই অংশে বাইআতে রিজওয়ানের ঘটনা এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে৷

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- বাইআতে রিদওয়ানের ঘটনা ও তার ফজিলত। (১৮-২৬)

ইউনিট নম্বর ১৩

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৮, আয়াত ২৫-২৬: এখানে সুলহে হুদাইবিয়ার ইতিবাচক প্রভাব এবং পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সেরা ফলাফল ও শান্তির বার্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- বাইআতে রিজওয়ান৷ (১৮-২৬)

ইউনিট নম্বর ১৪

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৮, আয়াত ২৭-২৯: এই অংশে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে মুসলমানদের মহান জয় ও সফলতা দান করেন। ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং

সাহাবিদের মর্যাদা ও গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উল্লেখের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন এবং সাহাবাদের বিশেষ গুণাবলি। (২৭-২৯)

سورة الحجرات

সূরা আল-হুজরাত

কক্ষসমূহ	The Dwellings
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়

- এই সুরায় সম্পর্ক ও আচার-আচরণের নিয়মাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নবী করিম (সাঃ), মুসলমান এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে তা বর্ণিত হয়েছে।[1]
- এই সূরায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা ক্রমাগত বিজয় অর্জন করতে থাকবে, তাই এখন শিখে নাও কাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে।[2]
- ঈমান ও ইবাদতের সঙ্গে নৈতিক গুণাবলি ধারণ করতে হবে যাতে আল্লাহর নেয়ামতের উপযুক্ত হওয়া যায়।
- এই সূরায় বলা হয়েছে যে, সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কোন নীতিগুলো অনুসরণ করা উচিত।
- ঈমানের অপরিহার্য দিকসমূহ এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ ঈমানের প্রভাব মানুষের আচরণ ও লেনদেনে পড়ে।
- এটি সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি স্বরূপ। যদি আজকের বিশ্ব এর ওপর আমল করে, তাহলে সমাজ হবে শান্তি, আনন্দ ও প্রশান্তির উদ্যান।
- বিজয়ী জাতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরাহ হুজরাত-এ করা হয়েছে, যা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে:
  - কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ। (৪৯:১)

[1] এই বইটি অবশ্যই পড়ুন আরও তথ্যের জন্য: মাকারিমুল আখলাক - মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন।

[2] তথ্যের জন্য অবশ্যই পড়ুন: আস-সারিম আল-মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল ﷺ- আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া।

- প্রতিটি ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শিক্ষা। (৪৯:৬)
- সমাজে অত্যাচারীদের হাত থামানোর নির্দেশ। (৪৯:৮-১০)
- নিজের চেয়ে সামনের ব্যক্তির বেশি খেয়াল রাখো, কারণ ভাই হওয়ার অর্থ ও প্রকৃত মানে এটাই। এবং কেউ যেন একে অপরকে উপহাস (বিদ্রূপ) না করে, পরনিন্দা, চোগলখুরি, সন্দেহ, গোয়েন্দাগিরি ও অপবাদ থেকে বিরত থাকে।
- পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা তাকওয়ার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এই শিক্ষাগুলো কেবল বাহ্যিক ইসলামের জন্য নয়, বরং আভ্যন্তরীণ ঈমান ও তার মাধুর্য বৃদ্ধিরও কারণ।
- আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান মূল শর্ত। (৪৭:১)
- সৎকর্ম ঈমানের অংশ। (৪৭:২)
- সর্বদা বিজয় হবে সত্যের। (৪৭:4)
- মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে সহমর্মিতা ও যত্নশীল হওয়া ঈমানের ফল ও প্রতিফল। (৪৭:৫)
- পজিটিভ চিন্তা করুন: যদি জিততে চাও, তাহলে এটা করো এবং ওটা কোরো না। (৪৭)

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরা আল-আহকাফের শেষ অংশে সাহাবাদের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সুরা আল-হুজরাতে ভালো মানুষের অন্যান্য গুণাবলি, শিষ্টাচার ও সম্পর্কের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।[1]
- সুরা মুহাম্মাদ, সুরা আল-ফাতহ এবং সুরা আল-হুজরাত একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। সুরা মুহাম্মাদে আনুগত্যের গুরুত্ব, সুরা আল-ফাতহে আনুগত্যের স্বরূপ আর সুরা আল-হুজরাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- এই সূরা ৯ম হিজরিতে অবতীর্ণ হয় আর হুজরাও ৯টি ছিল।

ইউনিট নম্বর ১৫

---

[1] এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য এই বইগুলো পড়া উচিত: আকীদা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ফি আস-সাহাবা – আবদুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বদর / রিফকান আহলে সুন্নাহ বিআহলে সুন্নাহ – শায়খ আবদুল মুহসিন আল-আবাদ

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৯, আয়াত: ১-৩ : এই অংশে বলা হচ্ছে, ঈমানদারদের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) থেকে কখনো এগিয়ে না যায়। তারপর মুসলমানদের রাসূলের (সাঃ) প্রতি সম্মান ও শিষ্টাচার পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলের (সাঃ) মর্যাদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি মুমিনদের শিষ্টাচার। (১-৫)

ইউনিট নম্বর ১৬

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৯, আয়াত: ৪-১৩: এখানে একটি উন্নত সমাজের গুণাবলি এবং তার বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সংবাদ পাওয়ার পর তা যাচাই করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যাচাই-বাছাই ছাড়া সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- সংবাদ যাচাইয়ের গুরুত্ব এবং মুমিনদের পারস্পরিক শিষ্টাচার। (৬-১৩)

ইউনিট নম্বর ১৭

ছাব্বিশ নম্বর পারা, সুরা আল-ফাতহ, সুরা নম্বর ৪৯, আয়াত: ১৪-১৮: এই অংশে ইসলামের প্রকৃতি, ঈমান এবং তাদের বিভিন্ন স্তর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য, প্রকৃত ঈমানের ধারণা এবং হেদায়াত শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। (১৪-১৮)

سورة ق

সূরা ক্বাফ

ক্বাফ	The Arabic Word “Qaaf”
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- এই সুরায় মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।
- সুরাটিতে একটি উত্থানমূলক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য দ্বার খোলা, চাইলেই তারা সৎপথ বেছে নিতে পারে অথবা বিপথে যেতে পারে।[1]
- সুরাটির শুরুতে কুরআনের শপথ করা হয়েছে, যেটি কাফেররা অস্বীকার করত।
- ফেরেশতাদের সংলাপের মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের পথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَ قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾ اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾ الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ
﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَ لٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا
لَدَىَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَ مَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ
﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

“আর তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, এই তো আমার কাছে আমলনামা প্রস্তুত। আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছিল, তোমরা তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। তার সহচর শয়তান বলবে, হে আমাদের রব! আমি তাকে বিদ্রোহী করে তুলিনি। বস্তুত সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত। আল্লাহ বলবেন, তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না; আমি তো তোমাদেরকে আগেই সতর্ক করেছিলাম। আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি

[1] বিশদ জানার জন্য দেখুন: ওয়াস্ফুন্নার ওয়া-আসবাবু দুখূলিহা ওয়ামা ইউনজি মিনহা – আব্দুল্লাহ্ ইবনে জারুল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ্।

বান্দাদের প্রতি যুলুমকারীও নই। সেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? জাহান্নাম বলবে, আরো বেশী আছে কি?" (সুরা ক্বাফ: ২৩-৩০)

- জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের সংলাপ: আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَ اُزۡلِفَتِ الۡجَنَّۃُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ غَیۡرَ بَعِیۡدٍ ﴿۳۱﴾ ہٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ لِکُلِّ اَوَّابٍ حَفِیۡظٍ ﴿۳۲﴾ مَنۡ خَشِیَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَیۡبِ وَ جَآءَ بِقَلۡبٍ مُّنِیۡبِۣ ﴿۳۳﴾ ادۡخُلُوۡہَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِکَ یَوۡمُ الۡخُلُوۡدِ ﴿۳۴﴾ لَہُمۡ مَّا یَشَآءُوۡنَ فِیۡہَا وَلَدَیۡنَا مَزِیۡدٌ ﴿۳۵﴾

"আর পরহেযগারদের জন্য জান্নাতকে কাছে আনা হবে, যা দূরে থাকবে না। এটি সেই প্রতিশ্রুতি, যা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী ও সংযমী ব্যক্তির জন্য ছিল। (অর্থাৎ) যে ব্যক্তি না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করত এবং আত্মসমর্পণকারী অন্তর নিয়ে আসত। (তাদের বলা হবে:) 'তোমরা এতে শান্তিসহ প্রবেশ করো; এটি স্থায়ী বসবাসের দিন।' তাদের জন্য সেখানে যা ইচ্ছা তা থাকবে, এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অতিরিক্ত কিছু।" (সূরা ক্বাফ: ৩১-৩৫)

- এই আয়াতগুলোতে কুরআনের বর্ণনাশৈলী ও অলঙ্কারশাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আজ আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' সে বলবে, 'আরও কিছু আছে কি?'" (সূরা ক্বাফ: ৩০) আর আল্লাহ তাআলার এই বাণী: "আর পরহেযগারদের জন্য জান্নাতকে কাছে আনা হবে, যা দূরে থাকবে না।" (সূরা ক্বাফ: ৩১) আগুনের এই কথা: 'আরও কিছু আছে কি?' বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, জাহান্নাম অত্যন্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত। অন্যদিকে, জান্নাতকে মুমিনদের নিকটবর্তী করা হবে, যা তাদের জন্য এক বিশেষ সম্মানের প্রতীক। এটি এমন সম্মান, যেখানে জান্নাত নিজেই যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসবে, তাদেরকে স্বাগত জানাবে।[1]
- আর শেষ অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া উচিত, কারণ যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য কুরআনে উপদেশ রয়েছে।
- আল্লাহ তাআলা বলেন:

نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا یَقُوۡلُوۡنَ وَ مَاۤ اَنۡتَ عَلَیۡہِمۡ بِجَبَّارٍ ۟ فَذَکِّرۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مَنۡ یَّخَافُ وَعِیۡدِ

[1] এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে অবশ্যই এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত: "আযমাতুল কুরআনিল কারিম ওয়া তা'জিমুহু ওয়া আসারুহু ফিন্নুফুসি ফি দাওইল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ" (লেখক: সাঈদ বিন আলী বিন ওহফ আল-কাহতানি)

"আমি জানি, তারা কী বলে, এবং তুমি তাদের ওপর কোনো শাসক নও। অতএব, তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদের উপদেশ দাও, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।" (সূরা ক্বাফ: ৪৫)[1]

- এই সূরায় হাশর ও নাশরের (পুনরুত্থানের) বিষয়টি প্রধানভাবে আলোচিত হয়েছে।
- মৃত্যুর পর প্রতিদান পাওয়া যাবে। কুফ্ফার এটিকে অস্বীকার করত এবং বলত, "এই ব্যক্তি (নবী ﷺ) আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনের শাস্তির কথা বলে ভয় দেখিয়ে নিজেকে নেতা বানাতে চায়।" তারা এই ধারণা গ্রহণ করতে রাজি ছিল না এবং এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল।
- মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করত। তারা বিশ্বাস করত যে, একবার মরে গেলে আর কেউ জীবিত হতে পারে না। এই ধারণাকে এই সূরায় খণ্ডন করা হয়েছে।
- মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে: ১। জ্ঞান (علم) ২। ক্ষমতা (قدرة) ৩। প্রজ্ঞা
    - **জ্ঞান (علم)** : আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি জানেন কীভাবে পুনর্জীবন সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন কীভাবে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে হবে, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ (عليم)। আল্লাহর সর্বজ্ঞতারই দাবী যে, তিনি পুনর্জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।
    - **ক্ষমতা (قدرة):** আল্লাহ পুনর্জীবন দিতে সক্ষম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

      اَفَلَمۡ یَنۡظُرُوۡۤا اِلَی السَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَیۡفَ بَنَیۡنٰهَا وَ زَیَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنۡ فُرُوۡجٍ

      "তারা কি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি, যেভাবে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি, শোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটল রাখিনি?" (সূরা ক্বাফ: ৬) আকাশের সুবিন্যস্ত গঠন দেখে বোঝা যায়, যিনি এটিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনর্জীবন ঘটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এছাড়াও, মানুষের শরীরে বিস্ময়কর সৃষ্টির নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে পুনরায় সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

      وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهٖ نَفۡسُهٗ ۚۖ وَ نَحۡنُ اَقۡرَبُ اِلَیۡهِ مِنۡ حَبۡلِ الۡوَرِیۡدِ

      "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি যা কিছু তার মনে কুমন্ত্রণা দেয়। আমি তার শাহরগের চেয়েও তার নিকটবর্তী।" (সূরা ক্বাফ: ১৬)
    - **আল্লাহর প্রজ্ঞা** (حكمة): কেন পুনর্জীবন ঘটবে? কেউ প্রশ্ন করতে পারে: কেন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে? এর সহজ ও পরিষ্কার উত্তর হলো:

[1] এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে নিম্নলিখিত গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত: "ফজায়েলে কুরআন" (লেখক: মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব)

ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা। অন্যায়ের প্রতিদান দিতে হবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

- যদি কাফিররা আল্লাহর মহিমা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতো, তবে তারা কখনো বলত না: "কীভাবে আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে?" যদি তোমরা বিশাল মহাবিশ্বের সৃষ্টি দেখে আল্লাহর শক্তির ধারণা করতে পারো, তবে তা করো! যদি তোমাদের নিজস্ব সৃষ্টির জটিলতা দেখে আল্লাহর ক্ষমতা বুঝতে পারো, তবে তা উপলব্ধি করো! মিকাইল আলাইহিস সালাম যখন একটি পালকের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীকে তুলে নেন, তখন চিন্তা করো— যিনি তাকে এই শক্তি দিয়েছেন, তিনি কত শক্তিশালী হতে পারেন!
- তাহলে মুক্তি কোথায়? "فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ" – "অতএব, দৌড়ে চলো আল্লাহর দিকে!" এটাই একমাত্র পথ, যেখানে মুক্তি এবং অনন্ত শান্তি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা "কাফ": সূরা কাফ শক্তি ও উচ্চতার সূরা। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) সূরা কাফ সম্পর্কে বলেন: এটি কাফিয়া (তুকবন্দি) শব্দগুলোর ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি সূরা, এবং "কাউল" (বাণী) শব্দটি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই সূরার সমস্ত অর্থ "حرف قاف" (হরফ ক্বাফ)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তীব্রতা, প্রকাশ্য উচ্চারণ, উচ্চতা এবং বিস্তৃতির অর্থ বহন করে। (বদায়েউল ফাওয়াইদ: ৩/৬৯৩)
- সূরা কাফ ও সূরা আয-জারিয়াতে তাদের আলোচনা করা হয়েছে, যারা কিয়ামতের সম্ভাবনাকে অসম্ভব ও অকল্পনীয় মনে করে।

ইউনিট নম্বর ১৮

ছাব্বিশতম পারা, সূরা কাফ, সূরা নং ৫০, আয়াত ১-৫: এই আয়াতগুলো এক প্রস্তাবনার (মুকাদ্দিমা) মতো। প্রথমে এতে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আলোচনা এসেছে।

ইউনিট নং ১৮-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের পুনরুত্থানে (মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া) অবিশ্বাস এবং তার প্রমাণাদি। (আয়াত ১-১১)

ইউনিট নম্বর ১৯

ছাব্বিশতম পারা, সূরা ক্বাফ, সূরা নম্বর ৫০-এর আয়াত নম্বর ৬ থেকে ১৫-এ "আফাক" (বিশ্বজগতের নিদর্শন) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের আহ্বান করা হয়েছে এবং যারা এই নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৯-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (বা'স বা'দাল মাউত) অস্বীকার করা এবং তার প্রমাণাদি। (১-১১)
- পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা এবং তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবার্তা। (১২-১৫)

ইউনিট নম্বর ২০

ছাব্বিশতম পারা, সূরা ক্বাফ, সূরা নম্বর ৫০-এর আয়াত নম্বর ১৬ থেকে ৩৮-এ "আনফুস" (মানবদেহ ও মানুষের মাঝে থাকা আল্লাহর নিদর্শন) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের আহ্বান করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২০-এর বিষয়বস্তু

- মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। (১৬-১৮)
- মৃত্যু ও পুনরুত্থান সত্য, এবং কাফের ও তার সঙ্গীর মধ্যে কিয়ামতের দিনে সংলাপ। (১৯-৩০)
- মুমিনদের জান্নাতে পুরস্কার ও তাদের গুণাবলি। (৩১-৩৫)

ইউনিট নম্বর ২১

ছাব্বিশতম পারা, সূরা ক্বাফ, সূরা নম্বর ৫০-এর আয়াত নম্বর ৩৯ থেকে ৪৫-এ ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠার আদেশ করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২১-এর বিষয়বস্তু

- ধৈর্য ও ফজর ও মাগরিবের নামাজ কায়েম করার আলোচনা।

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

قال فما خطبكم

২৭

সাতাশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

সাতাশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৭তম পারা "ক্বালা ফামা খাত্বুকুম" (قال فما خطبكم)

২৭তম পারাকে উলামায়ে কেরাম ২৮টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ২৭তম পারার আয়াত ও বিষয়বস্তু		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা যারিয়াত		
১	১-২৩	আল্লাহ তা'আলার মহিমা এবং সমস্ত সৃষ্টির বিবরণ।
২	২৪-৪৬	আল্লাহর সুন্নাহ (নিয়ম) এবং নবীগণের আলোচনা।
৩	৪৭-৬০	জিন ও মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বর্ণনা।
সূরা তূর		
৪	১-১৬	আল্লাহর মহান সৃষ্টিজগৎ এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের বর্ণনা।
৫	১৭-২৮	পরহেজগারদের বিশেষ গুণাবলির বিবরণ।
৬	২৯-৪৯	অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের পথ এবং তাদের পরিণতি।
সুরা নাজম		
৭	১-১৮	মি'রাজের ঘটনার পটভূমি।
৮	১৯-৩২	মানব-মনস্তত্ত্ব, সন্দেহ, মন্দ ধারণা ও কু-অভ্যাসের আলোচনা।
৯	৩৩-৬২	আসমানি কিতাবসমূহকে অস্বীকার করার পরিণতি।
সুরা কামার		
১০	১-৫	চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা।

১১	৬-৮	ভীতিপ্রদর্শন ও সাবধান করার গুরুত্বের আলোচনা।
১২	৯-১৭	নবী নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের পরিণতির বিবরণ।
১৩	১৮-২২	আদ জাতির পরিণতির বর্ণনা।
১৪	২৩-৩২	সামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ।
১৫	৩৩-৪০	লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের পরিণতির আলোচনা।
১৬	৪১-৪২	ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বিবরণ।
১৭	৪৩-৫৫	পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতি উল্লেখ করে কুরাইশের কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা সঠিক পথ অবলম্বন করুক, অন্যথায় তাদেরও ধ্বংস করে দেওয়া হবে।
সুরা রহমান		
১৮	১-১৩	বাহ্যিক নেয়ামতগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান।
১৯	১৪-১৬	জিন ও মানুষের সৃষ্টির বিবরণ।
২০	১৭-২৫	বিশ্বজগতে বিদ্যমান নেয়ামতগুলোর আলোচনা।
২১	২৬-৪৫	মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং নেয়ামতপ্রাপ্তির বিবরণ।
২২	৪৬-৭৮	যেসব মানুষ দুনিয়ার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, তারা পরকালের নেয়ামতও লাভ করবে।
সুরা ওয়াকিআ'		
২৩	১-৫৬	কিয়ামতের সংঘটনের আলোচনা এবং মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করার বিবরণ।
২৪	৫৭-৭৪	কিয়ামতের সংঘটনের প্রমাণাদি।
২৫	৭৫-৯৬	কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনবে, তারা পরকালে সফল হবে।

সুরা হাদিদ		
২৬	১-১৫	আল্লাহর পরিচিতি, তাওহিদের আলোচনা, এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলতের বিবরণ।
২৭	১৬-২৪	আল্লাহর পরিচয়ের দাবিগুলোর ব্যাখ্যা।
২৮	২৫-২৯	সমস্ত নবী একই নীতিতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং সন্ন্যাসবাদ (রাহবানিয়াহ)-এর খণ্ডন করা হয়েছে।

سورة الذاريات

সূরা আয-যারিয়াত

বিক্ষিপ্ত বাতাস	The Wind that Scatters

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

- যেকোনো কিছু দান করা একমাত্র আল্লাহর হাতে।[1]
- প্রায় সবগুলো আয়াতই রিজিক (জীবিকার ব্যবস্থা) সম্পর্কিত। আল্লাহ বলেন:

  وَ فِى السَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ

  "আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা ও যা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুত করা হয়েছে।" (সূরা আজ-জারিয়াত: ২২)[2] এরপর ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে সন্তান কামনা করেছেন, আর সন্তানও এক ধরনের রিজিক। এরপর তাঁর অতিথিপরায়ণতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি অতিথিদের জন্য বাছুর আনেন, যা রিজিকেরই অংশ।

---

[1] বিস্তারিত জানতে এই বইটি পড়ুন: তাইসিরুল আজিজ আল-হামিদ ফি শারহ কিতাবুত তাওহিদ – সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

[2] বিস্তারিত জানতে এই বইটি পড়ুন: তাজকিরুল খাল্ক বিআসবাবির রিজক – আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ

- এই সূরার মূল কেন্দ্রীয় বিষয় এই আয়াতটি: আল্লাহ বলেন:

  مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

  "আমি তাদের থেকে কোনো রিজিক চাই না, আর আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই রিজিকদাতা, মহাশক্তিশালী, সুদৃঢ়।" (সূরা আজ-জারিয়াত: ৫৭-৫৮) জীবিকার ব্যবস্থা করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। এখন আপনার ইচ্ছা – আপনি রিজিকদাতার কাছে চাইবেন, নাকি যারা নিজেরাই রিজিকের মুখাপেক্ষী, তাদের কাছে চাইবেন!!!

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সুক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকালের সত্যতা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সূরায় সেই আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করে শাস্তি ও প্রতিফল (جزاء و سزا)-এর বিষয়েও আলোচনা এসেছে।

  "إنما توعدون لصادق وإن الدين الواقع"

  "নিশ্চয়ই যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য; আর বিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে।" (সূরা আজ-জারিয়াত: ৫)

ইউনিট নম্বর ১

২৭তম পারা, সূরা আজ-জারিয়াত (সূরা নং ৫১), আয়াত ১-২৩: এই অংশে আল্লাহর মহিমা, তাঁর মহত্ব ও সৃষ্টিজগতের বিবরণ এসেছে। এরপর কিয়ামত ও পুনরুত্থানের আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃপণতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সদকা, দান-খয়রাত ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, একজন মুমিনকে সর্বদা আখিরাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা ও এর অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে শপথ, এবং যারা তা অস্বীকার করবে, তাদের পরিণতি। (১-১৪)
- পরহেজগারদের গুণাবলি ও তাদের পুরস্কার। (১৫-১৯)
- বিশ্বজগত ও মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন এবং জীবিকার প্রকৃত স্বরূপ। (২০-২৩)

ইউনিট নম্বর ২

২৭তম পারা, সূরা আজ-জারিয়াত (সূরা নং ৫১), আয়াত ২৪-৪৬: এই অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর চিরন্তন বিধান হলো – সত্য সর্বদা বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাজিত হয়। এরপর নবী মূসা (আ.), ইব্রাহিম (আ.), লূত (আ.), সালেহ (আ.), হূদ (আ.) ও নূহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।এছাড়া, নবীগণের বিরোধিতাকারীদের ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর অতিথিদের ঘটনা এবং নবী লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বিবরণ। (২৪-৩৭)
- কয়েকজন নবীর কাহিনি এবং তাদের অস্বীকারকারীদের পরিণতি। (৩৮-৪৬)

ইউনিট নম্বর ৩

২৭তম পারা, সূরা আজ-জারিয়াত (সূরা নং ৫১), আয়াত ৪৭-৬০: এই অংশে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা সত্যিকারের বুদ্ধিমান হও, তাহলে দেরি না করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। এরপর জানানো হয়েছে যে, জিন ও মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর শক্তি ও তাঁর একত্ববাদ (তাওহিদ) প্রমাণ করা হয়েছে। (৪৭-৫১)
- অবিশ্বাসীদের নবীদের প্রতি আচরণ, নবীদের তাদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদেরকে সতর্ক করতে থাকবার আদেশ। (৫২-৫৫)
- জিন ও মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য – শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। (৫৬-৫৮)
- অত্যাচারী ও কাফিরদের পরিণতি। (৫৯-৬০)

سورة الطور

সূরা আত-তূর

পর্বতের নাম	The Name of Mountain
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- সূরা আত-তূরের সূচনা হয়েছে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে। এতে আখিরাতের ভয়াবহতা, কাফেরদের দুর্দশা এবং তাদের শাস্তি অনিবার্য হওয়ার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে, যা কেউ রোধ করতে পারবে না।
- মানুষের হাতে পুরো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে—সে চাইলে জান্নাতের পথ বেছে নিতে পারে বা জাহান্নামের দিকে চলে যেতে পারে।[1]
- এই সূরার মূল কেন্দ্রীবিষয় এই আয়াতটি:
  وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ اتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُمۡ بِاِيۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَ مَاۤ اَلَتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ كُلُّ امۡرِیًٔۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيۡنٌ
  "আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদেরকে তাদের সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দেব এবং তাদের আমল থেকে কিছুই কমানো হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য দায়বদ্ধ।" (সূরা আত-তূর: ২১)
- মিথ্যা ও মিথ্যাবাদীরা কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তা তুলে ধরা হয়েছে।
- আল্লাহর শাস্তি অনিবার্য এবং তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আত-তূরকে "তূর" (পর্বত) বলা হয়েছে, কারণ এতে তূর পর্বতের শপথ করা হয়েছে। এটি সেই পর্বত, যেখানে আল্লাহ নবী মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এই পর্বতে নূরের প্রকাশ ঘটেছিল, যার কারণে এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ হয়েছে।

[1] বিস্তারিত জানতে এই বইটি পড়ুন: ওয়াসফুন নার ও আসবাবু দুখুলিহা ওয়ামা ইউঞ্জি মিনহা – আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ

ইউনিট নম্বর ৪

২৭তম পারা, সূরা আত-তূর (সূরা নং ৫২), আয়াত ১-১৬: এই অংশে আল্লাহর মহান সৃষ্টিজগতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এসব সৃষ্টির মধ্যে কাবা, তূর পর্বত এবং বায়তুল মা'মুর (স্বর্গীয় কাবা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন সত্যকে অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি। (১-১৬)

ইউনিট নম্বর ৫

২৭তম পারা, সূরা আত-তূর (সূরা নং ৫২), আয়াত ১৭-২৮: এই অংশে পরহেজগার (মুত্তাকি) ব্যক্তিদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদের প্রত্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হবে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- পরহেজগারদের জন্য পুরস্কার ও কাফিরদের জন্য শাস্তি। (১৭-২৮)

ইউনিট নম্বর ৬

২৭তম পারা, সূরা আত-তূর (সূরা নং ৫২), আয়াত ২৯-৪৯: এই অংশে বলা হয়েছে যে, যারা সন্দেহে নিমজ্জিত হয়েছিল, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা আখিরাতকে অস্বীকার করেছিল, আল্লাহর রসূল (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নিজেদের জেদ ও হঠকারিতায় অটল ছিল। ফলে, তাদের পরিণতি ভয়াবহ হবে এবং তারা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- পরহেজগারদের জন্য পুরস্কার ও কাফিরদের জন্য শাস্তি। (১৭-৪৭)
- নবী (সা.)-কে ধৈর্য ধরার উপদেশ ও তাঁর জন্য নির্দেশনা। (৪৮-৪৯)

سورة النجم

সূরা আন-নাজ্ম

তারকা	The Star
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কয়েকটি বিষয়

- জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একমাত্র উৎস আল্লাহ।[1]
- এই সূরা জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ও পরিচয় লাভের দুটি পথ আছে:[2]
  (১) অনুমান ও কল্পনার পথ
  (২) ওহির (প্রত্যাদেশের) পথ
- কাফিরদের বলা হচ্ছে যে, তারা যে পথ বেছে নিয়েছে, তা মূলত অনুমাননির্ভর। আল্লাহ বলেন:
  اِنۡ هِیَ اِلَّاۤ اَسۡمَآءٌ سَمَّیۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُکُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهۡوَی الۡاَنۡفُسُ ۚ وَ لَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمُ الۡهُدٰی
  "এগুলো কেবল কিছু নাম, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো রেখেছো। আল্লাহ এর জন্য কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করছে, অথচ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়াত এসে গেছে।" (সূরা আন-নাজম: ২৩) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন :
  وَ مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغۡنِیۡ مِنَ الۡحَقِّ شَیۡئًا
  "এবং তাদের এর সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই; তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, আর নিশ্চয়ই অনুমান সত্যের কোনো কাজে আসে না।" (সূরা আন-নাজম: ২৮) আল্লাহ্ আরও বলেন :
  ذٰلِکَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ۙ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰی

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: ইত্তিহাফুল খাল্‌খ বিমা'রিফাতিল খালিক – আব্দুল্লাহ্ ইবনে জারুল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ্।

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: শারহু উসূলিল ঈমান- মুহাম্মাদ ইবনে স্বালিহ উসাইমিন।

“এটিই তাদের জ্ঞানের সীমা। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই সর্বাধিক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং কে সঠিক পথ গ্রহণ করেছে।” (সূরা আন-নাজম: ৩০)

আল্লাহ্ আরও বলেন :

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى

“তার কি গায়বের জ্ঞান আছে, যে সে তা দেখতে পাচ্ছে?” (সূরা আন-নাজম: ৩৫)

- কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ওহি (প্রত্যাদেশ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ বলেন:

  وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

  "রাসূল তাঁর খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কথা বলেন না। এটি তো কেবল এক ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়।" (সূরা আন-নাজম: ৩-৪) সমস্ত জ্ঞানই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।এই ওহির সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।
- তোমরা তাদের মতো হয়ে যেও না, যারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদের ওপর শাস্তি নাযিল হয়েছিল।
- এখন আমরা নিজেরাই চিন্তা করি, জ্ঞান কোথা থেকে গ্রহণ করব? সেই নক্ষত্র থেকে, যা পতিত হয় এবং যা একটি বস্তুগত সৃষ্টি, নাকি সেই ওহী থেকে, যা সত্যনিষ্ঠ নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়, যিনি কখনো পথভ্রষ্ট নন?

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরার সমাপ্তি "নাজম" (তারকা) শব্দের সাথে হয়েছিল, আর এই সূরার সূচনা হয়েছে "নাজম" (তারকা) শব্দের শপথের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন: "وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰى " (সূরা আন-নাজম: ১)
- পূর্ববর্তী সূরায় (সূরা আত-তূর) অধিকতর শাস্তি ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, আর এই সূরায় (সূরা আন-নাজম) মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে:

  ১) অবৈধ সুপারিশের (শাফায়াত) খণ্ডন

  ২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সতর্কবার্তা

  ৩) মিথ্যা উপাস্যদের ওপর ভরসা করে বসে থাকা লোকদের প্রতি খণ্ডন, যে তারা শুধুই কল্পিত নাম মাত্র, আর কিছুই নয়।

ইউনিট নম্বর ৭

২৭তম পারা, সূরা আন-নাজম (সূরা নম্বর ৫৩), আয়াত ১-১৮: এই অংশে বলা হয়েছে যে, ওহি (প্রত্যাদেশ) হলো নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান, কারণ এটি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে

এসেছে। এটি এক বিশ্বস্ত নবীর (সা.) প্রতি নাযিল হয়েছে। একজন সত্যবাদী ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এটি নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তারকার শপথ করে বলেছেন যে, সমস্ত তারকার সৃষ্টিকর্তা তিনিই। এরপর মি'রাজের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, কীভাবে জিবরাঈল (আ.) নবী (সা.)-এর কাছে এসেছিলেন এবং নবী (সা.) আল্লাহর মহানিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়বস্তু

- ওহির সত্যতা ও নবী (সা.)-এর জিবরাঈল (আ.)-কে দেখা এবং মহান নিদর্শনসমূহের বর্ণনা। (আয়াত ১-১৮)

ইউনিট নম্বর ৮

২৭তম পারা, সূরা আন-নাজম (সূরা নম্বর ৫৩), আয়াত ১৯-৩২: এই অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষ অনুমান ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তা তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। যদি সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনায় লিপ্ত হয়, তবে সে কেবল পাথর, গাছ, পাহাড়, এমনকি নিজের শরীরের কোনো অংশকেও উপাস্য বানিয়ে ফেলবে। তাই সন্দেহমূলক জ্ঞান (অন্ধ বিশ্বাস ও অনুমানভিত্তিক পথ) থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু

- মূর্তিপূজা একটি পথভ্রষ্টতা। (১৯-৩০)
- পাপী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তির পরিণাম, এবং আল্লাহপ্রেমীদের বৈশিষ্ট্য। (৩১-৪৮)

ইউনিট নম্বর ৯

২৭তম পারা, সূরা আন-নাজম (সূরা নম্বর ৫৩) এর আয়াত ৩৩ থেকে ৬২ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা এবং কুরাইশ কাফিররা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ— ইব্রাহিম (আ.) ও মূসা (আ.)-এর সহিফা থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারেনি। বরং তারা আসমানি সহিফাগুলো থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তারা গাফেল হয়ে পড়েছিল এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়েছিল।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- ওয়ালিদ বিন মুগীরার প্রতি তিরস্কার ও নিন্দা। (৩৩-৪১)
- আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী, তিনি কাফিরদের শাস্তি দিতে সক্ষম। (৪২-৬২)

سورة القمر

সূরা আল-কামার

চাঁদ	The Moon
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়বস্তু

- বিভিন্ন শাস্তির উল্লেখ এবং অবাধ্যদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান।[1]
- এই সূরার বেশিরভাগ আয়াতে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন জাতির উপর অবতীর্ণ শাস্তির দৃশ্য তুলে ধরে কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে।
- দুটি আয়াত বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ (অর্থাৎ: "তাহলে আমার শাস্তি ও সতর্কবার্তা কেমন ছিল?") এবং ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ (অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, তবে কেউ কি আছে উপদেশ গ্রহণকারী?")
- কয়েকটি জাতির আলোচনা:
  - নূহ (আ.)-এর জাতি: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ (অর্থাৎ: "আমি জমিনকে ফাটিয়ে দিলাম, ফলে তা থেকে প্রস্রবণ বের হলো, আর পানি এমনভাবে একত্র হলো, যা পূর্বনির্ধারিত ছিল।")
  - আদ জাতি: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ (অর্থাৎ: "আমি তাদের উপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়েছিলাম এক অশুভ, দীর্ঘস্থায়ী দিনে।")
  - সমূদ জাতি: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ (অর্থাৎ: "আমি তাদের উপর এক মহাগর্জন পাঠিয়েছিলাম, ফলে তারা হয়ে গিয়েছিল শুকনো খড়-কুটোর মতো।")

[1] বিস্তারিত জানতে "ইতহাফুল খালক বিমাআরিফাতিল খালিক" গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

- লূত (আ.)-এর জাতি: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ﴾ (অর্থাৎ: "আমি তাদের উপর কংকর-বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, কেবল লূত (আ.)-এর পরিবারকে আমি ভোরের দিকে রক্ষা করেছিলাম।")
- ফিরআউনের বংশধর: আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (অর্থাৎ: "তারা আমার সব নিদর্শনকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম এক মহাশক্তিশালী ও ক্ষমতাবান সত্তার পাকড়াওয়ের মতো।")

- এই সমস্ত আয়াতে বিভিন্ন জাতির শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে যারা সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে সংক্ষেপে কিয়ামতের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, আর এই সূরাটি সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে।
- পূর্ববর্তী সূরায় আকাশের তারাগুলোর পতন দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর এই সূরায় আকাশের আরেকটি চিহ্ন, চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে।
- সূরা কামারে আল্লাহর শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, আর সূরা রহমানে আল্লাহর অনুগ্রহের আলোচনা রয়েছে। একটি সূরা মূলত সতর্কবার্তা (ইনযার) সংবলিত, আর অপরটি সুসংবাদ (তাবশির) প্রদানকারী। এই দুটি সূরায় বারবার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়, উভয়েই একপ্রকার ভীতিপ্রদ ও উপদেশমূলক বাণী বহন করে।

ইউনিট নং ১০

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ১-৫: এ আয়াতগুলোতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার (شق القمر) অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা এ ঘটনা দেখেও ঈমান আনেনি, বরং তারা এটিকে জাদু বলে আখ্যায়িত করেছিল।

ইউনিট নং ১০-এর বিষয়বস্তু

- চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনা। (১)
- মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া ও তাদের পরিণাম। (২-৮)

ইউনিট নং ১১

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ৬-৮: এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে সতর্কবার্তা (ইনযার) ও ভীতি প্রদর্শনের গুরুত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনা, মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া ও তাদের পরিণাম। (২-৮)

ইউনিট নং ১২

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ৯-১৭: এই আয়াতগুলোতে নূহ (আ.)-এর জাতির পরিণতির আলোচনা রয়েছে। যখন তার জাতি তাকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন তারা শাস্তির মুখোমুখি হয়।

ইউনিট নং ১২-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), আদ, সামূদ, লূত (আ.) এবং ফিরআউনের জাতির ঘটনা। (৯-৪২)

ইউনিট নং ১৩

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ১৮-২২: এই আয়াতগুলোতে আদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নং ১৩-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), আদ, সামূদ, লূত (আ.) এবং ফিরআউনের জাতির ঘটনা। (৯-৪২)

ইউনিট নং ১৪

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ২৩-৩২: এই আয়াতগুলোতে সামূদ জাতির পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট নং ১৪-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), আদ, সামূদ, লূত (আ.) এবং ফিরআউনের জাতির ঘটনা। (৯-৪২)

ইউনিট নং ১৫

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ৩৩-৪০: এই আয়াতগুলোতে লূত (আ.)-এর জাতির ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), আদ, সামূদ, লূত (আ.) এবং ফিরআউনের জাতির ঘটনা। (৯-৪২)

ইউনিট নং ১৬

সাতাশতম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ৪১-৪২: এই আয়াতগুলোতে ফিরআউন ও তার জাতির ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নং ১৬-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.), আদ, সামূদ, লূত (আ.) এবং ফিরআউনের জাতির ঘটনা। (৯-৪২)

ইউনিট নং ১৭

২৭তম পারা, সূরা আল-কামার (সূরা নং ৫৪), আয়াত ৪৩-৫৫: এই আয়াতগুলোতে কুরাইশের কাফের ও মুশরিকদের সতর্ক করা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে যে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস তুমি দেখে নিয়েছো, অতএব এখন সঠিক পথে ফিরে এসো, অন্যথায় তোমাদের পরিণতিও একই হবে এবং তোমাদের ওপরও শাস্তি নেমে আসবে।

ইউনিট নং ১৭-এর বিষয়বস্তু

- কুরাইশের কাফেরদের প্রতি সতর্কবার্তা ও অপরাধীদের পরিণতি। (৪৩-৫৩)
- পরহেযগারদের প্রতিদান। (৫৪-৫৫)

سورة الرحمن

সূরা আর-রহমান

পরম করুণাময়	The Most Gracious

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা

(মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। মদিনার মুসহাফ অনুসারে এটি মাদানি সূরা।)

কিছু বিষয়বস্তু

- আল্লাহর পরিচয় তাঁর অসীম নেয়ামতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।[1]
- এই আয়াতটি ৩১ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (অর্থাৎ: "তাহলে তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?"

- এটি প্রথম সূরা, যেখানে জিন ও মানুষকে একসঙ্গে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾

(অর্থাৎ: "হে মানব ও জিন জাতি! আমি তোমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। তাহলে তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? "হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পারো, তাহলে তা করো। কিন্তু তোমরা শক্তি ছাড়া তা পারবে না।")

- একজন একগুঁয়ে ব্যক্তি দেখেও অজ্ঞানের ভান করে এবং আপনাকে জিজ্ঞেস করে—এটা কোথায়? ওটা কোথায়? তখন আপনি বারবার তাকে বুঝিয়ে বলেন, "তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ না? এটা দেখতে পাচ্ছ না?" ঠিক একইভাবে, যারা নিদর্শনের দাবি করে, তাদেরকে বিশ্বজগত ও নিজের অস্তিত্বে বিদ্যমান নিদর্শনগুলো বারবার দেখিয়ে বোঝানো হচ্ছে—"তুমি এই নিদর্শন দেখতে পাচ্ছ না? এই নিদর্শন দেখতে পাচ্ছ না?"

[1] বিস্তারিত জানতে "ইতহাফুল খালক বিমাআরিফাতিল খালিক" গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-কামার-এ শাস্তির মাধ্যমে উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর সূরা আর-রহমান-এ নেয়ামতের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৮

২৭তম পারা, সূরা আর-রহমান (সূরা নং ৫৫), আয়াত ১-১৩: এই আয়াতগুলোতে দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য নেয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে চিন্তা, উপলব্ধি ও গভীরভাবে অনুধাবন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নং ১৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও নেয়ামত। নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে কঠোর তিরস্কার ও সতর্কতা। (১-২৫)

ইউনিট নম্বর ১৯

২৭তম পারা, সূরা আর-রহমান (সূরা নং ৫৫), আয়াত ১৪-১৬: এই আয়াতগুলোতে জিন ও মানবজাতির সৃষ্টির বিবরণ রয়েছে এবং এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও অনুধাবনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নং ১৯-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও নেয়ামত।নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে কঠোর তিরস্কার ও সতর্কতা। (১-২৫)

ইউনিট নম্বর ২০

২৭তম পারা, সূরা আর-রহমান (সূরা নং ৫৫), আয়াত ১৭-২৫: এই আয়াতগুলোতে মহাবিশ্বে থাকা নেয়ামত ও আশীর্বাদগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের জন্য উপকারী ও শিক্ষণীয়।

ইউনিট নং ২০-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও নেয়ামত।নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে কঠোর তিরস্কার ও সতর্কতা। (১-২৫)

ইউনিট নম্বর ২১

২৭তম পারা, সূরা আর-রহমান (সূরা নং ৫৫), আয়াত ২৬-৪৫: এই আয়াতগুলোতে মৃত্যুর পরের জীবনের (পরকাল) আলোচনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর দুনিয়ার নেয়ামতগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে, তারা জান্নাতের নেয়ামত লাভ করবে। আর যারা এসব অবহেলা করবে, তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইউনিট নং ২১-এর বিষয়বস্তু

- প্রতিটি সৃষ্টি ধ্বংসশীল, একমাত্র আল্লাহ চিরস্থায়ী। (২৬-৩০)
- জিন ও মানুষ আল্লাহর শক্তির সামনে অসহায়। (৩১-৩৬)
- অপরাধীদের পরকালীন শাস্তি। (৩৭-৪৫)

ইউনিট নম্বর ২২

২৭তম পারা, সূরা আর-রহমান (সূরা নং ৫৫), আয়াত ৪৬-৭৮: এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, মহাবিশ্ব ও মানবজীবনে বিদ্যমান সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাদের জন্য আখিরাতে আরও বড় পুরস্কার অপেক্ষা করছে।

ইউনিট নং ২২-এর বিষয়বস্তু

- জান্নাতের গুণাবলি ও নেয়ামত। (৪৬-৭৮)

سورة الواقعة

সূরা আল-ওয়াকিয়া

বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার ঘটনাবলি	The Event
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

বিষয়বস্তু

- সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।
- তিন শ্রেণির মধ্য থেকে যে-কোনো একটিকে নির্বাচন।[1] কিয়ামতের দিন মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হবে:
  - أصحاب اليمين - ডান হাতের দল। আল্লাহ বলেন:

    فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

    (অর্থ: আর যারা ডান দিকের লোক, তারা কেমন সৌভাগ্যবান!) (সূরা ওয়াকিয়া)
  - أصحاب الشمال - বাম হাতের দল। আল্লাহ বলেন:

    وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

    (অর্থ: আর যারা বাম দিকের লোক, তারা কেমন দুর্ভাগ্যবান!) — সূরা ওয়াকিয়া
  - السابقون – অগ্রগামীরা। আল্লাহ বলেন:

    وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

    (অর্থ: আর যারা অগ্রগামী, তারাই অগ্রগামী!) — সূরা ওয়াকিয়া

- এই তিন দলের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

(অর্থ: আর যদি সে হয় নিকটবর্তী, তবে তার জন্য শান্তি, সুগন্ধি ও সুখ-সমৃদ্ধ জান্নাত। আর যদি সে হয় ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তার জন্য শান্তি, ডান দিকের লোকদের পক্ষ থেকে। আর যদি সে হয় মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তার আপ্যায়ন হবে

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "الفوز العظيم والخسران المبين في ضوء الكتاب والسنة" – সাঈদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাফ কাহতানি।

ফুটন্ত পানি, এবং সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে! নিশ্চয়ই এটি নিশ্চিত সত্য! সুতরাং তুমি তোমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।) — সূরা ওয়াকিয়া

- আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন: أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (অর্থ: তোমরা কি দেখনি যা তোমরা বীর্যরূপে নিঃসরণ করো?) আল্লাহ তাআলা বলেন: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (অর্থ: তোমরা কি দেখনি যা তোমরা জমিতে বপন করো?) আল্লাহ তাআলা বলেন: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (অর্থ: তোমরা কি দেখনি যে পানি তোমরা পান করো?) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (অর্থ: তোমরা কি দেখনি সেই আগুন, যা তোমরা প্রজ্বলিত করো?) — সূরা ওয়াকিয়া[1]
- আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে, তখনকার দৃশ্যও বর্ণিত হয়েছে।[2]
- পূর্ববর্তী সূরায় ভালো ও মন্দের বিভাজন বর্ণিত হয়েছে, আর এই সূরায় শুধু ভালো হওয়ার উপদেশই দেওয়া হয়নি, বরং জান্নাতের জন্য প্রচেষ্টা করতেও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইয়াহুদিদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল, তারা অহংকারে পতিত হয়ে আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে, খ্রিস্টানরা অত্যধিক নম্রতা ও ইবাদতে অতিরঞ্জিত হয়ে সন্ন্যাসবাদের শিকার হয়েছিল। তাই মানুষকে নিজেদের ভারসাম্যপূর্ণ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংযম ও মধ্যপন্থা একটি মহামূল্যবান গুণ, অতিরঞ্জন ও অবহেলা উভয়ই পরিহার করা জরুরি। ধর্মপরায়ণতার অর্থ বাড়াবাড়ি বা সন্ন্যাসবাদ নয়।

ইউনিট নম্বর ২৩

২৭তম পারা, সূরা আল ওয়াকিয়া (সূরা নম্বর ৫৬), আয়াত ১-৫৬: এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ও তার ভয়াবহ অবস্থা আর মানুষকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করার বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৩-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের বর্ণনা এবং মানুষের বিভিন্ন অবস্থান। (১-১৪)
- অগ্রগামীরা, ডানহাতের অধিকারী এবং বামহাতের অধিকারীদের পরিণতি। (১৫-৫৬)

ইউনিট নম্বর ২৪

[1] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: দালাইলুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।

[2] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: কিতাবুর রূহ- ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ।

২৭তম পারা, সূরা আল ওয়াকিয়া (সূরা নম্বর ৫৬), আয়াত ৫৭-৭৪: এখানে কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রমাণ ও যুক্তি।

ইউনিট নম্বর ২৪-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের এবং হিসাবের ব্যাপারে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা। (৫৭-৭৪)

ইউনিট নম্বর ২৫

২৭তম পারা, সূরা আল ওয়াকিয়া (সূরা নম্বর ৫৬), আয়াত ৭৫-৯৬: এই আয়াতগুলোতে কুরআনের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে আর তো বলা হয়েছে যে, যারা কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলোকে সত্য বলে মেনে নেবে, তারা পরকালে সফলকাম হবে।

ইউনিট নম্বর ২৫-এর বিষয়বস্তু

- কুরআনের মর্যাদা ও যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা। (৭৫-৮৭)
- নেককারদের জন্য পুরস্কার এবং অস্বীকারকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি। (৯২-৯৬)

سورة الحديد

সূরা আল-হাদীদ

লোহা	The Iron
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

বিষয়বস্তু

- এই সূরায় জাগতিক বস্তু (মাদ্দাবাদী চিন্তা) ও আত্মিক উন্নতির (রূহানিয়াত) মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। দুই শ্রেণির মানুষের আলোচনা করা হয়েছে:

  ১। যারা শুধুমাত্র বস্তুগত দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলে:

  আল্লাহ তাআলা বলেন:

  اَلَمۡ یَاۡنِ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ قُلُوۡبُهُمۡ لِذِکۡرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الۡحَقِّ ۙ وَ لَا یَکُوۡنُوۡا کَالَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ مِنۡ قَبۡلُ فَطَالَ عَلَیۡهِمُ الۡاَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ ؕ وَ کَثِیۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

  "যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি সে সময় আসেনি যখন আল্লাহর স্মরণে আর যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি তাদের অন্তর নম্র হবে? তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সময় দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অনেকেই দুরাচার ছিল।" (সূরা আল-হাদীদ)

  ২। যারা অতিরিক্ত আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হয়ে চরম রূহানিয়াতের দিকে চলে যায়:

  আল্লাহ তাআলা বলেন:

  ثُمَّ قَفَّیۡنَا عَلٰۤی اٰثَارِهِمۡ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّیۡنَا بِعِیۡسَی ابۡنِ مَرۡیَمَ وَ اٰتَیۡنٰهُ الۡاِنۡجِیۡلَ ۬ۙ وَ جَعَلۡنَا فِیۡ قُلُوۡبِ الَّذِیۡنَ اتَّبَعُوۡهُ رَاۡفَۃً وَّ رَحۡمَۃً ؕ وَ رَهۡبَانِیَّۃَۨ ابۡتَدَعُوۡهَا مَا کَتَبۡنٰهَا عَلَیۡهِمۡ اِلَّا ابۡتِغَآءَ رِضۡوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا ۚ فَاٰتَیۡنَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡهُمۡ اَجۡرَهُمۡ ۚ وَ کَثِیۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

  "আমরা একের পর এক আমাদের রাসুলদের প্রেরণ করেছি এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠিয়েছি, তাকে ইনজিল দিয়েছি এবং যারা তার অনুসারী ছিল তাদের অন্তরে দয়া ও অনুকম্পা সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তারা যে রাহবানিয়াত (সংসারবিমুখ সাধুতা) অবলম্বন করেছিল, তা আমি তাদের ওপর বাধ্য করিনি, বরং তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তারা তা

যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যকার ঈমানদারদের আমি প্রতিদান দিয়েছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (সূরা আল-হাদীদ)

- যে আল্লাহ মৃত জমি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে সক্ষম, সেই আল্লাহই মৃত হৃদয়কে জীবিত করতেও সক্ষম। বস্তুবাদীদের আলোচনা করার পর এই আয়াতটি আনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

  "জেনে রেখো, আল্লাহ মৃত জমিকে জীবিত করেন। আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।" (সূরা হাদীদ: ১৭)

- এই সূরায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত রয়েছে: আল্লাহ তাআলা বলেন:

  لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

  "নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলগণকে স্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর আমরা লৌহ (লোহা) অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে প্রবল শক্তি এবং মানুষের জন্য উপকারিতা। আর এটি এইজন্যও, যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে অদেখা অবস্থায় সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।" (সূরা হাদীদ: ২৫)

- (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات): এখানে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিকের প্রমাণ রয়েছে। (وأنزلنا الحديد): এটি বস্তুগত দিক নির্দেশ করে এবং এ থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

পূর্ববর্তী সূরায় ভালো ও মন্দের বিভাজন বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই সূরায় কেবল ভালো মানুষ হওয়ার উপদেশই দেওয়া হয়নি, বরং জান্নাতের প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইহুদিদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছিল, তারা অহংকারে পতিত হয়ে আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা অতিরিক্ত নম্রতা ও ইবাদতে অতিরঞ্জন করে সন্ন্যাসবাদের শিকার হয়েছিল। তাই এখানে মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিতব্যয়িতা (সংযম) এক মহামূল্যবান গুণ। অতিরঞ্জন ও অবহেলা থেকে মুক্ত থাকা জরুরি। প্রকৃত ধার্মিকতা মানেই বাড়াবাড়ি (গোঁড়ামি) ও সন্ন্যাসবাদের পথ অনুসরণ করা নয়।

ইউনিট নং ২৬

২৭তম পারা, সূরা হাদীদ (সূরা নম্বর ৫৭), আয়াত ১-১৫: এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও তাওহিদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে দান-সদকার ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২৬-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাওহিদের আলোচনা এবং আল্লাহর পথে দান করার গুরুত্ব। (১-১৫)

ইউনিট নং ২৭

২৭তম পারা, সূরা হাদীদ (সূরা নম্বর ৫৭), আয়াত ১৬-২৪: এই অ্যাডগুলোতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দাবি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর পথে ব্যয় করে, খেল-তামাশা ও অসার বিষয় থেকে দূরে থাকে আর সৎ কাজগুলোতে অগ্রগামী হয় এবং তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করে।

ইউনিট নং ২৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর পরিচয়ের দাবিসমূহ। (১৬-২৪)

ইউনিট নং ২৮

২৭তম পারা, সূরা হাদীদ (সূরা নম্বর ৫৭, আয়াত ২৫-২৯: এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল নবী-রাসুল একই নীতি অনুসরণ করে দাওয়াত দিয়েছেন, তা হোক নূহ (আ.), ইব্রাহিম (আ.) বা ঈসা (আ.)। তারপর রাহবানিয়াতের (সংসারবিমুখ সাধুতা) সমালোচনা ও তার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ২৮-এর বিষয়বস্তু

- সকল নবীর দাওয়াতের মূলনীতি এক ও অভিন্ন এবং রাহবানিয়াতের সমালোচনা। (২৫-২৯)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

قد سمع الله

২৮

আঠাশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

আঠাশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৮তম পারা "ক্বদ-সামি'আল্লাহ্" (قد سمع الله)

২৮তম পারাকে উলামায়ে কিরাম ২৭টি ইউনিটে ভাগ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুযায়ী ২৮তম পারা "ক্বদ সামি'আল্লাহ"-এর আয়াত ও বিষয়সমূহ		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা মুজাদালাহ্		
১	১-৪	জিহারের (ظهار) বিধান ও এর সমাধান সম্পর্কে আলোচনা।
২	৫-১৯	আল্লাহর নবীর বিরোধিতাকারী ব্যক্তিদের পরিণতি এবং সভার শিষ্টাচার ও সম্মান রক্ষার আলোচনা। আল্লাহর নবীর সঙ্গে কানে কানে কথা বলার বিধানসমূহের বিবরণ।
৩	২০-২২	বিশ্বাসী ও অনুগত বান্দাদের প্রশংসা ও গুণাবলির বিবরণ।
সূরা হাশ্‌র		
৪	১-৫	আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও ইসলামের শত্রুদের নির্বাসনের চিত্র।
৫	৬-১৭	অদৃশ্যের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহরই আছে, এবং ফাই সম্পদের (মালে-ফাই) বণ্টন সংক্রান্ত বিধান।
৬	১৮-২৪	আল্লাহ তাআলার পরিচয় তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ফজিলত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে।
সূরা মুমতাহিনা		
৭	১-৬	শত্রুদের রহস্যের কথা বলা সংক্রান্ত বিধানসমূহের বিবরণ।
৮	৭-৯	অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিধান।

৯	১০-১১	হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মুসলিম নারীদের হিজরতের বিধান।
১০	১২-১৩	যে নারীরা ইসলাম গ্রহণের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণের জন্য আসতেন, তাদের বাইয়াতের শর্তাবলি ও বিধান।
সূরা সাফ		
১১	১-৪	কথা ও কাজে অবিচল থাকার বিবরণ।
১২	৫-৯	সেসব মানুষের বিবরণ, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল।
১৩	১০-১৪	লাভজনক ও ক্ষতিকর বাণিজ্যের তুলনামূলক আলোচনা।
সূরা জুম’আ		
১৪	১-৪	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য।
১৫	৫-১১	জুমার নামাজের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য।
সূরা মুনাফিকুন		
১৬	১-৮	মুনাফিকদের পরিচয় ও তাদের বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা।
১৭	৯-১১	নেফাক থেকে বাঁচার জন্য করণীয় ব্যবস্থা।
সূরা তাগাবুন		
১৮	১-৪	তাওহিদের (একত্ববাদ), রিসালাতের (নবুওয়াত), আখিরাতের (পরকাল) এবং তাকদিরের সত্যতার বিস্তারিত আলোচনা।
১৯	৫-৭	তাওহিদ, নবুওয়াত এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে উঠা আপত্তি ও তার জবাব।
২০	৮-১৩	কুরআন, জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ; সুখ-দুঃখ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। প্রকৃত মুমিন সেই, যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে।

২১	১৪-১৮	সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করার কারণ হতে পারে।
সূরা তালাক		
২২	১-৩	তালাক সংক্রান্ত বিধান ও নিয়মাবলি।
২৩	৪-৭	তালাকপ্রাপ্ত নারীদের বিধান ও তাদের জন্য ইসলামের নির্দেশনা।
২৪	৮-১২	তালাক প্রদানের সঠিক পদ্ধতির বিবরণ।
সূরা তাহরীম		
২৫	১-৫	কসম ভঙ্গের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) সম্পর্কে বিধান।
২৬	৬-৯	নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার নির্দেশ।
২৭	১০-১২	কিয়ামতের দিনে কোনো পারিবারিক সম্পর্ক কারো কোনো কাজে আসবে না।

سورة المجادلة

সূরা আল-মুজাদালাহ্

বিতর্ক	The Disputation
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়

- বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মানদণ্ড আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত।[1]
- এই সূরায় 'যিহার' এবং এর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: আল-ইসলামু দ্বীনুন কামিল- মুহাম্মাদ আমিন শানকিতি।

- খাওলা বিনতে সা'লাবা ছিলেন সেই সাহাবিয়া, যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এই দ্বীন তার ব্যাপারে ন্যায়বিচার করবে।
- এই সূরার ১৯ ও ২২ নম্বর আয়াতে 'হিজবুল্লাহ' (আল্লাহর দল) এবং 'হিজবুশ্ শাইতান' (শয়তানের দল)-এর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।[1]
- মুনাফিকরা যখন ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করছিল, তখন তাদের এই অবস্থান খণ্ডন করা হয়েছে।
- কিছু সৎ মুসলমানও যখন 'ওয়ালা ও বারা' (ভালোবাসা ও বিরোধিতা) এর শিক্ষা ভুলতে বসেছিল এবং ইসলামের মূলনীতি নিয়ে আপসের মনোভাব দেখা যাচ্ছিল, তখন এই আপসকামিতাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হয়েছে, যেন এটি আরও বড়ো সমস্যায় পরিণত না হয়।[2]
- আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম" (সূরা আল-কাফিরুন: ৬) অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যেতে পারে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে নমনীয়তা বা আপসের কোনো সুযোগ থাকা উচিত নয়।

ইউনিট নম্বর ১

২৮তম পারা, সুরা মুজাদালাহ, সূরা নম্বর 58, আয়াত ১-৪: এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ সেই বিতর্ক শুনেছেন, যা এক স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মধ্যে করছিলেন। যখন এই সমস্যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন এর সমাধানও জানিয়ে দেওয়া হয়। যদি কেউ 'যিহার' করে (অর্থাৎ বলে যে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের মতো হয়ে গেলে, অর্থাৎ আমি তোমার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করব না" যার অর্থ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করা), তবে এতে স্ত্রী মা হয়ে যায় না।

ইউনিট নম্বর ১-এর বিষয়বস্তু

- জিহার ও তার কাফফারা। (১-৪)

---

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: আল-ফুরকান বায়না আওলিয়া=ইর রহমান ওয়া আওলিয়া-ইশ শায়তান- ইবনে তাইমিয়া।

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম- সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান।

ইউনিট নম্বর ২

২৮তম পারা, সুরা মুজাদালাহ, সূরা নম্বর 58, আয়াত ৫-১৯: এই অংশে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে এবং ইসলামের সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তাদের পরিণতি অপমান ও ধ্বংস। কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্ম তাদের দেখানো হবে। তারপর বলা হয়েছে যে, কানাঘুষো করা খুবই খারাপ ব্যাপার। এই আয়াতে সভা বা সমাবেশের আদব ও শিষ্টাচার বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে গোপনে কথা বলার নিয়ম ও বিধান আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে মুনাফিকরা ইহুদিদের ভালোবাসে আর মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে।

ইউনিট নম্বর ২-এর বিষয়বস্তু

- কাফিরদের জন্য হুঁশিয়ারি, আল্লাহ তাদের কর্ম দেখছেন। (৫-৬)
- আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, মন্দ গোপন কথার শাস্তি, গোপন পরামর্শের আদব। (৭-১১)
- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে কথা বলার আগে সদকা দেওয়ার বিধান এবং এ হুকুমের রহিত হওয়া। (১২-১৩)
- কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তাদের পরিণতি। (১৪-২২)

ইউনিট নম্বর ৩

২৮তম পারা, সুরা মুজাদালাহ, সূরা নম্বর 58, আয়াত ২০-২২: এই অংশে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো ইসলামবিদ্বেষীদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করতে পারে না। মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পর্কের বিধান ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং যারা এটি করবে, তাদের পরিণতি। (১৪-২২)

سورة الحشر

সূরা আল-হাশ্‌র

সমবেতকরণ	The Gathering
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়

- আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন অবস্থান।
- এই সূরায় ইহুদি গোত্র 'বানু নাযির'-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের নবী করিম ﷺ মদিনা থেকে নির্বাসিত করেছিলেন।
- এই সূরায় দুই ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে – মুমিন ও মুনাফিক।
- মুনাফিকরা মুসলমানদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কখনোই তা করেনি। আয়াত ১২ ও ১১-এ বলা হয়েছে: মুনাফিকরা মুখে অনেক কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে তা করে না।[1]
- আয়াত ১৬-১৭-তে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেখানে শয়তান কিয়ামতের দিন তার অনুসারীদের ত্যাগ করে দায় এড়াবে।
- মুমিনদের বিভিন্ন শ্রেণি:
  - ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী : আল্লাহ তাআলা বলেন:

    ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾

    অর্থ: সেই দরিদ্র মুহাজিররা, যাদের তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করে এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে – তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হাশ্‌র: ৮)
  - আনসার: আল্লাহ তাআলা বলেন:

    ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "صفات المنافقين" – ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ

অর্থ: আর যারা (মদিনায়) তাদের আগেই বসতি স্থাপন করেছে এবং ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের মনে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করে না। বরং তারা নিজদের ওপর মুহাজিরদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরাও অভাবগ্রস্ত। আর যারা নিজেদের লোভ-লালসা থেকে মুক্ত রাখতে পারে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশ্‌র: ৯)

- পরবর্তী প্রজন্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

অর্থ: আর যারা তাদের পর আসে, তারা বলে, “হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি পরম দয়ালু, অসীম করুণাময়।” (সূরা হাশ্‌র: ১০)

- এই সূরা মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেয় "মহাশংকাসঙ্কুল কিয়ামতের দিন" – যেখানে কোনো বংশপরিচয় বা সম্পদ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।[1]
- জান্নাতি ও জাহান্নামিদের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- এই সূরার একটি বিশেষ আয়াতে কুরআনের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

অর্থ: “যদি আমি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আমি এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য দিই, যাতে তারা চিন্তা করে।” (সূরা হাশ্‌র: ২১)[2]

- এই আয়াত যে স্থানে অবস্থিত, সেখানে এক মহান হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) লুকিয়ে আছে। সেটি হলো—ইহুদিরা মনে করত যে তাদের দুর্গসমূহই তাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে, তোমরা কি দুর্গের নিরাপত্তার কথা বলছ? যদি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর নাজিল হতো, তবে বিশাল পাহাড়ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। তাহলে দুর্গ কি পাহাড়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী? মনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী নেই।

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন: "আল-ফাওযুল আজীম ওয়াল-খুসরানুল মুবীন" – সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানী

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: ফজায়েলুল কুরআন" – মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব

- সূরার শেষ অংশে আল্লাহর সুন্দরতম নাম (اسماء الحسنى) বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে।[1]
- আগের সূরায় বলা হয়েছিল, বিজয় মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত। আর বিরোধীদের কপালে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। আর এই সূরায় ইহুদিদের নিজেদের হাতে নিজেদের দুর্গ ধ্বংস করার ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, " فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ।" (অর্থ: "হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।")
- যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।
- কিছু মুনাফিক ইহুদিদের ভরসায় বা তাদের ভয়ে মুনাফিকি করছিল। তাদের জন্য সতর্কবাণী এসেছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় বলা হয়েছিল, প্রকৃত বিজয় শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্যই নির্ধারিত। আর যারা ইসলামের বিরোধিতা করবে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে। এই সূরায় ইহুদিদের নিজেদের হাতে নিজেদের দুর্গ ধ্বংস করার দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ" (অর্থ: "হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।")
- যারা সত্য পথ পরিত্যাগ করেছে, তাদের ভাগ্যে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা নির্ধারিত।
- কিছু মুনাফিক ছিল, যারা ইহুদিদের সহায়তায় মুনাফিকির পথ বেছে নিয়েছিল – হয় তাদের বিশ্বাস করে, নয়তো তাদের ভয়ে। তাদের জন্য বলা হয়েছে, তারা যেন শিক্ষা নেয়।

ইউনিট নম্বর ৪

২৮তম পারা, সূরা আল-হাশর (সূরা নং ৫৯), আয়াত ১-৫: এই অংশে আল্লাহ তাআলার পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের শত্রুদের বিতাড়িত হওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- ইহুদি গোত্র বানু নাযিরের নির্বাসন। (১-৫)

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: আসমাউল্লাহি সিফাতুহু ওয়া মাওকিফু আহলিস সুন্নাতি মিনহা - ইবনে উসাইমিন।

ইউনিট নম্বর ৫

২৭তম পারা, সূরা আল-হাশর (সূরা নং ৫৯), আয়াত ৬-১৭: এই অংশে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, গায়েবের জ্ঞান (অদৃশ্যের খবর) শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে। সৃষ্টির মধ্যে কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না। মাল-ফাই (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ) বণ্টনের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- মাল-ফাই (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ) সংক্রান্ত বিধান। (৬-৭)
- অভাবগ্রস্ত মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা। (৮-১০)
- মুনাফিকদের অবস্থা এবং তাদের ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক। (১১-১৭)

ইউনিট নম্বর ৬

২৮তম পারা, সূরা আল-হাশর (সূরা নং ৫৯), আয়াত ১৮-২৪: এই অংশে আল্লাহ তাআলার পরিচয় তাঁর মহান গুণাবলি ও সুন্দরতম নাম (اسماء الحسنى)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। اسماء الحسنى-এর মর্যাদা ও উপকারিতা বর্ণনা কর হয়েছে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- তাকওয়া ও মুত্তাকিদের সাফল্য। (১৮-২০)
- কুরআনের প্রভাব ও গভীরতা। (২১)
- আল্লাহর সুন্দরতম নামগুলোর বর্ণনা। (২২-২৪)

سورة الممتحنة

সূরা আল-মুমতাহিনা

পরীক্ষিত নারী	The Women to be Examined
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়

- দ্বীনের প্রতি সম্পৃক্ততার পরীক্ষা
- সূরাটির শুরু এমন একটি আয়াত দিয়ে হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ইসলাম সকল কাফেরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয় না; বরং শুধুমাত্র সেই কাফেরদের সঙ্গে লেনদেন করতে নিষেধ করে, যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং কষ্ট দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

  يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

  হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করছ, অথচ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, যা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে কেবল এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা গোপনে তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করছ? যা কিছু তোমরা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, আমি তার সবটাই জানি। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এটি করে, তবে সে সরল পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেল। (সূরা আল-মুমতাহিনা: ১)[1]
- ইসলাম শেখায় যে শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না, আর যারা শত্রু নয় তাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[1] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: কুরতুবী, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৪৫)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(আল্লাহ্ তোমাদের সেই লোকদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করেনি। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বিতাড়নে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা-ই সত্যিকারের জালিম (অন্যায়কারী)।) (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮-৯)

- এই সূরায় চারটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে:

১) পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন হাতিব ইবন আবী বালতাআ রা.। তিনি মক্কাবাসীদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিলেন, কারণ তার আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল এবং তিনি তাদের সমর্থন চেয়েছিলেন। তখন ওহী নাযিল হয়, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন বাদরি সাহাবি।

২) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা, যাতে তিনি সফল হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

(তোমাদের জন্য ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: নিশ্চয়ই, আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যা উপাসনা কর, তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরস্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনো। তবে ইবরাহীম (আ.)-এর তাঁর পিতাকে বলা এই কথা ব্যতিক্রম যে, 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব, তবে আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার জন্য কোনো কল্যাণ আনতে পারি না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করেছি,

তোমারই দিকে ফিরে এসেছি এবং তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।) (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৪)[1]

৩) অমুসলিমদের সঙ্গে ন্যায়বিচারের পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করেনি। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।) (সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮)

৪) নারীদের বাইআতের পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(হে নবী! যখন তোমার কাছে মুমিন নারীরা আসে তোমার সঙ্গে এই শর্তে বাইআত করার জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজেদের হাত ও পায়ের মাঝে (অর্থাৎ নিজেদের দ্বারা) কোনো মিথ্যা অপবাদ রচনা করে আনবে না এবং কোনো সৎ বিষয়ে তোমার অবাধ্য হবে না—তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।) (সূরা আল-মুমতাহিনা: ১২)

- সত্যগ্রহণ ও বাতিল থেকে বিমুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই ঈমান পূর্ণ হয়।
- ঈমানের শর্তসমূহ গ্রহণ করার পাশাপাশি বাতিল থেকে বিমুক্ত হওয়া এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[2]
- কালিমায় ইতিবাচক স্বীকৃতি এবং নেতিবাচক প্রত্যাখ্যান—হককে স্বীকৃতি ও বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।[3]

প্রাসঙ্গিকতা / তাফসিরের সূক্ষ্মতা

[1] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: তাফসির ইবন কাসির, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৩১৮)

[2] আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই বইটি অবশ্যই পড়ুন: "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ফিল ইসলাম" - সালেহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান

[3] আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই বইটি পড়ুন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ, তার দাবি ও সমাজে তার প্রভাব" - সালেহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান

- নিফাককে চূর্ণ করে মুমিনদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, যাতে পরবর্তী সূরাগুলোর মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করে সফল হতে পারে। এখানে যেন মুসলমানদের দুর্বল মুসলমানদের থেকে পৃথক করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৭

২৮তম পারা, সূরা আল-মুমতাহিনা, সূরা নম্বর ৬০, আয়াত ১-৩: এতে অঙ্গীকার ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একজন মুসলমান যদি নিজের শত্রুর কাছে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, তবে তা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এই প্রসঙ্গে হাতিব ইবন আবি বালতাআ রা.-এর ঘটনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একটি গোপন সংবাদ ফাঁস করেছিলেন, যা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন।

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা। (১-৩)
- হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনা। (৪-৭)

ইউনিট নম্বর ৮

২৮তম পারা, সূরা আল-মুমতাহিনা, সূরা নম্বর ৬০, আয়াত ৭-৯: এতে অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিধান ও মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের বিধান। (৮-৯)

ইউনিট নম্বর ৯

২৮তম পারা, সূরা আল-মুমতাহিনা, সূরা নম্বর ৬০, আয়াত ১০-১১: এই অংশে বলা হয়েছে যে, যখন কোনো নারী ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসে, তখন তাদের ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখবে। এরপর, যদি তাদের সত্যিকার মুসলমান বলে মনে হয়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিও না। (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এই শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল যে, যদি কোনো "পুরুষ" ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসে, তবে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু নারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না, তাই তাদের ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়।) এই আয়াতের পেছনে যে ঘটনা রয়েছে, তা

হলো— উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- মুহাজির নারীদের বিধান ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কাছ থেকে বাইআত নেওয়ার আদেশ। (১০-১২)

ইউনিট নম্বর ১০

২৮তম পারা, সূরা আল-মুমতাহিনা, সূরা নম্বর ৬০, আয়াত ১২-১৩: এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং নারীদের বাইআত (শপথ গ্রহণ) সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন আর তাদের বাইআতের শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন।

ইউনিট ১০-এর কিছু বিষয়বস্তু

- মুহাজির নারীদের বিধান ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণের আদেশ। (১০-১২)
- কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা। (১৩)

سورة الصف

সূরা আস-স্বাফ

সারিবদ্ধ হওয়া	The Row or The Rank

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা

এই সূরার নাজিল হওয়ার স্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মদিনার মাসহাফ অনুযায়ী এটি মাদানি সূরা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব। [1]
- এই সূরার নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এতে সারিবদ্ধভাবে সংগঠিত হওয়া ও একত্ববাদের আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

  ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾

  অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা আস-সাফ, আয়াত ৪)
- সূরার সমাপ্তি: হযরত ঈসা (আ.) তাঁর হাওয়ারিদের ইসলামের সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।আল্লাহ তা'আলা বলেন:

  ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾

  অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারিয়াম তাঁর হাওয়ারিদের বলেছিলেন: 'কে আমার সাহায্যকারী হবে আল্লাহর পথে?' হাওয়ারিরা বলল: 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।' এরপর বানি ইসরাইলের একদল

[1] আরও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "الأمر بالاجتماع والإئتلاف والنهي عن التفرق والإختلاف" (ঐক্য ও সংহতির আদেশ এবং বিভক্তি ও মতবিরোধের নিষেধাজ্ঞা) - আবদুল্লাহ বিন জারউল্লাহ বিন ইব্রাহীম আল-জারউল্লাহ

ঈমান আনল এবং একদল কুফরি করল। তখন আমরা ঈমানদারদের তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।" (সূরা আস-সাফ, আয়াত ১৪)

- দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা: ঈসা (আ.) ও তাঁর হাওয়ারিদের কাছে দ্বীন কেবল নামায, রোযা ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দ্বীনের মধ্যে এগুলোর পাশাপাশি এইসবও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[1]

ইউনিট নম্বর ১১

২৮তম পারা, সূরা আস-সাফ, সূরা নম্বর ৬১, আয়াত ১-৪: এখানে মুমিনদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন কথার সাথে কাজের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে এবং নিজেদের কথার ওপর অবিচল থাকে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাসবিহ। (১)
- মুসলমানদের চরিত্র ও নৈতিকতা। (২-৪)

ইউনিট নম্বর ১২

২৮তম পারা, সূরা আস-সাফ, সূরা নম্বর ৬১, আয়াত ৫-৯: এখানে মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ ও পরাজিত।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর ঘটনা। (৫-৮)
- নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা ইসলাম অন্য সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী। (৯)

ইউনিট নম্বর ১৩

[1] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: "الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي" (কুরআনের দলিলসমূহ যা প্রমাণ করে যে আধুনিক উপকারী জ্ঞান ও কর্ম ইসলামের অন্তর্ভুক্ত) - আবদুর রহমান বিন নাসির আস-সাদী

২৮তম পারা, সূরা আস-সাফ, সূরা নম্বর ৬১, আয়াত ১০-১৪: এখানে সফল ও ব্যর্থ বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করাকে লাভজনক বাণিজ্য হিসেবে এবং কুফর ও শিরকের ওপর অটল থাকাকে ক্ষতিকর বাণিজ্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- লাভজনক বাণিজ্য। (১০-১৪)

سورة الجمعة

সূরা আল-জুমআ

শুক্রবার	Friday
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়

- দ্বীনের সাথে সম্পর্কে জুমার নামাজের ভূমিকা।
- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রেরণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য:

    ১) আয়াতসমূহের তিলাওয়াত করা।

    ২) মানুষের আত্মশুদ্ধি করা (তাযকিয়া)।

    ৩) কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

অর্থ: "তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি উম্মিদের (নিরক্ষরদের) মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর নিশ্চয়ই তারা এর আগে স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।" (সূরা আল-জুম'আ, আয়াত ২)

- এই সূরায় জুমার নামাজের উদ্দেশ্য ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।[1]
- জুমার নামাজের মূল উদ্দেশ্য: আত্মশুদ্ধি, উম্মাহর ঐক্য এবং সামাজিক সংহতি।
- জুমার দিন মুসলিম উম্মাহর একত্রিত হওয়ার দিন, নসিহত গ্রহণের দিন এবং ইসলামের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশের দিন।[2]
- জুম'আ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[1] আরও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "صلاة الجماعة في ضوء الكتاب والسنة" (কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে জামাতে সালাতের বিধান) - সাঈদ বিন আলী বিন ওহাফ আল-কাহতানী

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها" (পরিশুদ্ধি ও শিক্ষাদান এবং মুসলিমদের প্রয়োজন) - মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে সালাতের আহ্বান (আজান) দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত ৯)

- এই সূরায় সেই ইহুদিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাদের ধর্মীয় বিধান মেনে চলেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

অর্থ: "যাদেরকে তাওরাত পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা পালন করেনি, তাদের উদাহরণ সেই গাধার মতো, যে পিঠে বই বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের কুৎসিত উদাহরণ এটি। এবং আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত ৫)

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

পার্থিব বাণিজ্যে এতটাই নিমগ্ন হয়ে যাওয়া যে, প্রকৃত (আখিরাতের) বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়—এটা সঠিক নয়। উভয় সূরার (আস-সাফ ও আল-জুমু'আ) একটি সাধারণ বিষয় হলো সঠিক ও ভুল বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য।

ইউনিট নম্বর ১৪

২৮তম পারা, সূরা আল-জুমু'আ, সূরা নম্বর ৬২, আয়াত ১-৪: এখানে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, তিলাওয়াত এবং আত্মশুদ্ধি।

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর তাসবিহ। (১)
- নবী (সা.)-এর দাওয়াতি মিশন। (২-৪)

ইউনিট নম্বর ১৫

২৮তম পারা, সূরা আল-জুমু'আ, সূরা নম্বর ৬২, আয়াত ৫-১১: এখানে জুমার গুরুত্ব, ফজিলত এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জুমার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নবুয়তের শিক্ষাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এখানে বলা হচ্ছে যে, জুমা ও সমাবেশের উদ্দেশ্য কী—তা

হলো নবুয়তের শিক্ষাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন তিলাওয়াত করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং মানুষকে পরিশুদ্ধ করতেন। এই মহান উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই জুমার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একইভাবে, জুমার খুতবার মাধ্যমে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে থাকা অসংগতি দূর করা হয়।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- যেসব ইহুদিরা তাওরাত মেনে চলেনি, তাদের উদাহরণ ও তাদের "আল্লাহর প্রিয় বান্দা" হওয়ার দাবির প্রত্যাখ্যান। (৫-৮)
- জুমার নামাজের বিধান। (৯-১১)

سورة المنافقون

সূরা আল-মুনাফিকূন

মুনাফিক বা কপট	The Hypocrites
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- মুনাফিকি বা কপটতার বিপদ।[1]

  আল্লাহ তা'আলা বলেন:
  ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾

  অর্থ: "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে: 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।' আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল। এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, এসব মুনাফিক নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ১)[2]

  এই আয়াতে এক সূক্ষ্ম বার্তা উল্লেখ করা হয়েছে: "وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ" (আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল)। কারণ, যদি এর বিপরীত কোনো বক্তব্য না দেওয়া হতো, তাহলে অর্থ এমন হতো যে, আল্লাহ তাআলা সেই মুনাফিকদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন, যারা রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য রিসালতের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। অথচ (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা কখনো এমন সাক্ষ্য প্রদান করেন না। বরং তিনি তাদের অন্তরের অবস্থাও জানেন এবং এই সাক্ষ্যের পিছনে তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল, সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত।

- এই সূরায় মুনাফিকদের ১৫টি গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে।[3]
- মুনাফিকরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য চায় না।

---

[1] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: "মুফসিদাতুল কুলুব (النفاق)" – মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

[2] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: تفسير اضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن ৪/১৪৪

[3] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "صفات المنافقين" – ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া

- এই সূরার সমাপ্তি এমন আয়াতের মাধ্যমে হয়েছে যেখানে মুমিনদের আহ্বান জানানো হয়েছে—তাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তাদের আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনের অনুসরণ থেকে গাফিল না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
  ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾
  অর্থ: "হে মুসলিমগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। আর যারা এ কাজ করবে, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন: ৯)[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- যখন দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা প্রবল হয়ে যায়, তখন মানুষ জুমার চেয়ে বাণিজ্যকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। একইভাবে, মুনাফিকরা ঈমান আনার দাবি করলেও, মূলত তারা দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য ঈমান এনেছে এবং অন্তরে বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখেছে। তারা বাহ্যিকভাবে মুসলমানের মতো আচরণ করে ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিজেদের ঈমানদার হিসেবে উপস্থাপন করে, কিন্তু তাদের ভেতরের কপটতা বা নিফাক একসময় প্রকাশ পেয়ে যায়।

ইউনিট নম্বর ১৬

২৮তয় পারা, সূরা আল-মুনাফিকুন (সূরা নম্বর: ৬৩), আয়াত ১-৮: এই অংশে নিফাকের বিস্তারিত পরিচয় এবং তার বিরুদ্ধে প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- মুনাফিক, তাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের মিথ্যাচারের জবাব। (১-৮)

ইউনিট নম্বর ১৭

২৮তম পারা, সূরা আল-মুনাফিকুন (সূরা নম্বর: ৬৩), আয়াত ৯-১১: এই অংশে নিফাক থেকে বাঁচার জন্য বাস্তবসম্মত করণীয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের জন্য উপদেশ ও দিকনির্দেশনা। (৯-১১)

[1] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: আল-গাফলাতু- মাফহুমুহা ওয়া খাত্রুহা ওয়া আলামাতুহা ওয়া আসবাবুহা (গাফলাত: এর সংজ্ঞা, ভয়াবহতা, লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার)- সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি)

سورة التغابن

সূরা আত-তাগাবুন

পারস্পরিক লাভ-ক্ষতি	Mutual Loss or Gain

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা

এই সূরার নাযিলের স্থানে মতভেদ রয়েছে। মদিনার মুসহাফ অনুযায়ী এটি মাদানি সূরা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

- পার্থিব ব্যস্ততা মানুষকে দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। গিবত (পরনিন্দা) করার ক্ষতি হলো, কিয়ামতের দিন তোমার সৎ আমল এমন ব্যক্তির কাছে দিয়ে দেওয়া হবে যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করো। এটিই তাগাবুন বা ক্ষতির দিক।
- এই সূরায় কিছু সন্তান-সন্ততি এবং পত্নীদের বিপদ ও সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, যারা মুসলমানদের দ্বীনের উপর আমল করতে বাধা দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴾

  অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীদের কেউ কেউ এবং সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা ক্ষমা করো, উপেক্ষা করো এবং মার্জনা করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা আত-তাগাবুন: ১৪)[1]

  আবার আল্লাহ তাআলা বলেন:

  ﴿ إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴾

  অনুবাদ: "নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা আত-তাগাবুন: ১৫)[2]

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়া যেতে পারে: الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن (সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আলেশায়খ

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة (সাঈদ বিন আলী বিন ওহাফ আল-কাহতানি)

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় বলা হয়েছিল, ধন-সম্পদ ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যেন আখিরাতের ক্ষতির কারণ না হয়। কিন্তু এই সূরায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যে সম্পর্কগুলো মানুষকে আখিরাত থেকে গাফিল করে, সেগুলো ফিতনা (পরীক্ষা) স্বরূপ। তাই এগুলোকে আখিরাতে সফলতার মাধ্যম বানাতে হবে।

ইউনিট নম্বর ১৮

২৮তম পারা, সূরা তাগাবুন (সূরা নম্বর ৬৪), আয়াত ১-৪: এই অংশে তাওহীদের সত্যতা, রিসালাতের সত্যতা, আখিরাতের সত্যতা এবং তাকদিরের সত্যতার বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, পাশাপাশি আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর মহা ক্ষমতা ও তার জ্ঞান। (১-৪)

ইউনিট নম্বর ১৯

২৮তম পারা, সূরা তাগাবুন (সূরা নম্বর ৬৪), আয়াত ৫-৭: তাওহীদ, রিসালাত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের আপত্তি এবং তার জবাব।

ইউনিট ১৯-এর বিষয়বস্তু

- এক অকৃতজ্ঞ জাতির কাহিনি। (৫-৬)

ইউনিট নম্বর ২০

২৮তম পারা, সূরাহ আত-তাগাবুন (সূরা নম্বর ৬৪), আয়াত ৮ থেকে ১৩ : এখানে আল্লাহর নূর, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাব—পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনার আদেশ উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন সমবেত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জান্নাতের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং জাহান্নামিদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে যে, বিপদ আসা বা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা—সবকিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এবং স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত মুমিন সেই, যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে।

ইউনিট ২০-এর বিষয়বস্তু

- মুশরিকরা, যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত, এবং তাদের শাস্তি। (৭-১০)

- মুমিনদের জন্য দিকনির্দেশনা। (১১-১৮)

ইউনিট নম্বর ২১

২৮তম পারা, সূরাহ আত-তাগাবুন (সূরা নম্বর ৬৪), আয়াত ১৪-১৮: এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নিছক পরীক্ষা। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করতে পারে, তাই সচেতন থাকা দরকার।

ইউনিট ২১-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের জন্য বিভিন্ন উপদেশ। (১১-১৮)

سورة الطلاق

সূরা আত-তালাক

তালাক	The Divorce
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

- সমষ্টিগত জীবন।
- যদি সববিষয়ে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) বজায় রাখা হয়, তাহলে সমাজের ঐক্য ও ধর্মের সাথে সংযোগ অটুট থাকবে। এই কারণে, এই সূরায় "তাকওয়া" শব্দটি একাধিকবার এসেছে।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরে সূক্ষ্মতা

- পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা মানুষকে আখেরাতের চিন্তা থেকে গাফিল করে দিতে পারে। আবার, অতিরিক্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা অন্যায়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলশ্রুতিতে আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। এজন্য সূরা তালাক, সূরা তাহরিম, সূরা তাগাবুন, এবং সূরা মুনাফিকুন অধ্যয়ন করলে ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা তৈরি হয়। অতি ভালোবাসা ও অতি বিদ্বেষ—এই দুটির চরমপন্থা মানুষের ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। ভালোবাসা ও বিদ্বেষকে ইসলামি সীমার মধ্যে রাখা উচিত।

ইউনিট নম্বর ২২

২৮তম পারা, সূরা তালাক (সূরা নম্বর ৬৫), আয়াত ১-৩: এই অংশে তালাকের বিধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২২-এর বিষয়বস্তু

- তালাক, ইদ্দত ও দুধপান করানোর বিধান। (১-৭)

---

[1] বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন: نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة – লেখক: সাঈদ বিন আলী বিন ওহফ

ইউনিট নম্বর ২৩

২৮তম পারা, সূরা তালাক (সূরা নম্বর ৬৫), আয়াত ৪-৭: এই অংশে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের খরচ, তাদের ভরণপোষণ ও আবাসনের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ২৩-এর বিষয়বস্তু

- তালাক, ইদ্দত ও দুধপান করানোর বিধান। (১-৭)

ইউনিট নম্বর ২৪

২৮তম পারা, সূরা তালাক (সূরা নম্বর ৬৫), আয়াত ৮-১২: এই অংশে সঠিক তালাক প্রদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যারা এর বিরোধিতা করে, তাদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ২৪-এর বিষয়বস্তু

- অবাধ্য ও বিদ্রোহী ব্যক্তিদের দমন এবং মুমিনদের সাবধান থাকার নির্দেশ। (৮-১০)
- মুমিনদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং আল্লাহর ক্ষমতার বর্ণনা। (১১-১২)

سورة التحريم

সূরা আত-তাহরীম

নিষেধাজ্ঞা	The Prohibition
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মদিনা	

কিছু বিষয়বস্তু

- এই সূরার মূল লক্ষ্য সমষ্টিগত জীবন বা সামাজিক ঐক্য।
- পারিবারিক পরিবেশ উন্নতি ও সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন:
  ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ
  "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার উপর নিযুক্ত আছে কঠোর ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয়, তা পালন করে।" (সূরা তাহরীম: ৬)
- সমাজের উন্নতি ও ঐক্যের ভিত্তি হলো পরিবার। পরিবার ছাড়া নাতো উন্নয়ন সম্ভব, আর না সামাজিক সংহতি। আর এই ভিত্তির মূল স্তম্ভ হলেন নারী। তিনিই নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলেন, সমাজের মানুষদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রস্তুত করেন।[1]
- কুরআন আমাদের সামনে এমন নারীদের উদাহরণ উপস্থাপন করেছে, যারা নিজেদের লক্ষ্যে সফল হয়েছেন—যেমন ফিরআউনের স্ত্রী ও মরিয়ম বিনতে ইমরান (عليهما السلام) আল্লাহ তাআলা বলেন:
  ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ﴾
  "আর আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য উদাহরণ দিয়েছেন ফিরআউনের স্ত্রীকে, যখন সে বলল: 'হে আমার রব! আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: মাসউলিয়াতুল মারআতিল মুসলিমা- আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লা বিন ইব্রাহিম।

এবং আমাকে ফিরআউন ও তার কর্ম থেকে মুক্তি দিন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন।' এবং মারইয়াম বিনতে ইমরান, যিনি তার সতীত্ব বজায় রেখেছিলেন, তখন আমি তার মধ্যে আমার আত্মার নিঃশ্বাস প্রবাহিত করেছিলাম। সে তার রবের বাণী ও কিতাবসমূহে বিশ্বাসী ছিল এবং ছিল বিনীতদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা তাহরীম: ১১-১২)[1]

- ওইসব নারীদের উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিল। যারা দ্বীনকে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছিল। ফলে তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَـٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ.

"আর আল্লাহ কাফিরদের জন্য উদাহরণ দিয়েছেন নূহ (আ.) ও লূত (আ.)-এর স্ত্রীদের। তারা দুজন আমার দুই নেক বান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, বরং বলা হলো: 'তোমরা (দুই নারী) দোযখে প্রবেশ করো প্রবেশকারীদের সাথে।" (সূরা তাহরীম: ১০)[2]

ইউনিট নম্বর ২৫

২৮তম পারা, সুরা আত-তাহরিম (সুরা নম্বর ৬৬), আয়াত ১-৫: এই আয়াতগুলিতে অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ ভাষায় নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া এর পেছনের হিকমতও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২৫-এর বিষয়বস্তু

- নবী (ﷺ) এবং তাঁর কিছু পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। (১-৫)

ইউনিট নম্বর ২৬

২৮তম পারা, সুরা আত-তাহরিম (সুরা নম্বর ৬৬), আয়াত ৬-৯: এই আয়াতগুলিতে পরিবারের সদস্যদের সঠিক পথে পরিচালিত করার এবং তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর খাঁটি তওবা (তওবা-ই-নসূহ) করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার প্রতিদানে জান্নাত, জান্নাতের বাগান ও নহরসমূহের সুখবর দেওয়া হয়েছে।

---

[1] বিশদ জানার জন্য পড়ুন: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" (তফসীর) – খণ্ড ৮, আয়াত ১১-১২।

[2] আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১৭২।

ইউনিট নম্বর ২৬-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। (৬)
- কাফিরদের সতর্ক করা হয়েছে যে কিয়ামতের দিন তাদের কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। (৭)
- মুমিনদের খাঁটি তওবা (তওবা-ই-নসূহ) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৮)
- নবী (ﷺ)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (৯)

ইউনিট নম্বর ২৭

২৮তম পারা, সুরা আত-তাহরিম (সুরা নম্বর ৬৬), আয়াত ১০-১২: এই আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে ঈমান ও সৎকর্মই প্রকৃত মুক্তির পথ। কিয়ামতের দিন পারিবারিক বা রক্তের কোনো সম্পর্ক কারও উপকারে আসবে না। সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে সৎকর্ম ও ঈমানের ওপর নির্ভরশীল।

আরও বলা হয়েছে যে, এটি চিরন্তন নীতি যে, মুক্তির জন্য ঈমান ও সৎকর্মই মূল চাবিকাঠি। এটি অতীতের নারীদের জন্য যেমন সত্য ছিল, তেমনি রাসূল (ﷺ)-এর যুগের নারীদের জন্যও সত্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেও এটি একইভাবে প্রযোজ্য। আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো পারিবারিক বা বংশগত সম্পর্ক কার্যকর হবে না; বরং ঈমান ও নেক আমল-এর ভিত্তিতেই মানুষ জান্নাতের পথে অগ্রসর হতে পারবে এবং পুলসিরাত পার হতে পারবে।

ইউনিট নম্বর ২৭-এর বিষয়বস্তু

- নারীদের জন্য ভালো ও মন্দ দুই ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। (১০-১২)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

تبارك الذي

২৯

উনত্রিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

উনত্রিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২৯তম পারা "তাবারাকাল্লাযী" (تبارك الذى)

আলেমগণ ২৯তম পারাকে ৩৮টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুসারে পারা ২৯ "তাবারাকাল্লাযি"-এর আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সূরা আল-মুলক		
১	১-১১	আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর একচ্ছত্র রাজত্বের ঘোষণা দিচ্ছেন।
২	১২-১৫	আল্লাহর মহিমার দাবি হলো ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
৩	১৬-১৯	বিশ্বজগতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহানত্বের বর্ণনা।
৪	২০-২৪	"আর-রাযযাক" (অর্থাৎ রিজিক দানকারী) হিসাবে আল্লাহর গৌরব প্রকাশ।
৫	২৫-৩০	প্রতিটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে, এই বিষয়টির ব্যাখ্যা।
সূরা আল-কলম		
৬	১-৭	মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বর্ণনা। তাঁর মহান চরিত্র ও উত্তম আখলাকের আলোচনা।
৭	৮-১৬	মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা ব্যক্তিদের ভ্রান্ত মতামতের খণ্ডন।
৮	১৭-৩৩	মক্কার মুশরিকদের আপত্তির জবাব দিতে "বাগান মালিকদের কাহিনি" তুলে ধরা হয়েছে।

৯	৩৪-৪৩	মুমিনদের জন্য সুসংবাদ ও কাফিরদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী।
১০	৪৪-৫২	অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত ও হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার বিষয়টির উল্লেখ। কুদৃষ্টির (নজর লাগার) উল্লেখ এবং পবিত্র কুরআনের প্রশংসনীয় গুণাবলির বর্ণনা।
সূরা আল-হাক্কাহ		
১১	১-১২	কিয়ামতের পরিচিতি।
১২	১৩-১৮	কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা।
১৩	১৯-২৪	সৎকর্মশীলদের জন্য মহাপুরস্কারের ঘোষণা।
১৪	২৫-৩৭	কিয়ামতের দিনে কাফির ও মুনাফিকদের অনুশোচনার বিবরণ।
১৫	৩৮-৫২	পবিত্র কুরআনের মহিমা ও গুরুত্বের আলোচনা।
সূরা আল-মা'আরিজ		
১৬	১-২০	কিয়ামতের দিন প্রশ্নোত্তরের দৃশ্যের বিবরণ।
১৭	২১-৩৫	মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসীদের ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্যের স্পষ্টকরণ।
১৮	৩৬-৪১	আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচার ও ইনসাফের আলোচনা।
১৯	৪২-৪৪	হাসি-ঠাট্টা ও অসার আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত, গম্ভীরতা বর্জনকারী লোকদের সমালোচনা।
সূরা নূহ		
২০	১-২৮	নবী নূহ (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর জাতির বিস্তারিত কাহিনি।
সূরা আল-জিন		
২১	১-২৮	জিন জাতির বিস্তারিত বর্ণনা।
সূরা আল-মুজ্জাম্মিল		

২২	১-১১	নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজের বিধান।
২৩	১২-১৯	অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের আলোচনা এবং ফেরাউনকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন।
২৪	২০	সৎকর্ম ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব।
সূরা আল-মুদ্দাসসির		
২৫	১-১০	দাওয়াতের মৌলিক উপাদান ও দাঈ'র (দাওয়াতদাতার) গুণাবলির আলোচনা।
২৬	১১-৫৬	ওলিদ বিন মুগীরার প্রসঙ্গ, জান্নাতি ও জাহান্নামিদের অবস্থা এবং কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণের গুরুত্ব।
সূরা আল-কিয়ামাহ		
২৭	১-১৫	কিয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন ও লক্ষণসমূহের বর্ণনা।
২৮	১৬-২৫	পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ, মাহাত্ম্য এবং অন্যান্য গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা।
২৯	২৬-৩৫	আবু জাহলের হঠকারিতা ও অজ্ঞতার উল্লেখ এবং মৃত্যুর আলোচনা।
৩০	৩৬-৪০	কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের প্রতি নসিহত এবং বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে তাদের বুঝানোর প্রয়াস।
সূরা আল-ইনসান / আদ-দাহর		
৩১	১-৪	মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়ার আলোচনা।
৩২	৫-২২	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটি মহান নেয়ামত।
৩৩	২৩-২৮	মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর "কৃতজ্ঞদের নেতা" হিসেবে পরিচয়।
৩৪	২৯-৩১	ঈমান ও কুফর সম্পর্কে মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টির

		বিবরণ।
সূরা আল-মুরসালাত		
৩৫	১-১৫	কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের চিত্রায়ণ।
৩৬	১৬-১৯	কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণসমূহের বিবরণ।
৩৭	২০-২৮	বিশ্বজগতের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টিরহস্য এবং তাকে সতর্ক করার কারণ ব্যাখ্যা।
৩৮	২৯-৫০	কিয়ামতের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ।

سورة الملك

সূরা আল-মুল্‌ক

রাজত্ব	Dominion
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

বিষয়বস্তু

- তাওহীদ রুবুবিয়াত থেকে তাওহীদ উলুহিয়াতের প্রমাণ এবং আল্লাহর মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান দান।
- এই সূরা মূলত একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়: " إعرف قدر الله وتوحيد العبادة" (অর্থাৎ, আল্লাহ) মর্যাদা ও মহিমা অনুধাবন করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করো)।[1]

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়া যেতে পারে: "معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع" – ড. সালেহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান

- এই সূরার প্রতিটি আয়াতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।
- আখিরাতকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তাআলা এই সূরায় অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[1]
- "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" (যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।) এই আয়াতের মাধ্যমে সহজ ভাষায় নাস্তিকদের (atheists) ও সংশয়বাদীদের জন্য যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।[2]
- আল্লাহর অসীম শক্তি ও সৃষ্টির নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, "আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা করো"।

  "تفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ "

  "আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা কর, কিন্তু আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে চিন্তা করো না।" (সাহিহুল জামি' : ২৯৭৬)
- তাওহীদে রুবুবিয়াতের তিনটি মূল দিক: মালিক (সর্বময় অধিপতি), খালিক (সৃষ্টিকর্তা), হাকিম (সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময় শাসক ও বিধানদাতা)। এইজন্য তাওহীদে হাকিমিয়াতকে আলাদাভাবে নতুন কোনো বিভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন নেই। সালাফ (প্রথম যুগের বিদ্বানগণ) থেকে প্রচলিত তিনটি বিভাগই যথেষ্ট এবং পরিপূর্ণ।[3] প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই তিনটি শ্রেণিই পাওয়া যায়।[4]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-মুলক থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় কিয়ামতের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।
- সূরা আল-মুলকে তাওহীদের (لا إله إلا الله) ব্যাখ্যা প্রদান করে। সূরা আল-কালামে মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিচয় ও মর্যাদা ব্যাখ্যা করে।

---

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" – মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবি

[2] বিস্তারিত জানতে দেখুন: তাফসির আল-কুরতুবি, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৯৮।

[3] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "القول السديد في الرد علي من انكر تقسيم التوحيد" – আবদুর রাজ্জাক বিন আবদুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বাদর

[4] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: "الإبانة الكبرى" – ইবনে বত্তাহ আল-আকবারি

সূরা আল-মুলকে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সূরা আল-কালামে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আল-হাক্কাহ আখিরাতের বাস্তবতা ও কিয়ামতের বর্ণনা দেয়।

ইউনিট নম্বর ১

২৯তম পারা, সূরা আল-মুলক, সূরা নম্বর ৬৭, আয়াত ১-১১: এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)। এখানে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর রাজত্বে অন্য কারও অংশ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দানকারী।

ইউনিট ১-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও শক্তি। (১-৫)
- কাফিরদের পরিণতি আর তারা নিজেদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করবে। (১১)

ইউনিট নম্বর ২

২৯তম পারা, সূরা আল-মুলক, সূরা নম্বর ৬৭, আয়াত ১২-১৫: এই অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মহত্ত্বের দাবি হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ইউনিট ২-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহভীতিদের জন্য উত্তম প্রতিদান। (১২)
- আল্লাহর সর্বজ্ঞান, তাঁর নেয়ামত, কাফিরদের প্রতি শাস্তি এবং মুশরিকদের মূর্তিপূজার পরিণতি। (১৩-২২)

ইউনিট নম্বর ৩

২৯তম পারা, সূরা আল-মুলক, সূরা নম্বর ৬৭, আয়াত ১৬-১৯: এই অংশে বিশ্বজগতের নিদর্শন দ্বারা আল্লাহর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ৩-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর সর্বজ্ঞান ও নেয়ামত। কাফিরদের জন্য শাস্তি। মুশরিকদের মূর্তিপূজার পরিণতি। (১৩-২২)

ইউনিট নম্বর ৪

২৯তম পারা, সূরা আল-মুলক, সূরা নম্বর ৬৭, আয়াত ২০-২৪: এই অংশে আল্লাহর "আর-রযজাক" (সকল সৃষ্টিের একমাত্র রিজিকদাতা) সত্তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের

প্রতিটি জীবের রিজিকের সংস্থান একমাত্র আল্লাহই করেন, আর সকলকে শেষ পর্যন্ত তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

ইউনিট ৪-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর সর্বজ্ঞান ও নেয়ামত। কাফিরদের জন্য শাস্তি। মুশরিকদের মূর্তিপূজার পরিণতি। (১৩-২২)

ইউনিট নম্বর ৫

২৯তম পারা, সূরা আল-মুলক, সূরা নম্বর ৬৭, আয়াত ২৫-৩০: এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জ্ঞানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কে সেই ব্যক্তি যে কাফিরদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে? যেদিন তাদের সামনে আখিরাতের বাস্তবতা প্রকাশ পাবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। যদি আল্লাহ এই পৃথিবী থেকে পানি উঠিয়ে নেন, তাহলে কে তাদের তৃষ্ণা মিটাবে?

ইউনিট ৫-এর বিষয়বস্তু

- হাশর ও হিসাব-নিকাশ একমাত্র আল্লাহর হাতে।আখিরাতে মুক্তি দান এবং দুনিয়াতে পানি সরবরাহের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। (২৮-৩০)

سورة القلم

সূরা আল-ক্বালাম

কলম	The Pen
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা এবং দাঈদের গুণাবলি।[1]
- এই সূরায় দাঈদের (দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের) উত্তম চরিত্র ও গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। এর বিপরীতে, খারাপ নৈতিকতার লোকদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেমন—বাগানের মালিকদের ঘটনা।
- নবুওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির জবাব।
- বাগানের মালিকদের কাহিনীর মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।
- পরকালের কঠিন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।
- মুসলমানদের এবং অপরাধীদের পরিণতি তুলনামূলকভাবে দেখানো হয়েছে।
- মূল লক্ষ্য: নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা এবং নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরকে সুদৃঢ় করা।
- এই সূরায় জ্ঞানকে মজবুত করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী সূরার তুলনায় এই সূরায় সতর্কতা ও কঠোরতা রয়েছে। উদ্যানের (বাগানের) উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[2]
- (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) – জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়, তাই এখানে কলমের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, যদি আমরা জ্ঞান সংরক্ষণ করি, তবে তা আমাদের জন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হবে।

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة" – আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ

[2] আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: তাফসির কুরতুবি (খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২২২)

- এছাড়া, এই সূরায় একজন দাঈ-এর চরিত্র ও গুণাবলিরও উল্লেখ রয়েছে।[1] যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) "আর নিশ্চয়ই আপনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী।"
- এই সূরায় এর বিপরীতে খারাপ চরিত্রের কথাও বলা হয়েছে, যেমন বাগানের মালিকদের কাহিনি। কোনো দাঈ-এর জন্য খারাপ চরিত্র থাকা উচিত নয়; বরং তার উচিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্রকে অনুসরণ করা।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা মুলকে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, আর সূরা কলামে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।
- সূরা মুলকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে, আর সূরা কলামে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল) সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৬

২৯তম পারা, সূরা আল-কলাম (সূরা নম্বর ৬৮), আয়াত ১-৭: এই অংশে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর মহৎ চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে।

ইউনিট ৬-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তম চরিত্র। (১-৭)

ইউনিট নম্বর ৭

২৯তম পারা, সূরা আল-কলাম (সূরা নম্বর ৬৮), আয়াত ৮-১৬: এই অংশে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধীদের চরিত্রের নিম্নমান তুলে ধরা হয়েছে। তারা অযথা অধিক শপথ গ্রহণ করত, যা মুনাফিক ও মন্দপ্রকৃতির লক্ষণ। এরপর বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না।

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন:
الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله – আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকী

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: مكارم الأخلاق – মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন

ইউনিট ৭-এর বিষয়বস্তু

- মিথ্যাবাদী ও বিপথগামীদের গুণাবলি। (৮-১৬)

ইউনিট নম্বর ৮

২৯তম পারা, সূরা আল-কলাম (সূরা নম্বর ৬৮), আয়াত ১৭-৩৩: এই অংশে বাগানের মালিকদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা একদিকে কৃতজ্ঞতাশূন্যতার পরিণতি নির্দেশ করে, অন্যদিকে কুরাইশ ও মক্কার মুশরিকদের আপত্তির জবাব প্রদান করে।

ইউনিট ৮-এর বিষয়বস্তু

- বাগানের মালিকদের কাহিনি। (১৭-৩৩)

ইউনিট নম্বর ৯

২৯তম পারা, সূরা আল-কলাম (সূরা নম্বর ৬৮), আয়াত ৩৪-৪৭: এই অংশে মুমিনদের জন্য মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং অবাধ্যদের সতর্ক করার জন্য প্রশ্নবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপদেশ ও শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

ইউনিট ৯-এর বিষয়বস্তু

- পরহেজগারদের প্রতিদান, অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ ও তাদের জন্য শাস্তির ঘোষণা। (৩৪-৪৭)

ইউনিট নম্বর ১০

২৯তম পারা, সূরা আল-কলাম (সূরা নম্বর ৬৮), আয়াত ৪৪-৫২: এই অংশে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কাফিররা সিজদা করতে পারবে না এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা নেমে আসবে। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে এবং ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনি উল্লেখ করে তাঁকে দৃঢ় থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, কাফিরদের নজর লাগা ও হিংসার কথা বলা হয়েছে এবং কুরআনের মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

ইউনিট ১০-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধৈর্য ধরার উপদেশ ও ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনি দৃঢ়তার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। (৪৮-৫২)

سورة الحاقة

সূরা আল-হাক্কাহ্

অবধারিত ঘটনা	The Inevitable

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা।[1]
- এই সূরার সমস্ত আয়াতে আখিরাতের আলোচনা রয়েছে।
- আখিরাতের আলোচনা দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা দাঈদের ব্যবহার করা উচিত, কারণ আখিরাতের কথা শুনে কঠোর হৃদয়ও নরম হয়ে যায়।[2]
- কিয়ামতের দৃশ্যাবলির বিবরণ।[3]
- পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম:

১। কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা।

২। কিয়ামতের বিভীষিকা ও ধ্বংসযজ্ঞের আলোচনা।

৩। সৎকর্মশীলদের পরিণতি।

৪। মন্দকর্মীদের পরিণতি।

৫। কুরআনের মর্যাদা ও মহত্ব।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-মুলকে আল্লাহর পরিচিতি রয়েছে। সূরা আল-কলামে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিচিতি। আর সূরা আল-হাক্কাহতে কিয়ামতের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: زاد الداعية إلى الله - মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: أمراض القلوب وشفاؤها - আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: من مشاهد القيامة وأهوالها وما يلقاه الإنسان بعد موته - আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লাহ বিন ইব্রাহিম

- আগের সূরাগুলোর মতো এই সূরাটির মূল বিষয়ও আখিরাত।

ইউনিট নম্বর ১১

২৯তম পারা, সূরা আল-হাক্কাহ (সূরা নম্বর ৬৯), আয়াত ১-১২: এই অংশে কিয়ামতের ভয়াবহতার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। কাফির, মুশরিক ও মিথ্যাবাদীরা যেভাবে কিয়ামতকে অস্বীকার করত, তা তুলে ধরা হয়েছে। ফেরাউন, আদ, সামুদ সম্প্রদায়গুলোরর ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট ১১-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের বর্ণনা। (১-৩)
- আদ, সামুদ, ফেরাউন ও নূহের সম্প্রদায়ের ধ্বংস। (৪-১২)

ইউনিট নম্বর ১২

২৯তম পারা, সূরা আল-হাক্কাহ (সূরা নম্বর ৬৯), আয়াত ১৩-১৮: এই অংশে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও তার সময় সংঘটিত দৃশ্যাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১২-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের অবস্থা। (১৩-১৮)

ইউনিট নম্বর ১৩

২৯তম পারা, সূরা আল-হাক্কাহ (সূরা নম্বর ৬৯), আয়াত ১৯-২৪: এই অংশে বলা হয়েছে যে, সৎ ও নেককার লোকদের জন্য দেওয়া হবে উত্তম পুরস্কার ও সম্মানিত প্রতিদান।

ইউনিট ১৩-এর বিষয়বস্তু

- ডান হাতের লোক (আসহাবে ইয়ামিন) ও বাম হাতের লোক (আসহাবে শিমাল)-এর পরিণতি। (১৯-৩৭)

ইউনিট নম্বর ১৪

২৯তম পারা, সূরা আল-হাক্কাহ (সূরা নম্বর ৬৯), আয়াত ২৫-৩৭: এই অংশে কাফির ও মুনাফিকদের পরিণতির বর্ণনা রয়েছে। যখন তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তখন তারা অত্যন্ত হতাশ ও লজ্জিত হয়ে বলবে: "হায়! যদি আমাদের আমলনামা আমাদের না দেওয়া হতো! হায়! যদি আমরা এই কঠিন দৃশ্য কখনো দেখতে না পেতাম!"

ইউনিট ১৪-এর বিষয়বস্তু

- আসহাবে ইয়ামিন ও আসহাবে শিমাল-এর পরিণতি। (১৯-৩৭)

ইউনিট নম্বর ১৫

২৯তম পারা, সূরা আল-হাক্কাহ (সূরা নম্বর ৬৯), আয়াত ৩৮-৫২: এই অংশে কুরআনের মহিমা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আজ্ঞাবহ ও অবাধ্যদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট ১৫-এর বিষয়বস্তু

- কুরআন। (৩৮-৫২)

سورة المعارج

সূরা আল-মা'আরিজ

সিঁড়িসমূহ	The Way of Ascent
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়বস্তু

- ইবাদতের সাথে নৈতিকতার গুরুত্ব।[1]
- এই সূরায় মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি সূরা আল-মুমিনুনের অনুরূপ, বরং এটি তার পরিপূরক।[2] তাই একজন দাঈর উচিত নিজেকে সেই বন্দেগীর গুণাবলিতে সুসজ্জিত করা, যা সূরা আল-মুমিনুনে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে, এই সূরায় উল্লেখিত নৈতিক গুণাবলিও একজন মুমিনের জন্য অপরিহার্য।[3]
- এতে বিশেষভাবে সেই লোকদের চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধিতা করছিল।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- উভয় সুরার বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন, অর্থাৎ প্রতিদান ও পরিনাম সাব্যস্তকরণ।
- সুরাহ আল-মুলক তাওহিদের প্রমাণ প্রদান করে, সুরাহ আল-কলম রিসালাতের সত্যতা তুলে ধরে, সুরাহ আল-হাক্কাহ আখিরাতের বিষয়ে আলোচনা করে, আর সুরাহ আল-মাআরিজ ভালো গুণাবলির ভিত্তিতে আখিরাতে ভালো পরিণাম এবং খারাপ গুণাবলির কারণে খারাপ পরিণামের আলোচনা করে।

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: মাকারিমুল আখলাক – মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: তাজকিরুল মুসলিমীন বিসিফাতিল মু'মিনীন – আব্দুল্লাহ বিন জারউল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জারউল্লাহ। ফাতহুল মান্নান ফি সিফাত ইবাদির রহমান – ওয়াহিদ বিন আবদুস সালাম বালি।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ ওয়া আখলাকুদ দুআত – আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ।

ইউনিট নম্বর ১৬

২৯তম পারা, সুরাহ আল-মাআরিজ (সূরা নম্বর ৭০), আয়াত ১-২০: এতে কিয়ামতের দিন কাফের, মুশরিক এবং মুনাফিকদের সঙ্গে সংঘটিত সংলাপ ও প্রশ্নোত্তরের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের পরিস্থিতি। (১-১৮)
- মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। (১৯-২১)

ইউনিট নম্বর ১৭

২৯তম পারা, সুরাহ আল-মাআরিজ (সূরা নম্বর ৭০), আয়াত ২১-৩৫: এই অংশে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসীদের এবং অবিশ্বাসীদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- মুমিনদের গুণাবলি ও তাদের প্রতিদান। (২২-৩৫)

ইউনিট নম্বর ১৮

২৯তম পারা, সুরাহ আল-মাআরিজ (সূরা নম্বর ৭০), আয়াত ৩৬-৪৪: এই অংশে আল্লাহর সুবিচার ও ন্যায়বিচারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের গুণাবলি ও তাদের পরিণতি। (৩৬-৪৪)

ইউনিট নম্বর ১৯

২৯তম পারা, সুরাহ আল-মাআরিজ (সূরা নম্বর ৭০), আয়াত ৪২-৪৪: "খাওজ" (হাস্যরস) ও "লাহু ও লাঅব" (অসার ও অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত থাকা) – এই আয়াতগুলোতে সেইসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা জীবনকে হালকাভাবে নেয়, গম্ভীর বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে এবং সবকিছুর উপহাস করে।

ইউনিট ১৯-এর বিষয়বস্তু

- কাফেরদের গুণাবলি ও তাদের পরিণতি। (৩৬-৪৪)

سورة نوح

সূরা নূহ

নবী নূহ	The Prophet Noah
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়বস্তু

- দাওয়াত ও ইসলাহ (সংস্কার) করতে কখনো হতাশ হওয়া যাবে না, বরং নূহ (আ.)-এর মতো ধৈর্যধারণ করতে হবে।[1]
- এই সুরায় দাঈ-দের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।[2]
- নুর আলাইহিস সালামের ঘটনায় দা'ওয়াতের বিভিন্ন মাধ্যম তুলে ধরা হয়েছে।
- নূহ (আ.) দীর্ঘ ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন, এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন।[3]
- এ সূরায় যেন নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর প্রতিপালকের সামনে নিজের হিসাব পেশ করছেন।
- এটি দাওয়াতের কলা-কৌশল নিয়ে সংবলিত একটি সূরা।[4]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় দৃঢ় সংকল্পকারী রসূলদের মতো ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, "সাহেবে হূত"-এর মতো হয়ে যেয়ো না।" আর এই সূরায় নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামের বিবরণ রয়েছে। ধৈর্য ও প্রতীক্ষার পর

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: মাকূমাত আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ" – সালেহ বিন মুহাম্মদ আল-লুহাইদান।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আল-উম্মাহ আল-ওয়াস্ত ওয়া আল-মিনহাজ আন-নবাবি ফি আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ" – আব্দুল্লাহ বিন আবদুল মুহসিন আত-তুরকি।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "মাকানাতু আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ ওয়া উসুস দাওয়াহ গাইরিল মুসলিমীন" – আব্দুর রাজ্জাক বিন আবদুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বাদর।

[4] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ ওয়া আখলাক উদ-দু'আত" – আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মুহূর্ত আসে, এবং বিজয় সর্বদা সত্যেরই হয়— "আর পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত" (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)।

ইউনিট নম্বর ২০

২৯তম পারা, সুরাহ নূহ (সূরা নম্বর ৭১), আয়াত ১-২৮: এই অংশে নূহ (আ.)-এর নবুওয়াত ও তাঁর দাওয়াতি মিশনের উল্লেখ রয়েছে। নূহ (আ.)-এর জাতির বিস্তারিত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আর আল্লাহর শাস্তির পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতির বিবরণ রয়েছে।

ইউনিট ২০-এর বিষয়বস্তু

- নূহ (আ.)-এর তাঁর জাতির কাছে আবির্ভাব ও তাঁর দাওয়াতি মিশন। (১-৪)
- নূহ (আ.)-এর আল্লাহর কাছে অভিযোগ এবং তার জাতির কুফর ও পাপাচারের বিবরণ। নূহ (আ.)-এর জাতির ধ্বংসের জন্য তার দুআ। (৫-২৮)

سورة الجن

সূরা আল-জিন

জিন	JInn

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু বিষয়বস্তু

- কিছু জিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা দাওয়াতি কাজ শুরু করেছিল। নূহ (আ.)-এর পর এখানে আরেকটি দাওয়াতের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।[1]
- জিনরা যখন কুরআন শুনল, তারাও আল্লাহর প্রতি আহবানকারী হয়ে গেল। এটি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তাদের সংযুক্তির প্রমাণ বহন করে।[2]

  আল্লাহ তাআলা বলেন:

  قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

  (অর্থ): (হে নবী!) বলুন, আমার প্রতি ওহী নাজিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল (এটি) শুনেছে এবং বলেছে: আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।

  يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

  (অর্থ): এটি সঠিক পথে পরিচালিত করে, তাই আমরা এতে ঈমান এনেছি, এবং আমরা কখনোই আমাদের রবের সাথে কাউকে অংশীদার করবো না।
- জিনদের সাহায্য চাওয়া আর আল্লাহ ব্যাতীত তাদের সাহায্যকারী বিবেচনা করা নিষিদ্ধ।

  وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

  (অর্থ): কিছু মানুষ কিছু জিনদের কাছে আশ্রয় চাইত, ফলে তারা তাদের পথভ্রষ্টতা ও বিদ্রোহ আরও বাড়িয়ে দিত।
- এতে দা'ওয়াতের কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[3]

---

[1] এই বিষয়ে আরও জানতে পড়তে পারেন: "আল-উম্মাহ আল-ওয়াস্ত ওয়া আল-মিনহাজ আন-নবাবি ফি আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ" – আব্দুল্লাহ বিন আবদুল মুহসিন আত-তুরকি। "আলামুল জিন ওয়াশ-শায়াতিন" – ওমর সুলাইমান আল-আশকার

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: তাফসির ইবনে কাসির- ৮/২৩৮।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ ওয়া আখলাক আদ-দু'আত" – আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- দাঈদের জন্য জিনদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে । নুহ আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্তের পর অন্য জগতের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ২১

২৯তম পারা, সূরা আল-জিন (সূরা নম্বর ৭২)-এর আয়াত ১ থেকে ২৮ পর্যন্ত জিন জাতির কুরআন শ্রবণ, তাদের ঈমান আনা এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও জিনদের পথভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পূর্বে জিনেরা মানুষকে ভয় পেত, মানুষ যেখানে যেত, জিনেরা সেখান থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু যখন মানুষ শিরক শুরু করল এবং জিনদের আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগল, তখন তাদের অন্তর থেকে মানুষের ভয় দূর হয়ে গেল। এরপর আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে জিনদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যারা অবাধ্য ও দুষ্ট প্রকৃতির জিন, তারা প্রায়ই আকাশ ভ্রমণ করে এবং যখন ফেরেশতারা তাদের খুঁজে পান, তখন তাদের ধ্বংস করে ফেলা হয়। এছাড়াও বলা হয়েছে, জিনদের মধ্যে কাফেরও আছে, মুসলমানও আছে; সৎ ও অসৎও আছে; তাদের মধ্যে শয়তানও আছে এবং কিছু অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও বিদ্রোহী জিনও আছে। সূরার শেষ অংশে বলা হয়েছে, গায়েব (অদৃশ্য) সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

ইউনিট নম্বর ২১-এর বিষয়বস্তু

- জিনদের কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান গ্রহণ করা, তাদের শ্রেণিবিভাগ ও বিশ্বাসের বিবরণ। (১-১৭)
- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য বিশেষ অনুগ্রহ ও দিকনির্দেশনা। (১৮-২৫)
- অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাখে না। (২৬-২৮)

سورة المزمل

সূরা আল-মুযযাম্মিল

চাদর জড়ানো ব্যক্তি	The One Rapped in Garment
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়বস্তু

- একজন দাঈ ও মুসলিমের জন্য তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল (রাত্রিজাগরণ) অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস।[1]
- এই সূরাটি দাঈদের (দাওয়াতদাতাদের) জন্য রসদস্বরূপ। দাঈরা যে সম্বল বা পাথেয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন, তা হলো কিয়ামুল লাইল (রাত্রিকালীন নামাজ)। এর মাধ্যমে দাঈগণ তাদের দাওয়াতি কাজে সাহায্য পাবেন।
- এতে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উল্লেখ রয়েছে, যিনি অহংকারী ফেরাউনের সম্মুখীন হয়েছিলেন।কিয়ামুল লাইল হলো সেই মাধ্যম, যা জীবনের কঠিন সময়ে এবং দিনের বেলা দাওয়াতের কাজে সহায়ক হয়। (তোমাদের রসদ বা সম্বল হলো কিয়ামুল লাইল।)
- দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের ওপর কিয়ামুল লাইল ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তাঁরা তাঁদের দাওয়াতি কাজে দৃঢ় হতে পারেন। এক বছর পর এ ফারজিয়াতের ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়। সাহাবাদের ওপর এটি ফরজ করা হয়েছিল, কারণ এটি মক্কা বিজয়ের পর ভবিষ্যতে যারা জিহাদের জন্য বের হবেন, তাদের জন্য প্রস্তুতির ভিত্তি ছিল।[2]
- যখনই কোনো নবী তাঁর দা'ওয়াত পেশ করেছেন, তখন ই কওমের নেতা ও ভোগবিলাসে অভ্যস্ত মানুষরা বিরোধিতা করেছে। ঠিক তেমনিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: জাদুদ দা-ঈয়া ইলাল্লাহ- ইবনে উসাইমিন।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "মাওয়াকিফ আন-নাবি (সা.) ফি আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ" – সাঈদ বিন আলী বিন ওহফ আল-কাহতানি।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে। এই সূরার একেবারে শুরুতেই সেই বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

- দাওয়াত শুরু করার জন্য এবং দাওয়াতে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে দাঈদের কী ধরনের গুণাবলি অর্জন করা জরুরি?
- একজন দাঈর দৈনন্দিন রুটিন (দিন ও রাতের কার্যাবলি) কেমন হওয়া উচিত, যাতে তিনি অভ্যন্তরীণভাবে দৃঢ় হতে পারেন?

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় মানুষের একগুঁয়েমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর দীর্ঘ দাওয়াতের পরও তারা ঈমান আনেনি। আর এর পরের সূরায় বলা হয়েছে যে, জিন দ্রুত প্রভাব গ্রহণ করে। কুরাইশের কাফিররা কি নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের মতো হতে চায়, নাকি মুমিন জিনদের থেকে শিক্ষা নিতে চায়?
- যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে, তাদের উচিত নিজেদের সুরা মুযাম্মিল ও সুরা মুদ্দাসসিরের আলোকে মানসিকভাবে দৃঢ় করা। মানসিকভাবে দৃঢ় থাকার উপায়:

  (১) তাহাজ্জুদ (রাত্রিকালীন নামাজ), (২) তারতীল কুরআন – কুরআন ধীরে-সুস্থে ও স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করা, (৩) হিজরে জামিল – সুন্দরভাবে বিরত থাকা বা বিচ্ছিন্ন হওয়া (কোনো ক্ষতি না করে দাওয়াতি নীতিতে)। (৪) ইসলামি পন্থায় আত্মশুদ্ধি অর্জন করা – বিদআতমূলক উপায় পরিহার করা ও (৫) সালাত।
- সুরা মুযযাম্মিল ও সুরা মুদ্দাসসির আমাদের শেখায় যে, একজন দাঈর উচিত মানসিকভাবে সবল থাকা।

ইউনিট নম্বর ২২

২৯তম পারা, সুরাহ আল-মুযাম্মিল (সূরা নম্বর ৭৩), আয়াত ১-১১: এই অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নবী (সা.)-কে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের আদেশ দেন। এরপর নবী (সা.)-এর দাওয়াতি কাজের জন্য মানসিক ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইউনিট ২২-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি ওহী (আল্লাহর বার্তা) গ্রহণ করতে পারেন এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন। (১-১০)

ইউনিট নম্বর ২৩

২৯তম পারা – সুরা মুযযাম্মিল (সুরা নম্বর ৭৩), আয়াত ১২-১৯-এ বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে না, তাদের আচরণ এবং তাদের পরিণতি কেমন হবে। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউনের মতো অহংকার ও বিদ্রোহী আচরণ করো না। এরপর জান্নাতি ও জাহান্নামিদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট ২৩-এর বিষয়বস্তু

- মিথ্যে প্রতিপন্নকারীদের জন্য কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তের বর্ণনা এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ। (১১-১৯)

ইউনিট নম্বর ২৪

২৯তম পারা, সুরা মুযযাম্মিল (সুরা নম্বর ৭৩), আয়াত ২০-এ বিভিন্ন উপদেশমূলক পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে এবং পথনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদানের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের মহত্ত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও তা নিয়মিতভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি অনুগ্রহ ও ক্ষমা দান করেন।

ইউনিট ২৪-এর বিষয়বস্তু

- সৎকর্ম, তওবা ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও প্রার্থনার আলোচনা। (২০)

سورة المدثر

সূরা আল-মুদ্দাসসির

চাদরে আচ্ছাদিত ব্যক্তি	The One Enveloped
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- এই সূরা দ্বীনের দাওয়াত কায়েম করার আহ্বান জানাচ্ছে।[1]
- দাঈদের জন্য আয়াতসমূহ, উপমা, গুণাবলি ও পাথেয় উল্লেখ করার পর এখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[2]
- আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও তাঁর মহত্ব বর্ণনা করতে বলা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবী ও সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় রাখা হোক—আল্লাহু আকবার।[3]
- দাওয়াতের ময়দানে এমন কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যম প্রদর্শন করতে হবে যাতে বাতিল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পিছু হটে যায়।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরায় যে দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছিল, এ সূরায় তা আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- যদি আমরা সূরা মুজ্জাম্মিল ও সূরা মুদ্দাসসিরের তুলনা করি, তাহলে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। সূরা মুজ্জাম্মিলের আয়াতের ধারাবাহিকতার পরপরই সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত এসেছে, যা এটাই প্রমাণ করে যে উভয় সূরার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

---

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة- আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: زاد الداعية إلى الله- মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন

[3] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: إتحاف الخلق بمعرفة الخالق- আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ

ইউনিট নম্বর ২৫

২৯তম পারা, সূরা আল-মুদ্দাসসির (সূরা নং ৭৪), আয়াত ১-১০: এই আয়াতসমূহে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত ও দৃঢ়সংকল্প হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দাওয়াতের অপরিহার্য শর্তাবলি ও দাঈদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে যে, শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার দিন (কিয়ামতের দিন) কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে।

ইউনিট নং ২৫-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহ্‌র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আল্লাহর দয়া ও দিকনির্দেশনা। (১-৭)
- কিয়ামতের ভয়াবহতা ও এর দ্বারা কাফিরদের সতর্ককরণ। (৮-১০)

ইউনিট নম্বর ২৬

২৯তম পারা, সূরা আল-মুদ্দাসসির (সূরা নং ৭৪), আয়াত ১১-৫৬: এই আয়াতসমূহে ওয়ালিদ বিন মুগীরা-এর উল্লেখ রয়েছে, যে ছিল অত্যন্ত ধনী ও সম্পদশালী। সে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছিল এবং কুরআনকে মানুষের বাণী বলে অপবাদ দিয়েছিল। এজন্য তার জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের একটি ভয়ংকর উপত্যকা "সা'উদ"-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের ফেরেশতাদের অত্যন্ত কঠোর, নির্মম ও কঠিন স্বভাবের করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর জান্নাতি ও জাহান্নামিদের মধ্যে সংলাপের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে বলা হয়েছে যে কুরআন মাজিদ হলো এক মহামূল্যবান উপদেশগ্রন্থ, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে এর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

ইউনিট নং ২৬-এর বিষয়বস্তু

- ওয়ালিদ বিন মুগীরার কাহিনি ও তার জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা। (১১-২৬)
- জাহান্নামের ভয়াবহতা ও এর তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের প্রকৃত স্বরূপ। (২৭-৩৭)
- অপরাধীরা নিজেদের মুখে জাহান্নামে শাস্তি পাওয়ার কারণ বর্ণনা করবে। (৩৮-৫৩)
- কুরআনের প্রকৃত স্বরূপ ও এই শিক্ষা যে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। (৫৪-৫৬)

سورة القيامة

সূরা আল-কিয়ামাহ্

কিয়ামত	The Resurrection
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- এই সূরা পরকাল সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়, তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ দেয় এবং সৎকর্মশীলদের সান্ত্বনা দেয়।[1]
- এটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ একটি সূরা, যা মৃত্যু এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরা থেকে শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত পরকালের উল্লেখ স্পষ্ট বা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে এসেছে, শুধু কয়েকটি সূরা ছাড়া।
- সূরা কিয়ামাহতে বড়ো বিচারালয় ও ছোটো বিচারালয়ের কথা বলা হয়েছে। বড়ো বিচারালয় হলো কিয়ামতের দিন। ছোটো বিচারালয় হলো নফসে লাওয়ামাহ (আত্মগ্লানি), যা মানুষের ভেতরেই অবস্থান করে।

ইউনিট নম্বর ২৭

২৯তম পারা, সূরা আল-কিয়ামাহ (সূরা নং ৭৫), আয়াত ১-১৫: এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন যে, কুরাইশের কাফিররা গাফিল। তারা মনে করে যে, আল্লাহ

[1] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: *مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين-* আবদুর রাজ্জাক বিন আবদুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বাদর

[2] বিশদ জানার জন্য প্রণিধান করুন: *التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة-* মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবি

তাদের হাড়গুলো পুনরায় জড়ো করতে পারবেন না। তারা প্রশ্ন করত, "কিয়ামত কখন আসবে?"—এর উত্তরে কিয়ামতের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২৭-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা প্রমাণ। (১-১৫)

ইউনিট নম্বর ২৮

২৯তম পারা, সূরা আল-কিয়ামাহ (সূরা নং ৭৫), আয়াত ১৬-২৫: এই আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, কুরআনের সংরক্ষণকারী স্বয়ং আল্লাহ। এরপর কুরআনের মর্যাদা ও তার মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ২৮-এর বিষয়বস্তু

- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন মুখস্থ করতে উদগ্রীব থাকতেন, এজন্য আল্লাহ তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। (১৬-১৯)
- কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা এবং পুনরুত্থানের সত্যতা। (২০-৪০)

ইউনিট নম্বর ২৯

২৯তম পারা, সূরা আল-কিয়ামাহ (সূরা নং ৭৫), আয়াত ২৬-৩৫: এই আয়াতসমূহে মৃত্যুর বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এবং আবু জাহলের জেদ ও তার পরিণতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ২৯-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা ও পুনরুত্থানের সত্যতা। (২০-৪০)

ইউনিট নম্বর ৩০

২৯তম পারা, সূরা আল-কিয়ামাহ (সূরা নং ৭৫), আয়াত ৩৬-৪০: এই আয়াতসমূহে কিয়ামতের অবিশ্বাসীদের জন্য যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৩০-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা ও পুনরুত্থানের সত্যতা। (২০-৪০)

سورة الإنسان

সূরা আল-ইনসান

মানুষ	The Men
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান: মদিনা	

কিছু বিষয়

- এই সূরা মানুষের মনে উদ্ভূত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করে, যেমন: (আমি কে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমাকে কে সৃষ্টি করেছে?)[1]
- তোমার দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়া, আর হেদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ।[2]
- মানুষের দুটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

  ১। যারা দাঈদের (দাওয়াতপ্রদানকারীদের) আহ্বানে সাড়া দেয়।

  ২। যারা অহংকার করে ও দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
- উভয়ের পরকালীন পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে।
  - মানব প্রকৃতি (Anthropology)

الإنسان ذلك المجهول (The Human: The Unknown) - পৃষ্ঠা ১৬

মানুষ সম্পর্কে এখনো সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়নি, সূরা আল-ইনসানে যার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- মানুষের বিখ্যাত প্রশ্নগুলোর উত্তর:
- ➢ আমি কে? আমার প্রকৃতি কী?
- ➢ আমাকে কী করতে হবে এবং কী করতে হবে না?
- ➢ এই পৃথিবীর আইনপ্রণেতা কে? এই সৃষ্টিজগতের পরিচালক কে?
- ➢ মৃত্যুর পর আমার গন্তব্য কোথায়?

---

[1] বিস্তারিত জানার অধ্যয়ন করুন: *الإيمان بالقدر*- ইবনে তাইমিয়া; *شبهات وأجوبة عن القدر*- শাইখ আস-সালেহ।

[2] বিস্তারিত জানার অধ্যয়ন করুন: *مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى* - সাঈদ বিন আলি বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি

- আল্লাহ মানুষকে ভালো ও মন্দ কাজ করার ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছেন:

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি—সে হয় কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।" *(সূরা আল-ইনসান: আয়াত ৩)*

মানুষ তার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করলেই যথেষ্ট যুক্তি পাবে। কিন্তু সে তা না করে আল্লাহর শাস্তি চায়, অথচ আল্লাহ তাকে যথাযথ পথনির্দেশ দেন। আল্লাহ তিনভাবে মানুষের পথনির্দেশ করেছেন:

১। নবীদের মাধ্যমে,

২। আসমানি কিতাবের মাধ্যমে ও

৩। বিশ্ব ও মানবপ্রকৃতির নিদর্শন এবং উপদেশের মাধ্যমে।

তিনি বিভিন্ন জাতির ওপর শাস্তি ও শিক্ষা দিয়ে প্রমাণ রেখেছেন, যাতে হেদায়াত স্পষ্ট হয়।

- তবুও, যদি কোনো মানুষের কাছে নবী বা তাঁর শিক্ষা না পৌঁছায়, তাহলে তার সাথে "আহলুল-ফাতরাহ" (যাদের কাছে দ্বীন পৌঁছায়নি) এর মতো আচরণ করা হবে। *(ফাতাওয়া শাইখ আল-আলবানি)*
- এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম কি কারও প্রতি অবিচার করেছে? না! ইসলাম মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাকে সত্য উপলব্ধির যথেষ্ট সুযোগও দিয়েছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-কিয়ামাহতে পাঁচবার "মানুষ" শব্দটি এসেছে, কিন্তু সূরা আদ-দাহরের আরেক নামই হলো "ইনসান" (মানবজাতি)।

ইউনিট নম্বর ৩১

২৯তম পারা, সূরা আল-ইনসান / আদ-দাহর (সূরা নম্বর ৭৬), আয়াত ১-৪: এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে।

ইউনিট নং ৩১-এর বিষয়বস্তু

- মানুষের সৃষ্টি শূন্য অবস্থা থেকে, তারপর তাকে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (১-৩)
- কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের শাস্তির আলোচনা। (৪)

ইউনিট নম্বর ৩২

২৯তম পারা, সূরা আল-ইনসান / আদ-দাহর (সূরা নম্বর ৭৬), আয়াত ৫-২২: এখানে বলা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা একটি মহান নিয়ামত, এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা আল্লাহর প্রিয়।

ইউনিট নং ৩২-এর বিষয়বস্তু

- সৎকর্মশীল মানুষের গুণাবলি এবং পরকালে তাদের জন্য পুরস্কারের বিবরণ। (৫-২২)

ইউনিট নম্বর ৩৩

২৯তম পারা, সূরা আল-ইনসান / আদ-দাহর (সূরা নম্বর ৭৬), আয়াত ২৩-২৮: কৃতজ্ঞদের নেতা হলেন আল্লাহর নবী ﷺ।

ইউনিট নং ৩৩-এর বিষয়বস্তু

- নবী ﷺ ও মুমিনদের জন্য দিকনির্দেশনা। (২৩-৩১)

ইউনিট নম্বর ৩৪

২৯তম পারা, সূরা আল-ইনসান / আদ-দাহর (সূরা নম্বর ৭৬), আয়াত ২৯-৩১: এখানে বলা হয়েছে যে, ইসলাম কোনো জবরদস্তির ধর্ম নয়। আল্লাহ সকল মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন—যে চাইবে ঈমান আনবে, আর যে চাইবে কুফরির ওপর অটল থাকবে।

ইউনিট নং ৩৪-এর বিষয়বস্তু

- নবী ﷺ ও মুমিনদের জন্য দিকনির্দেশনা। (২৩-৩১)

سورة المرسلات

সূরা আল-মুরসালাত

বাতাসের একটি বৈশিষ্ট্য	Those Sent Forth
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় একটি আয়াত বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যা মূল বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করে: وَيۡلٌ لِّلۡمُكَذِّبِينَ "সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ধ্বংস রয়েছে।"

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা আল-কিয়ামাহ এবং সূরা আল-ইনসান দাঈদের উদ্দেশ্যে বলছে: "তোমরা দাওয়াত দাও, আর হেদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ।" অন্যদিকে সূরা আল-মুরসালাত বলছে: "যারা এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদের জন্য ভয়ংকর পরিণতি রয়েছে।"[1]

ইউনিট নম্বর ৩৫

২৯তম পারা, সূরা আল-মুরসালাত (সূরা নম্বর ৭৭), আয়াত ১-১৫: এই অংশে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৩৫-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের অবস্থা ও তার ভয়াবহতা। (১-১৫)

ইউনিট নম্বর ৩৬

২৯তম পারা, সূরা আল-মুরসালাত (সূরা নম্বর ৭৭), আয়াত ১৬-১৯: এই অংশে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তাদের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৩৬-এর বিষয়বস্তু

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ

- ধ্বংসের মাধ্যমে কাফেরদের সতর্ক করা। (১৬-১৯)

ইউনিট নম্বর ৩৭

২৯তম পারা, সূরা আল-মুরসালাত (সূরা নম্বর ৭৭), আয়াত ২০-২৮: এখানে সৃষ্টিজগত ও মানবসৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তারপর মানুষকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।

ইউনিট নং ৩৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর শক্তির নিদর্শন ও এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের সতর্ক করা। (২০-২৮)

ইউনিট নম্বর ৩৮

২৯তম পারা, সূরা আল-মুরসালাত (সূরা নম্বর ৭৭), আয়াত ২৯-৫০: এই আয়াতগুলোতে কিয়ামতের ভয়াবহতা, পরিণতি, এবং বিশ্বাসীদের পুরস্কার ও কাফেরদের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট নং ৩৮-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের সতর্ক করা। (২৯-৪০)
- পরহেজগারদের জন্য পুরস্কার। (৪১-৪৪)
- মিথ্যাচারী অপরাধীদের শাস্তি। (৪৫-৫০)

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

৩০

ত্রিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুরআনের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পরিচিতি

লেখক

শায়খ ডক্টর হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

বঙ্গানুবাদ

শায়খ আব্দুল হালিম বুখারি

ত্রিশতম পারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৩০তম পারা "'আম্মা" (عم)

উলামায়ে কেরাম ত্রিশতম পারাকে মোট ৫৫টি ইউনিটে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ:

ইউনিট অনুসারে ৩০ নম্বর পারার আয়াত ও বিষয়বস্তুর বিভাজন		
ইউনিট	আয়াত	বিষয়বস্তু
সুরা আন-নাবা		
১	১-৫	কিয়ামত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচনা।
২	৬-১৬	মহাবিশ্বের নিদর্শনসমূহের বর্ণনা।
৩	১৭-৩০	কিয়ামতের ভয়াবহতা আর অবাধ্যদের পরিণতি।
৪	৩১-৪০	মুত্তাকিদের জন্য উত্তম প্রতিদানের আলোচনা।
সুরা আন-নাযিআত		
৫	১-১৪	আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা।
৬	১৫-২৬	মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা।
৭	২৭-৩৩	বিশ্বজগতের নিদর্শন এবং তাতে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান।
৮	৩৪-৪১	জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর বর্ণনা।
৯	৪২-৪৬	কিয়ামতের দিন কিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতি।
সুরা আবাসা		
১০	১-১৬	প্রিয়জনকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে ভালোবাসার উপাদান প্রাধান্য পায়।
১১	১৭-৩২	মানুষের সৃষ্টিরহস্য ও আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনার আহ্বান।
১২	৩৩-৪২	কিয়ামতের চিত্রায়ণ ও কিয়ামত ভুলে না যাওয়ার উপদেশ।
সুরা আত-তাকভির		
১৩	১-১৪	কিয়ামতের ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক দৃশ্যের বিবরণ।
১৪	১৫-২৯	কুরআন ও ওহির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।
সুরা আল-ইনফিতার		
১৫	১-৫	কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের পরিস্থিতির বর্ণনা।
১৬	৬-৮	মানুষকে প্রতারণা থেকে বাঁচার উপদেশ।

১৭	৯-১৯	বিচারদিবসের অধিপতি কেবলমাত্র আল্লাহই।
সুরা আল-মুতাফফিফীন		
১৮	১-৬	মাপে ও ওজনে কম দেওয়াদের পরিণতির বর্ণনা।
১৯	৭-১৭	সৎকর্মশীল ও পাপাচারীদের জন্য 'ইল্লিয়িন' ও 'সিজ্জিন'-এর আলোচনা।
২০	১৮-২৮	সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর দেওয়া পুরস্কারের বিবরণ।
২১	২৯-৩৬	পাপাচারীদের জন্য কঠিন শাস্তির বর্ণনা।
সুরা আল-ইনশিকাক		
২২	১-৫	কিয়ামতের ভয়াবহতার বিবরণ।
২৩	৬-১৫	হিসাব-নিকাশ ও তার সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির আলোচনা।
২৪	১৬-২৫	প্রত্যেকের কর্ম প্রকাশ করা হবে, যেন কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম না হয়।
সুরা আল-বুরূজ		
২৫	১-১১	বানি ইসরাইলের মুমিনদের ও 'আসহাবে উখদুদ'-এর ঘটনা।
২৬	১২-২২	আল্লাহর কঠোর শাস্তির আলোচনা।
সুরা আত-তারিক		
২৭	১-১৭	মানুষের সৃষ্টি এবং কুরআনের মহিমা ও সত্যতার বর্ণনা।
সুরা আল-'আলা		
২৮	১-১৯	তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এই সুরার মূল প্রতিপাদ্য হলো দাঈ। দাওয়াতের মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।
সুরা আল-গাশিয়াহ		
২৯	১-২৬	জান্নাত ও জাহান্নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
সুরা আল-ফাজর		
৩০	১-৩০	মানবতার বিবরণ।
সুরা আল-বালাদ		
৩১	১-২০	মানুষের ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা।
সুরা আশ-শামস		
৩২	১-১৫	আত্মার পরিশুদ্ধি আর অন্তরের ও বাহ্যিক আমল সংশোধনের শিক্ষা।
সুরা আল-লায়ল		
৩৩	১-২১	বাহ্যিক আমলের শুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা।
সুরা আয-যুহা		

৩৪	১-১১	রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা ও ফজিলত। নবুওয়াতের পূর্বে প্রাপ্ত তিনটি নিয়ামত এবং তিনটি আদেশ: ইয়াতিমের সহযোগিতা, অভাবীর সাহায্য ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ।
সুরা আল-ইনশিরাহ		
৩৫	১-৮	রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান বৃদ্ধি ও উচ্চ মর্যাদার আলোচনা। কুরআনের ওহি যাঁর ওপর নাযিল হয়েছে, তাঁর গৌরবের বর্ণনা।
সুরা আত-তিন		
৩৬	১-৮	ওহি নাযিল হওয়ার স্থানসমূহ ও শহরগুলোর আলোচনা।
সুরা আল-আলাক		
৩৭	১-১৯	জ্ঞান ও কলমের মর্যাদা এবং মানুষের প্রকৃতির বিবরণ। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত।
সুরা আল-কদর		
৩৮	১-৫	লাইলাতুল কদরের ফজিলত। যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, তার মর্যাদা।
সুরা আল-বাইয়্যিনাহ		
৩৯	১-৮	কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর সুস্পষ্ট প্রমাণ ও পরিপূর্ণ দলিল পেশ করা হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন কারও অজুহাত না থাকে।
সুরা আল-যিলযাল		
৪০	১-৮	যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করবে না, তাকে মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিয়ামতের ভয়াবহ ভূমিকম্পের বর্ণনা।
সুরা আল-আদিয়াত		
৪১	১-১১	মানুষের আত্মিক ও মানসিক ব্যাধির আলোচনা।ধন-সম্পদের প্রতি অতি আসক্তিই আল্লাহর পথ অনুসরণে প্রধান অন্তরায়।
সুরা আল-কারিআ		
৪২	১-১১	কিয়ামত ও আমলনামার ওজন সম্পর্কে আলোচনা। জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে না যাওয়ার শিক্ষা, যাতে প্রতিদিন ঈমান ও সৎকর্মের পাল্লা ভারী করার চিন্তা থাকে।
সুরা আত-তাকাসুর		
৪৩	১-৮	লোভ, লালসা ও অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের ক্ষতিকর প্রভাব, যা মানুষের জন্য সত্য গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

সুরা আল-আসর		
৪৪	১-৩	ঈমানদারদের চারটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের আলোচনা।
সুরা আল-হুমাযাহ		
৪৫	১-৯	ব্যর্থ মানুষদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা।
সুরা আল-ফীল		
৪৬	১-৫	আবরাহার ঘটনা ও তার পরিণতি। কুরাইশদের কা'বার রক্ষণাবেক্ষণে অযোগ্যতার বর্ণনা।
সুরা কুরাইশ		
৪৭	১-৪	কা'বার মর্যাদা ও পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা।কাফের কুরাইশরা কা'বার কাঠামো সংরক্ষণে যেমন অযোগ্য, তেমনি তারা তাওহিদের বার্তা সংরক্ষণেও অযোগ্য।
সুরা আল-মাউন		
৪৮	১-৭	কাফের কুরাইশরা শুধু কা'বার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ নয়, বরং আখিরাত ও প্রতিফলের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় তারা ছোটো ছোটো নেক কাজেও ব্যর্থ। তাই তাদের শিকড় কেটে ফেলার সময় এসেছে। মুহাম্মাদ (সা.) ও সাহাবা (রা.) যোগ্য, তাঁদের হাতে কা'বার দায়িত্ব অর্পণের সময় এসে গেছে।
সুরা আল-কাউসার		
৪৯	১-৩	আল্লাহ কর্তৃক রসূল (সা.)-কে কাওসার দান করার ঘোষণা। তাঁর শত্রুদের ব্যর্থতা ও হতাশার বিবরণ।
সুরা আল-কাফিরুন		
৫০	১-৬	মুশরিকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা।
সুরা আন-নাসর		
৫১	১-৩	বিজয় ও সফলতার ঘোষণা।
সুরা আল-মাসাদ (লাহাব)		
৫২	১-৫	আবু লাহাব ও তার পরিণতির আলোচনা।
সুরা আল-ইখলাস		
৫৩	১-৪	তাওহিদের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বর্ণনা।
সুরা আল-ফালাক		
৫৪	১-৫	রোগ ও বিপদ থেকে মুক্তির দুআ। চারটি বাহ্যিক শত্রুর অনিষ্ট থেকে

		রক্ষা পাওয়ার দুআ।
সূরা আন-নাস		
৫৫	১-৬	আভ্যন্তরীণ শত্রুদের (শয়তান) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুআ। আল্লাহর গুণাবলির বিবরণ।

سورة النبأ

সূরা আন-নাবা

মহাসংবাদ	The Great News
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- এই সুরার নাম "আন-নাবা'" রাখা হয়েছে, কারণ এতে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, অর্থাৎ কিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।[1]
- এটি আখিরাতের সত্যতা প্রমাণ করে, যা মুশরিকরা অস্বীকার করত।
- এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যেভাবে আল্লাহ এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেভাবেই তিনি মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম।
- কিয়ামতের দিনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে মুশরিক ও কাফিরদের জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তির বর্ণনা রয়েছে, আবার মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতে প্রস্তুত নেয়ামতগুলোর আলোচনাও করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই সুরায় ভীতি প্রদর্শন (তরহীব) ও উৎসাহ প্রদান (তারগীব)—উভয় দিকই রয়েছে।[2]
- শেষ অংশে কিয়ামতের দৃশ্য ও সেদিনের পরিস্থিতি চিত্রিত করা হয়েছে।
- কুরাইশ কাফেররা আল্লাহর রবুবিয়াত (পরিচালনার ক্ষমতা) স্বীকার করতো, কিন্তু তাঁর উপাসনার অধিকার (উলুহিয়াত) অস্বীকার করত। অনুরূপ তারা নবী (সা.)-এর সততা

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন : তাফসির ইবনে কাসির (খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা ৩০২)।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আল-ফাওয়ুল আযীম ওয়াল খুসরানুল মুবীন ফি দাও আল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ" (লেখক: সাইদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি)।

ও বিশ্বস্ততা স্বীকার করত, কিন্তু তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তারা আখিরাতে বিশ্বাসই করত না। এজন্যই সম্পূর্ণ সুরাটি কিয়ামতের সত্যতা প্রমাণ ও তার ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য নাজিল হয়েছে।

- শুধু কুরাইশ কাফেররাই নয়, বরং প্রত্যেক যুগেই আখিরাতের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। শয়তান খুব সহজেই মানুষকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করে। এজন্য কুরআনে কিয়ামত সম্পর্কে বিভিন্ন সুরায়, বিভিন্ন পদ্ধতিতে, বারবার আলোচনা করা হয়েছে—"إذا تكرر تقرر" (যতবার পুনরাবৃত্তি হয়, ততবার তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- শয়তান সর্বদা মানুষকে কিয়ামত ও আখিরাত ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আর মানুষ সহজেই ভুলে যায়, তাই এই বিষয়টি বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।
- সুরা আন-নাবা' সহ কুরআনের অনেক সুরার মূল উপজীব্য কিয়ামতের আলোচনা।
- আখিরাতের বিষয়টি এত সংবেদনশীল যে, এটি বিভিন্ন সুরায় বারবার আলোচনা করা হয়েছে।

  كَلَّا سَيَعْلَمُونَ —এতে জান্নাতের নেয়ামত বর্ণনার পর কিয়ামতের কথা এসেছে। আর জান্নাত ও জাহান্নামের কথাও বলা হয়েছে। ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ—এখানে কিয়ামতের চূড়ান্ত পরিণতি, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১

৩০তম পারা, সূরা আন-নাবা' (সুরা নং ৭৮), আয়াত ১-৫: এখানে কাফের ও মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করত। এখানে বলা হয়েছে যে, তারা খুব শিগগিরই এর বাস্তবতা জানতে পারবে।

ইউনিট নং ১-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের (পুনর্জীবন) প্রমাণ। (১-৫)

ইউনিট নম্বর ২

৩০তম পারা, সূরা আন-নাবা' (সুরা নং ৭৮), আয়াত ৬-১৬: এই অংশে মানুষকে এই মহাবিশ্বের নিদর্শনগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে এবং এসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নং ২-এর বিষয়বস্তু

- মহাবিশ্বে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও তাঁর দেওয়া নিয়ামতসমূহের আলোচনা। (৬-১৬)

ইউনিট নম্বর ৩

৩০তম পারা, সূরা আন-নাবা' (সুরা নং ৭৮), আয়াত ১৭-৩০: এখানে কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং সেদিন অবাধ্যদের পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৩-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ঘটনা, সেদিনের পরিস্থিতি এবং দোজখে নাফরমানদের শাস্তি ও তার কারণ। (১৭-৩০)

ইউনিট নম্বর ৪

৩০তম পারা, সূরা আন-নাবা' (সুরা নং ৭৮), আয়াত ৩১-৪০: এই অংশে মুত্তাকী ও পরহেজগারদের জন্য জান্নাতে যে পুরস্কার অপেক্ষা করছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ৪-এর বিষয়বস্তু

- জান্নাতে মুত্তাকীদের পুরস্কারের বিবরণ। (৩১-৩৬)
- কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখিয়ে কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে। (৩৭-৪০)

سورة النازعات

সূরা আন-নাযি’আত

ফেরেশতাদের একটা গুণ	Those who pull out
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়

- আত্মা বের হওয়ার দৃশ্য, কুরাইশের কাফেরদের পরকালের বিষয়ে প্রশ্ন ও তার জবাব।[1]
- সুরা আন-নাবা-তে কিয়ামতের আলোচনা এসেছে এবং তা প্রমাণের জন্য শরয়ী ও প্রাকৃতিক নিদর্শন থেকে দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে, এই সুরায় সরাসরি কিয়ামত শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি, বরং কিয়ামত সম্পর্কিত কুরাইশ কাফেরদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।
- ঐতিহাসিক উদাহরণ হিসেবে ফিরাউনের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতগুলোর কথা উল্লেখ করে চিন্তা ও মননকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। (বোঝানোর জন্য ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে)।
- অস্বীকারের কারণ: অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। মুক্তির উপায়: প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ)।[2]

- এই সুরাতেও কিয়ামত ও তার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[3]
- অপরাধীদের পরিণতি ও মুত্তাকিদের জন্য পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে।

[1] আরও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "কিতাবুর রূহ" - ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "তরীকুল হিজরতাইন ও বাবুস সা’দাতাইন" – ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আত-তাজকিরা বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ" – ইমাম কুরতুবি।

- মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের কাহিনী এসেছে, যেখানে ফিরাউন অহংকার করে নিজেকে উপাস্য বলে দাবি করেছিল। তার কী পরিণতি হয়েছিল? যেকোনো অহংকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তির পরিণতিও একই হবে।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষণমূলক উভয় উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। এই সূরায় প্রাকৃতিক নিদর্শন (آيات كونية) ও শরীয়তের নিদর্শন (آيات شرعية) উভয়ের উল্লেখ রয়েছে।

ইউনিট নম্বর ৫

৩০তম পারা, সূরাহ আন-নাযিয়াত, সূরাহ নং ৭৯, আয়াত ১-১৪: এই আয়াতগুলোতে পরকালের দৃশ্য চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে।

ইউনিট নং ৫-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামত প্রতিষ্ঠা, তার ভয়াবহতা, এবং সেই দিনে মুশরিকদের ভয়ানক অবস্থা। (১-১৪)

ইউনিট নম্বর ৬

৩০তম পারা, সূরাহ আন-নাযিয়াত, সূরাহ নং ৭৯, আয়াত ১৫-২৬: এই অংশে মুসা (আঃ) ও ফিরাউনের ঘটনা এবং ফিরাউনের অবাধ্যতা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নং ৬-এর বিষয়বস্তু

- মুসা (আঃ)-এর ফিরআউনের সঙ্গে ঘটনা এবং ফিরাউনের পরিণতি। (১৫-২৬)।

ইউনিট নম্বর ৭

৩০তম পারা, সূরাহ আন-নাযিয়াত, সূরাহ নং ৭৯, আয়াত ২৭-৩৩: এই অংশে বিশ্বজগতের নিদর্শনসমূহ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেগুলোর উপর চিন্তাভাবনা করার জন্য আহব্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নং ৭-এর বিষয়বস্তু

- আল্লাহর কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন এবং সেগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনার আহ্বান। (২৭-৩৩)

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "তাজকিরুল বাশার বি-ফাদলিত তাওয়াদু ওয়া জামিল কিবর" – আবদুল্লাহ ইবনু জারুল্লাহ

ইউনিট নম্বর ৮

৩০তম পারা, সূরাহ আন-নাযিয়াত, সূরাহ নং ৭৯, আয়াত ৩৪-৪১: এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, অহংকারী ও জালিমদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং নেককারদের পুরস্কার হবে জান্নাত।

ইউনিট নং ৮-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের সংঘটন এবং কাফিরদের ঠিকানা। (৩৪-৩৯)
- মুত্তাকিদের ঠিকানা। (৪০-৪১)

ইউনিট নম্বর ৯

৩০তম পারা, সূরাহ আন-নাযিয়াত, সূরাহ নং ৭৯, আয়াত ৪২-৪৬: এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুশরিকদের কিয়ামত নিয়ে ঠাট্টা করতে। কিন্তু যে কিয়ামতকে নিয়ে মুশরিকরা ঠাট্টা করত, তা তাদের সামনে উপস্থিত হলে তারা স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

ইউনিট নং ৯-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৪২-৪৬)

سورة عبس

সূরা আবাসা

সে ভ্রুকুটি করলো	The Frowned

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

- ইসলামে সম্পদ বা দারিদ্র্য কোনো মানদণ্ড নয়, প্রকৃত ভিত্তি হলো তাকওয়া।[1]
- এই সুরাহ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘটনার পর নাজিল হয়।
- রসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশ নেতাদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এই আশায় যে, যদি তারা ঈমান আনে, তবে তাদের অনুসারীরাও ঈমান আনবে। এই মনোভাবের কারণে নবী ﷺ তখন ইসলামের গ্রহণকারীদের প্রতি ততটা মনোযোগ দিতে পারেননি। তাই আল্লাহ এখানে কুরাইশের কাফিরদের ধমক দিয়েছেন। যদিও বাহ্যিকভাবে সম্বোধন নবী ﷺ-এর প্রতি, আসলে উদ্দেশ্য ছিল দম্ভশীল কুরাইশদের সতর্ক করা। হে নবী! যদি এদের মনে সত্যের ভয় থাকত, তাহলে নিজেরাই আপনার কথায় মনোযোগ দিত। তাদের ঈমান আনানো আপনার দায়িত্ব নয়, বরং সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া আপনার কাজ। আপনি তাদের ওপর বাধ্য করার ক্ষমতা রাখেন না। আপনার দায়িত্ব শুধু সতর্ক করা, সুসংবাদ দেওয়া ও উপদেশ দেওয়া। আরব সমাজে গোত্রপ্রধানকে সম্বোধন করে পুরো জাতিকে বোঝানো হতো। এখানেও তেমনটাই করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে, নবী ﷺ-এর প্রতি কঠোর ভাষায় কিছু বলা হচ্ছে, কিন্তু আসলে এটি ভালোবাসা প্রকাশেরই একটি রূপ। হে নবী! আপনি এদের নিয়ে চিন্তা করবেন না। তাদের ওপর আপনাকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি, আর তাদের ঈমান আনানোও আপনার দায়িত্ব নয়। যারা সত্যের ভয় রাখে, তারাই নিজেরা আপনার কাছে আসবে। আপনি তাদের দিকেই মনোযোগ দিন।[2]

---

[1] বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে বুঝতে পড়ুন: "নূরুত তাকওয়া ওয়া যুলুমাতুল মা'আসি ফি দাও আল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ" – সাইদ ইবন আলী ইবন ওহফ আল-কাহতানি।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: তাফসির ইবনে কাসির ৮/৩১৯।

- আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের আলোচনা। আল্লাহ ﷻ বলেন: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ "মানুষ যেন তার খাদ্যের দিকে তাকায় (এটা কীভাবে এসেছে)?"
- শেষে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
  "সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাবে, এবং তার মা ও বাবা থেকে, ও তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন একটি অবস্থা থাকবে, যা তাকে অন্য সব কিছু থেকে গাফেল করে দেবে।" (সূরা আবাসা: ৩৪-৩৭)
- আল্লাহভীতি ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সম্মানিত করেছে, আর আল্লাহভীতির অভাব আবু জাহল ও আবু লাহাবকে লাঞ্ছিত করেছে। খাশিয়াত অর্থ হলো ভক্তিসহ ভয়।
- বারোটি আয়াতে ঈমান, তাকওয়া ও খুশুর আলোচনা হয়েছে। এরপর পাঁচটি আয়াতের পরে ষষ্ঠ আয়াত থেকে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
- আর নবম আয়াত থেকে বিশ্বজগতের নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সূরা নাযিআতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।
- সূরা আবাসায় বলা হয়েছে যে, যেসব আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে দুনিয়ায় মানুষ সত্য থেকে দূরে থাকে, সেগুলো আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না।
- আল্লাহর কর্ম ও কথার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- পূর্ববর্তী সূরা নাযিআত-এ ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, অথচ সূরা আবাসায় বিশ্বজগতের (আফাক) ও মানুষের আত্মিক (আনফুস) নিদর্শন উভয়ের দিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- সূরা নাযিআতে প্রথমে দাবি করা হয়েছে, পরে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, আর সূরা আবাসায় প্রথমে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তারপর আখিরাতের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।
- সূরা নাযিআতে অহংকারের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হিসেবে ফিরআউনের কথা বলা হয়েছে, আর সূরা আবাসায় খাশিয়াতের সর্বোত্তম উদাহরণ হিসেবে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- সূরা নাযিআতে ফিরআউনের আলোচনা এসেছে, আর সূরা আবাসায় আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূমের কথা এসেছে। আখিরাতে সফলতার ভিত্তি সম্পদ ও গরিবি নয়, বরং তা নির্ধারিত হবে আল্লাহর ইবাদত, তাকওয়া ও ঈমানের ওপর।

ইউনিট নম্বর ১০

৩০তম পারা, সূরা আবাসা, সূরা নম্বর ৮০, আয়াত ১-১৬: এই অংশে থেকে প্রকাশ পায় যে, প্রিয়জনকে তিরস্কার করার মধ্যেও ভালোবাসার উপাদান প্রবল থাকে।

ইউনিট নম্বর ১০-এর বিষয়বস্তু

- ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সতর্ক করা। (১-১০)
- পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব। (১১-১৬)

ইউনিট নম্বর ১১

৩০তম পারা, সূরাহ আবাসা, সূরা নম্বর ৮০, আয়াত ১৭-৩২: এখানে মানুষের সৃষ্টি এবং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিট নং ১১-এর বিষয়বস্তু

- মানুষের সৃষ্টি, জীবন ও পুনরুত্থান সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। (১৭-২৩)
- আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামতের উল্লেখ। (২৪-৩২)

ইউনিট নম্বর ১২

৩০তম পারা, সূরাহ আবাসা, সূরা নম্বর ৮০, আয়াত ৩৩-৪২: এখানে বলা হচ্ছে যে, মানুষ যেন সর্বদা কিয়ামতকে স্মরণ করে এবং কখনোই কিয়ামতের কথা ভুলে না যায়। এর পর কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১২-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা নিয়ামতের বিবরণ। (৩৩-৪২)

سورة التكوير

সূরা আত-তাকভীর

লিপটিয়ে নেওয়া	Wound Round and Lost its light
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

- কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[1]
- এই সূরাহ মূলত কিয়ামতের ঘটনা এবং ওহি ও রিসালাতের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করেছে।[2]
- প্রাথমিক ১৫ আয়াতে পরকালের পরিস্থিতির আলোচনা করা হয়েছে, এরপর কিছু আয়াতে পরকালে কল্যাণ ও সাফল্যের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই সাফল্য অর্জনের উপায় হলো অহংকার থেকে বিরত থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষার অনুসরণ করা।
    - এটি শয়তানের বাণী নয়, বরং এটি আল্লাহর বাণী, যা নবীর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছানো হয়েছে।
    - হাস্যকর বিষয় হলো যে আজকের যুগেও কিছু লোক এটি Satanic Verses বলে অভিহিত করেছে, অথচ কুরআনে বলা হয়েছে "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো)।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরাহ তাকবিরে আলো কমে যাওয়ার এবং মহাবিশ্বের পরিবর্তনগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[1] বিষয়টি আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "من مشاهد القيامة وأهوالها وما يلقاه الإنسان بعد موته" – আব্দুল্লাহ ইবনে জারুল্লাহ।

[2] বিষয়টি আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "أسباب زيادة الإيمان ونقصانه" – আবদুর রাজ্জাক ইবনে আবদুল মুহসিন।

- প্রথম ১৫ আয়াতে আখিরাতের ভয়াবহ অবস্থা, এরপর কসম ও সাক্ষ্য আনার মাধ্যমে ওহি ও রিসালাতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- তিনটি সূরায় আখিরাতের সফলতার জন্য "একটি সিলেবাস" প্রস্তাব করা হয়েছে। সুরাহ আত-তাকবিরে বলা হয়েছে, "আখিরাতের সফলতার জন্য মূল পাঠ্যক্রম হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ"। এদুয়ের অনুসরণ করো, পরকালে সফলকাম হবে।
- পূর্ববর্তী তিনটি সূরায় বুদ্ধিবৃত্তিক, পর্যবেক্ষণমূলক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্ম ও বিশ্বজগতের উপর গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি ও পরকালীন জীবনের উদ্দেশ্য বোঝানো হয়েছে। (পরকালের অর্থ হলো পুনরায় সৃষ্টি করা। যখন তোমরা প্রথম সৃষ্টিকে স্বীকার করেছ, তাহলে পুনরায় সৃষ্টি করা কেন কঠিন হবে?)
- এই তিনটি সূরায় কিয়ামতের সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং এতে প্রকৃত সফলতা ও মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—এই দুনিয়াতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং আখিরাতের দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।
- সুরাহ তাকবিরে সত্য ও মিথ্যার তুলনা:

  বাতিল: "وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ" (তাকভির- ১৭) – রাত্রি যখন আধার হয়ে আসে।

  হক: "وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ" (তাকভির ১৮) – যখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ে।
- এই তিনটি সূরায় আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষের মন-মানসিকতাকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৩

৩০তম পারা, সূরাহ আত-তাকভির (সূরাহ নম্বর ৮১)-এর আয়াত ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও আতঙ্কজনক দৃশ্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৩-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতা। (১-১৪)

ইউনিট নম্বর ১৪

৩০তম পারা, সূরাহ আত-তাকভির (সূরাহ নম্বর ৮১)-এর আয়াত ১৫ থেকে ২৯ পর্যন্ত কুরআন মজিদ ও ওহির আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনই প্রকৃত পাঠ্যক্রম এবং প্রকৃতির বিধান।

ইউনিট নম্বর ১৪-এর বিষয়বস্তু

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যতা এবং কুরআনের সুরক্ষার বিষয়ে আল্লাহর কসমের উল্লেখ। (১৫-২৯)

سورة الانفطار

সূরা আল-ইনফিতার

বিদীর্ণ হওয়া	The Cleaving
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে যে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ﴾ "আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে"। (সূরা আল-ইনফিতার)[1]
- মানুষের অকৃতজ্ঞতার আলোচনা এসেছে। সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কারণ সে ভুলে যায় যে ফেরেশতারা তার সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করছেন, যা কিয়ামতের দিনে উপস্থাপন করা হবে।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- পারা "আম্মা"-এর প্রথম সাতটি সূরায় পরকালের আলোচনা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ইন, জুম আউট বা জুম ইন-এর মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে। এক সূরায় কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতমূলক আলোচনা করা হয়েছে, তো পরের সূরায় সেই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: সূরা নাবা, সূরা নাজিআত ও সূরা আবাসা-তে কিয়ামতের আলোচনা এসেছে, কিন্তু সূরা তাকভীরের প্রথম ১৫ আয়াতে সেই দিনের সম্পূর্ণ চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- সূরা ইনফিতার-এ নেককার (আব্রার) ও পাপীদের (ফুজ্জার) আলোচনা করা হয়েছে, এরপর সূরা মুতাফফিফীন সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলনামা ও পরিণতির বিশদ বিবরণ দিয়েছে।

[1] বিশদ জানার জন্য দেখুন: তাফসির ইবনে কাশির: ৮/৩৪১।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখিরাতুশ শাকিরীন, ইবনে কাইয়িম জাওযিয়া।

- সূরা মুতাফফিফীন-এ আমলনামার উল্লেখ থাকলেও, সূরা ইনশিকাক-এ আরও বিস্তারিত বলা হয়েছে যে, কীভাবে আমলনামা দেওয়া হবে এবং তখনকার পরিস্থিতি কেমন হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ নোট: পরকালের আলোচনার পাশাপাশি কুরআন, অহি, রিসালাত ও রাসূলের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। কিয়ামতের দৃশ্য এবং আখিরাতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- কিয়ামতের দৃশ্য ও আখিরাতের পরিস্থিতির বর্ণনার পাশাপাশি, যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে তাদের আপত্তির উত্তর ও তাদের সংশোধনের উপায়ও তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনিট নম্বর ১৫

৩০তম পারা, সূরাহ ইনফিতার, সূরা নং ৮২, আয়াত ১-৫: এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় মহাবিশ্বের পরিবর্তন ও ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তারা (নক্ষত্র) ছড়িয়ে যাবে, সমুদ্র উপচে পড়বে, আর কবরগুলো উল্টে দেওয়া হবে।

ইউনিট নং ১৫-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের ভয়াবহতা। (১-৫)।

ইউনিট নম্বর ১৬

৩০তম পারা, সূরাহ ইনফিতার, সূরা নং ৮২, আয়াত ৬-৮: এতে বলা হয়েছে, মানুষ যেন প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে এবং আল্লাহর নেয়ামত ও করুণার কথা ভুলে না যায়। আল্লাহ তাকে সঠিক পথে চালিত করতে চান এবং তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে চান।

ইউনিট ১৬-এর বিষয়বস্তু

- মানুষ যখন আল্লাহর অসীম দয়া ও মহিমা ভুলে যায়, তখন তাকে সতর্ক করা হয়। (৬-১২)

ইউনিট নম্বর ১৭

৩০তম পারা, সূরা আল-ইনফিতার (সূরা নং ৮২), আয়াত ৯-১৯: এখানে কেয়ামতের ভয়াবহতা এবং যারা কেয়ামতকে মিথ্যা বলে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, আমাদের প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ফেরেশতারা আছেন, তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, সৎ ও নেককার মানুষদের জন্য আল্লাহ যে পুরস্কার

রেখেছেন এবং পাপীদের জন্য যে কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে, তা কেমন হবে। শেষ অংশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাহই সকল প্রতিদান ও শাস্তির মালিক।

ইউনিট ১৭-এর বিষয়বস্তু

- নেককার ও সৎ মানুষদের জন্য আল্লাহর নেয়ামতের বিবরণ। (১৩)
- পাপীদের কঠিন শাস্তি ও কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা। (১৪-১৯)

سورة المطففين

সূরা আল-মুতাফফিফীন

যারা ওজনে কম দেয়	Those who Deal in Froud

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

এই সূরার নাজিল হওয়ার স্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মদিনার মুসহাফ অনুযায়ী এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কিছু বিষয়বস্তু

- যখন পরকালের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়, তখন মানুষের কাজে অনৈতিকতা ও দুর্নীতি দেখা দেয়। এই সূরায় সেই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সৎকর্মশীল (আব্রার) ও দুরাচারী (ফুজ্জার) – উভয়ের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[1]
- যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের পরিণতি সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[2]
- কাফিরদের কথা বলা হয়েছে, যারা মুমিনদের উপহাস করত। তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে, আর সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।
- মক্কায় এমন এক সময় এসেছিল যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবিগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কুরাইশ কাফিরদের চরম নির্যাতনের শিকার হন। সেই নির্যাতনকারীদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে।[3]
- কিছু মানুষ এমন স্বভাবের হয় যে তারা অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ লাভ করে (Sadistic pleasure)। এই সূরায় এমন প্রবৃত্তির সংশোধন ও সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন: মাপে কম দেওয়া, কাউকে ইশারা বা মুখভঙ্গি করে ঠাট্টা করা ইত্যাদি।[1]

---

[1] আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: الجنة دار الأبرار والطريق الموصل إليها – লেখক: আবু বকর জাবির আল-জাজাইরি

[2] বিশদ জানতে প্রনিধান করুন: তাফসিরুল আজওয়াউল বায়ান ফি ঈযাহিল কুরআন বিল কুরআন (পৃষ্ঠা ৪৫৪)।

[3] আরও জানার জন্য পড়ুন: الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم – লেখক: ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

- বিষয়বস্তু বিবেচনায় অধিকাংশ আলেম একে মাক্কি সূরা বলেছেন, তবে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একে মাদানি বলেছেন। এটি সম্ভব যে, সূরাটি মূলত মক্কায় নাজিল হয়েছিল, তবে মদিনায় গিয়েও অনুরূপ কিছু পরিস্থিতি রয়ে গিয়েছিল, যার কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে এটি পাঠ করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা ইনফিতার-এ আব্রার (সৎকর্মশীল) ও ফুজ্জার (অপরাধী)-এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে, আর সূরা মুতাফফিফীন-এ তাদের আমলনামার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের পরিণতি স্পষ্ট হয়ে যায়।
- সূরা মুতাফফিফীন-এ আমলনামার আলোচনা রয়েছে, তবে সূরা ইনশিকাক-এ আরও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে কীভাবে আমলনামা প্রদান করা হবে এবং তখনকার পরিস্থিতি কেমন হবে।

ইউনিট নম্বর ১৮

৩০তম পারা, সূরা আল-মুতাফফিফীন (সূরা নম্বর ৮৩), আয়াত ১-৬: এ অংশে যারা মাপে ও ওজনে কম দিত, তাদের পরিণতির বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ১৮-এর বিষয়বস্তু

- মুতাফফিফীনদের (মাপে কম দেওয়া ব্যক্তিদের) প্রতি কিয়ামতের কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি। (১-৬)।

ইউনিট নম্বর ১৯

৩০তম পারা, সূরা আল-মুতাফফিফীন (সূরা নম্বর ৮৩), আয়াত ৭-১৭: এই অংশে আব্রার (সৎকর্মশীলরা) ও ফুজ্জার (অপরাধীরা) – উভয়ের পরিণতির আলোচনা করা হয়েছে। আব্রার – সৎ লোকদেরকে 'ইললীয়িন'-এ (উচ্চ স্থানে, আসমানে) স্থান দেওয়া হবে। ফুজ্জার – মন্দ লোকদেরকে 'সিজ্জিন'-এ (অত্যন্ত নিচু স্থান, গভীর খাদে) নিক্ষেপ করা হবে।

ইউনিট ১৯-এর বিষয়বস্তু

- ফুজ্জার ও কিয়ামতের দিনে তাদের শাস্তির বিবরণ। (৭-১৭)।

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما – লেখক: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.)

ইউনিট নম্বর ২০

৩০তম পারা, সূরা আল-মুতাফফিফীন (সূরা নম্বর ৮৩), আয়াত ১৮-২৮: এই অংশে আব্রার (সৎকর্মশীলদের) জন্য মহান প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, অর্থাৎ আব্রার, তাদের জন্য জান্নাতে সম্মান, পুরস্কার ও নেয়ামতের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইউনিট ২০-এর বিষয়বস্তু

- আব্রারদের জান্নাতে প্রাপ্ত পুরস্কার ও নেয়ামতের আলোচনা। (১৮-২৮)।

ইউনিট নম্বর ২১

৩০তম পারা, সূরা আল-মুতাফফিফীন (সূরা নম্বর ৮৩), আয়াত ২৯-৩৬: এই অংশে মুমিনদের জান্নাতে প্রাপ্ত পুরস্কার এবং কাফিরদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ২১-এর বিষয়বস্তু

- দুনিয়াতে অপরাধীরা মুমিনদের সঙ্গে যেমন আচরণ করত, আখিরাতে তারা তেমনই প্রতিদান পাবে। (২৯-৩৬)।

سورة الانشقاق

সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

আকাশের বিদীর্ণ হওয়া	The Splitting Asunder

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা

কিছু বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিন আমলনামা পেশ করার দৃশ্য।
- কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ।[1]
- মানব প্রকৃতির আলোচনা: মানুষ দুনিয়ার পিছনে ছুটে চলে, কিন্তু আখিরাতকে ভুলে যায়। আল্লাহ বলেন:

  يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

  ("হে মানুষ! তুমি তোমার রবের দিকে নিরন্তর পরিশ্রম করতে থাকো, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষাৎ ঘটবেই"।)[2]
- এই সূরা তখন অবতীর্ণ হয়, যখন কুরাইশ কাফিররা তাদের অবাধ্যতায় একেবারে নিমজ্জিত ছিল।
- মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা এবং কাফিরদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে।[3]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা মুতাফফিফীন-এ আমলনামার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এই সূরায় (সূরা ইনশিকাক) বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে সেই আমলনামা প্রদান করা হবে এবং তার ভয়াবহ দৃশ্য। اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة

---

[1] আরও জানার জন্য পড়ুন: من مشاهد القيامة وأهوالها وما يلقاه الإنسان بعد موته (কিয়ামতের দৃশ্য, তার ভয়াবহতা এবং মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থা) – লেখক: আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ বিন ইব্রাহিম আল-জারুল্লাহ

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة (মানব প্রকৃতিগত অধিকার, যা শরীয়ত দ্বারা স্বীকৃত) – লেখক: মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

[3] আরও জানার জন্য পড়ুন: سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال (ফিতনা ও কঠিন সময়ের মধ্যে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য) -লেখক: সালিহ বিন আবদুল আজিজ আলে শায়খ

(হে আল্লাহ! আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।)

ইউনিট নম্বর ২২

৩০তম পারা, সূরা আল-ইনশিকাক (সূরা নম্বর ৮৪), আয়াত ১-৬: এই অংশে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট ২২-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা। (১-৬)

ইউনিট নম্বর ২৩

৩০তম পারা, সূরা আল-ইনশিকাক (সূরা নম্বর ৮৪), আয়াত ৬-১৫: এই অংশে মানুষের আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এবং সেই মুহূর্তে তার পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমলনামা কীভাবে দেওয়া হবে, তার বর্ণনাও রয়েছে।

ইউনিট ২৩-এর বিষয়বস্তু

- ডানহাতে আমলনামা পাওয়া ব্যক্তিদের (أصحاب اليمين) প্রতিদান। (৭-৯)
- বামহাতে আমলনামা পাওয়া ব্যক্তিদের (أصحاب الشمال) শাস্তি। (১০-১৫)

ইউনিট নম্বর ২৪

৩০তম পারা, সূরা আল-ইনশিকাক (সূরা নম্বর ৮৪), আয়াত ১৬-২৫: এই অংশে বলা হয়েছে যে, মানুষের সকল আমল তাদের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হবে, এবং তখন কেউ বলতে পারবে না যে তার প্রতি কোনো অবিচার করা হয়েছে।

ইউনিট ২৪-এর বিষয়বস্তু

- কিয়ামতের সংঘটন ও কাফিরদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর কঠিন শপথ। (১৬-২৪)
- মুমিনদের পুরস্কারের বর্ণনা। (২৫)

سورة البروج

সূরা আল-বুরূজ

বিশাল নক্ষত্র	The Big Stars
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু বিষয়বস্তু

- বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের ওপর নির্যাতনকারীদের পরিণতি।[1]
- 'আসহাবুল উখদুদ' (গহ্বরের অধিকারীদের) ঘটনা। এই ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে কীভাবে সত্যিকারের মুমিনরা তাদের ধর্ম ও ঈমানের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরা ইনশিকাক-এ যে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ধারাবাহিক সূরাগুলিতে মিথ্যারোপ ও তার কারণগুলোর আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আপত্তির জবাবও দেওয়া হয়েছে। যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং ঐতিহাসিক উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। এরপর সুরা বুরুজ ও সুরা তারিক-এ ভয় ও সতর্কবার্তার (warning) মাধ্যমে হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে।
- কিয়ামতের বর্ণনা, কিয়ামত অস্বীকারের কারণ, এবং কিয়ামতের প্রমাণ হিসেবে আত্মিক ও মহাজাগতিক নিদর্শন—এসব বিষয় বিভিন্ন পর্যায় ও প্রমাণসহ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মনে হয় এটি একটি সুসংগঠিত ধারাবাহিক বিষয়বস্তু। সুরা কিয়ামাহ থেকে সুরা ইনশিকাক পর্যন্ত কিয়ামতের আলোচনাকে মুক্তার মালার মতো একসাথে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

---

[1] আরও জানার জন্য পড়ুন: سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال (ফিতনা ও চ্যালেঞ্জের সময় মুমিনদের বৈশিষ্ট্য) – লেখক: সালিহ বিন আবদুল আজিজ আলে শায়খ

[2] বিস্তারিত জানতে প্রণিধান করুন: তাফসির ইবনে কাসির: খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৬৭

- সুরা বুরুজ ও সুরা তারিক-এ বোঝানো হয়েছে যে কুরাইশ কাফিররা কিয়ামত অস্বীকার করার পাশাপাশি রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের নিয়ে উপহাস করার রোগে আক্রান্ত ছিল। এখানে মিথ্যারোপের কারণগুলোর ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে।
- মিথ্যারোপের বিষয়টি উদাহরণ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিশেষ করে সুরা বুরুজ ও সুরা তারিক-এ।
- সুরা আ'লা থেকে পরবর্তী দশটি সূরায় দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু সরাসরি দাওয়াত গ্রহণকারীদের (মাদউ) পরিবর্তে দাঈ (প্রচারক)-এর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। দাওয়াতি কার্যক্রমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে:

  ১) দাওয়াত গ্রহণকারীদের (মাদউ) পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আসে, তা দূর করার ব্যবস্থা করা এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের উপায় খুঁজে বের করা।

  ২) দাঈ যেন নিজেকে সর্বোচ্চ উত্তম গুণাবলিতে গড়ে তুলতে পারে এবং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আত্মগঠনে মনোনিবেশ করতে পারে। এতে সে রাসূল (সা.)-এর আদর্শের আলোকে আরও উত্তম দাঈ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

ইউনিট নম্বর ২৫

৩০তম পারা, সূরা আল-বুরুজ (সূরা নম্বর ৮৫), আয়াত ১-১১: এই অংশে আকাশের বিশাল নক্ষত্রমণ্ডল এবং কিয়ামতের দিনের শপথ করে বলা হয়েছে যে সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে। এরপর কিয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং বানি ইসরাইলের মুমিনদের (তাওহিদবাদীদের) ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, 'আসহাবুল উখদুদ' (গহ্বরের অধিকারীরা), এরা সেই অত্যাচারী লোক, যারা বড়ো বড়ো গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে মুমিনদের সেখানে নিক্ষেপ করেছিল। তাদের অত্যাচারের কারণে আল্লাহ তাদের লানত করেছেন। মুমিনদের কষ্ট দেওয়া লোকদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে।

ইউনিট ২৫-এর বিষয়বস্তু

- আসহাবুল উখদুদের (গর্তের অধিকারীদের) ওপর আল্লাহর লানত। (১-৯)
- যারা মুমিনদের কষ্ট দেয়, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা। (১০)
- মুমিনদের জন্য প্রতিদান ও পুরস্কারের উল্লেখ। (১১)

ইউনিট নম্বর ২৬

৩০তম পারা, সূরা আল-বুরুজ (সূরা নম্বর ৮৫), আয়াত ১২-২২: এই অংশে আল্লাহর শাস্তির কঠোরতা ও শক্তিমত্তা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া ফিরাউন ও সামূদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ সবকিছু ঘিরে রেখেছেন এবং তাঁর পাকড় (শাস্তি) থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

ইউনিট ২৬-এর বিষয়বস্তু

- কাফিরদের জন্য সতর্কবাণী যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী এবং তাঁর শাস্তি ভয়ংকর। (১২-১৬)
- ফিরাউন ও সামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ। (১৭-২০)
- পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও মহানত্ব। (২১-২২)

سورة الطارق

সূরা আত-ত্বারিক্ব

রাতে উদিত তারা	The Night Comer
অবতীর্ণ হওয়ার স্থান : মক্কা	

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- মানবসত্তার প্রকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।
- এই সূরায় মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।[1]
- আল্লাহ আকাশ ও নক্ষত্রসমূহের শপথ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো: এই মহাবিশ্ব এত বিস্ময়কর ও শক্তিশালী, যা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়, তবে এর সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয় কি?[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-কিয়ামাহ থেকে এই সূরা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কিয়ামতের অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা প্রমাণ করা হয়েছে। মানব আত্মা, মহাবিশ্ব ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে কিয়ামতের সত্যতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর ওপর গভীর চিন্তা করলে মনে হবে যে এটি একটি সুসংগঠিত বক্তব্য, যা একত্রে সম্পূর্ণ একটি ধারাবাহিক আলোচনা।
- সূরা আল-বুরুজ ও সূরা আত-তারিক, উভয় সূরায় কুরাইশ কাফিরদের পরকালের প্রতি অবিশ্বাস এবং মুসলমানদের উপহাস করার প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মিথ্যার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে।

[1] আরও জানার জন্য পড়ুন: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة – মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-কুরতুবী

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: أسباب زيادة الإيمان ونقصانه – আব্দুর রজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বদর

- সূরা আল-আ'লা থেকে পরবর্তী দশটি সূরা পর্যন্ত মূলত দাঈ (প্রচারক) কে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। দাওয়াতি কাজের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে: যাদের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তাদের আপত্তি ও সমস্যার সমাধান করা। দাঈ (প্রচারক) নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা করা, যাতে সে আরও কার্যকরীভাবে দাওয়াত দিতে পারে। একজন দাঈকে নিজের আত্মোন্নয়নের জন্য সচেতন হতে হবে, যাতে সে সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আদর্শ ও প্রভাবশালী দাঈ হতে পারে। এর জন্য নবী করিম (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক।

ইউনিট নম্বর ২৭

৩০তম পারা, সূরাহ আত-তারিক (সূরাহ নম্বর ৮৬), আয়াত ১ থেকে ১৭-এ মানব সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ পিঠ ও পাঁজরের মাঝখান থেকে নির্গত বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এরপর কুরআন মাজিদের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুরআনের সত্যতার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিট ২৭-এর বিষয়বস্তু

- মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রমাণ এবং সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের আলোচনা। (১-১০)
- কুরআনের সত্য হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর শপথ। (১১-১৪)
- কাফিরদের জন্য সতর্কবার্তা। (১৫-১৭)

সূরা আ'লা থেকে সূরা যিলযাল পর্যন্ত সমস্ত সূরার বিষয়বস্তু একটি মালার মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

(আ'লা, গাশিয়া, ফাজ্‌র, বালাদ, শাম্‌স, লায়ল, যুহা, শার্‌হ, তীন ও ইক্বরা)

- এই দশটি সূরায় দাঈ-এর (প্রচারকের) প্রস্তুতি এবং কাফিরদের পক্ষ থেকে আসা কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের একদিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, আবার অন্যদিকে কাফিরদের সতর্কবার্তাও প্রদান করা হয়েছে।
- এই সূরাগুলোতে সত্য ও মিথ্যা বুঝানোর জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তদুপরি, সমগ্র ইসলামের মূল নির্যাস, যা "উসুলে সালাসা" (তিন মৌলনীতি) নামে

পরিচিত, তাও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও বান্দার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতগুলোরও বর্ণনা রয়েছে।

- সুরা আ'লা এবং সুরা গাশিয়াতে তাযকিরের (স্মরণ করানো) বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যা কেবলমাত্র এক দায়িত্ব পালন মাত্র, অন্যদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়।
- আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ "তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সাথে কেমন আচরণ করেছেন?" (সুরা আল-ফজর)
- আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ﴾ "তুমি এ নগরীতে মুক্তভাবে অবস্থান করবে।" (সুরা আল-বালাদ)
- আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ "যে নিজেকে পবিত্র করেছে, সে সফলকাম হয়েছে।" (সুরা আশ-শামস)
- আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন পথে বিভক্ত।" (সুরা আল-লাইল)
- সুরা যুহা-তে নবুওয়াতের পূর্বে প্রাপ্ত নিয়ামতের আলোচনা রয়েছে, আর সুরা আল-ইনশিরাহ-তে নবুওয়াতের পর, বিশেষ করে হিজরতের সময় পাওয়া নিয়ামতগুলোর বিবরণ রয়েছে।
- সুরা আত-তীন-এ ইবরাহিম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর নবুওয়াত ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ওহির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

- **"التين" (তীন)** দ্বারা ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সহিফাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- **"الزيتون" (যাইতুন)** দ্বারা ঈসা (আ.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইনজিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (কারণ, এই দুটি ফল ঐসব স্থানের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে এই নবীগণ আগমন করেছিলেন।)
- **"طور سيناء" (তুর সিনা)** দ্বারা মূসা (আ.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ তওরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- **"وهذا البلد" (এ নগরী)** দ্বারা মক্কা ও কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সুরা আত-তীন-এ বিভিন্ন নবীর প্রতি অবতীর্ণ ওহির আলোচনা করার পর, সুরা আল-আলাক-এ "اقْرَأْ" (পড়ো) বলে এই ওহিকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য মূলত অবিশ্বাসীদের প্রতি হুজ্জত (যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ) প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু কুরআনের বাণী সুস্পষ্ট দলিল, তাই এর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করা হয়েছে।

- এ চূড়ান্ত ফয়সালার পর ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে "সুরা আল-যিলযাল"-এ, যেখানে ভয়াবহ ভূমিকম্পের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা আল-আ'লা থেকে সূরা যিলযাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র

সূরার নাম	অবতরণস্থল	সংক্ষিপ্ত চিত্র ও বিষয়বস্তু
সূরা আল-আ'লা	মাক্কি	এই সূরাটি মূলত তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করে। এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো **"দাঈ"** (অর্থাৎ ইসলামের প্রচারক)। এখানে দাওয়াতের মূলনীতি, বিধিনিয়ম এবং দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও বার্তা

- এই সূরা দাঈ-এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের জন্য একটি প্রশিক্ষণমূলক সূরা। এখানে ইবাদত, তাযকিয়া (অন্তরশুদ্ধি), তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[1]
- এই সূরায় আল্লাহ তাআলার গুণাবলি, অসীম ক্ষমতা এবং একত্ববাদের দলিলসমূহ বর্ণিত হয়েছে।[2]
- এই ছোটো সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এই তিনটি মূল আকিদার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা মাক্কি সূরাগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।[3]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা কিয়ামাহ (৭৫) থেকে শুরু করে সূরা বুরূজ (৮৫) পর্যন্ত আখিরাতের আলোচনা কখনো সংক্ষিপ্তভাবে, আবার কখনো বিস্তারিতভাবে এসেছে। এখানে কিয়ামতের বিভিন্ন ধাপ ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলি আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—হিসাব, হাশর, কিয়ামাত, পুনরুত্থান, আমলনামা,

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আত-তাসফিয়াহ ওয়াত-তারবিয়াহ ও হাজাতুল মুসলিমীন" - মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: আসমাউল্লাহ্ ওয়াসিফাতুহু ওয়ামাওকিফু আহলিস সুন্নাতি মিনহা- আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে বায।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: আল-আকিদা আস-সাহিহা ওয়ামা য়ুযাদ্দুহা ওয়ানাওয়াকিযুল ইসলাম- আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে বায।

সিজ্জীন, ইল্লিয়্যীন, সৎকর্মী, পাপাচারী, ঝর্ণা, তাসনিম, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রতিদান, নাজাত ও শাস্তি ইত্যাদি।

- তবে সূরা আল-আ'লা থেকে ভিন্নতা এসেছে, যেখানে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে দাঈ-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা আল-গাশিয়াহ	মাক্কি	জান্নাত ও জাহান্নামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও বার্তা:

- কিয়ামতের দিন কিছু চেহারা হবে লাঞ্ছিত, আর কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল ও তৃপ্ত। তুমি কোন দলে থাকতে চাও?
- কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা, মু'মিন ও কাফেরের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির বিবরণ।
- আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।[1]
- এসব নিদর্শনের মাধ্যমে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া উচিত।
- একমাত্র আল্লাহই প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।
- জান্নাতের সুখ-সুবিধা ও জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[2]
- আল্লাহর অসীম শক্তির কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে৷ প্রথমে উট, তারপর আকাশ, এরপর পাহাড়, তারপর জমিনের উল্লেখ করা হয়েছে। আকশ থেকে সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আনা হয়নি, বরং এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে চিন্তা ও ভাবনার গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা আল-আ'লা ও সূরা আল-গাশিয়াহ—উভয় সূরায় উপদেশ, চিন্তা ও গভীর পর্যবেক্ষণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একজন দাঈ নিজেকে আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে তুলবে এবং জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে নিজেকে মজবুত করবে, যাতে সে দাওয়াতের সুযোগ গ্রহণের যোগ্য হয়ে ওঠে এবং দাওয়াতপ্রাপ্তদের জন্য উপকারী হতে পারে।[3]

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "দালাইল আত-তাওহীদ" - মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: সিলসিলাতুল আকীদা ফী যাউইল কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ- ওমর বিন সুলাইমান আল-আশকার

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة" - আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ।

সূরা আল-ফাজর	মাক্কি	**মানবজাতির বিবরণ**

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

- ইসলামি শিক্ষার আলোকে জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যাতে "নাফসে মুতমাইন্নাহ" (শান্ত আত্মা) নিয়ে মৃত্যু বরণ করা যায়। এও অত্যন্ত জরুরি যে কষ্ট ও বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং সুখ ও নিয়ামত লাভের ক্ষেত্রে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। সর্বোপরি, মহান প্রতিপালকের যে সিদ্ধান্তই হোক না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক।[1]
- অতীতের সেই জাতিগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা নবীদের অস্বীকার করেছিল, যেমন আদ, সামুদ, ফেরাউনের জাতি ইত্যাদি, যাদের পরিণতি হলো কঠিন শাস্তি।
- কল্যাণ ও অকল্যাণের পরীক্ষার দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে।[2]
- কিয়ামতের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে দুটি শ্রেণির মানুষ থাকবে এবং তাদের সাথে কী আচরণ করা হবে, তারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
- নাফসে মুতমাইন্নাহর সংজ্ঞা।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- **সূরা আল-ফাজরে** মানুষের সাধারণ অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। **সূরা আল-বালাদে** মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রামের প্রসঙ্গ এসেছে।
- **সূরা আল-ফাজরে** মানুষের মধ্যে সহযোগিতা না করার সমালোচনা করা হয়েছে। **সূরা আল-বালাদে** দয়া, মানবসেবা ও সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। উভয় সূরাতেই মানবাধিকারের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা আল-বালাদ	মাক্কি	**এই সূরায় মানুষ আর মানুষের সৃষ্টির কথা আলোচনা করা হয়েছে।**

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন : "قاعدة في الصبر" - আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমি।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الضوابط الشرعية الموقف المسلم من الفتن" - সালেহ বিন আব্দুল আজিজ আল শেখ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও বার্তা

- এখানে মানবতার প্রতি সহানুভূতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সৎকর্মে অগ্রসর হওয়ার আদেশ এসেছে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সুরা ফাজরে মানুষের অবস্থা আলোচনার বিষয় হয়েছে, আর সুরা বালাদে মানুষের কষ্ট ও বিপদকে কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে।
- সুরা ফাজরে মানবজাতির প্রতি সহায়তা না করার জন্য নিন্দা করা হয়েছে, আর সুরা বালাদে মানবতার প্রতি সহানুভূতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় সুরাই মানবতার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক (মানবাধিকার)।

সূরা আশ-শাম্‌স	মাক্কি	**আত্মার সংশোধন এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলের সংস্কারের বিবরণ।**

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও বার্তা

- এই সূরার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানব-আত্মা (নাফস)। নবীদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হলো তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি)। অন্যথায়, সামূদ জাতির পরিণতি দেখুন—তারা যখন তাদের নবীকে অস্বীকার করল এবং নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হলো, তখন কী ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো![1]
- এই সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাতটি বস্তুর কসম করেছেন।
- এই সূরার মূল বিষয়বস্তু মানুষের আত্মা। যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে, সে সফল হবে, আর যে তা করবে না, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[2]
- সামূদ জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর উটনিকে হত্যা করেছিল, ফলে তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
- এই সূরায় প্রথমে সূর্য, চাঁদ, তারা, পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদির আলোচনা করা

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور" - ইবনে তাইমিয়া।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" - ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া

হয়েছে, এরপর মানুষের কথা এসেছে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সুরা লায়ল-এ আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়া) ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তাযকিয়ার ফল হলো "আ'তা" (দানশীলতা) এবং "সাদ্দাকা বিল হুসনা" (সত্যকে সর্বোত্তমভাবে স্বীকার করা)। এর পরিণতি হলো প্রশান্তিময় জীবন লাভ করা। অন্যদিকে, তাযকিয়ার বিপরীত অবস্থা তাদসিয়া, এর ফল হলো কৃপণতা (বুখল) এবং সত্য থেকে বিরত রাখা (তাকযীব), যার কারণে দুনিয়াতেই সংকীর্ণতা ও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

সূরা আল-লায়ল	মাক্কি	বাহ্যিক আমলের শুদ্ধতার বিবরণ।

কিছু লক্ষ্য

- এতে মানবীয় কর্ম ও তার পরিণতির আলোচনা করা হয়েছে।
- বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম বিভিন্ন রকমের হয়—কেউ সৎপথে চলে, আবার কেউ বিভ্রান্তির পথে চলে। এরপর উভয়ের পরিণতিও বর্ণনা করা হয়েছে।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-লায়ল-এ আরও বলা হয়েছে যে, আত্মশুদ্ধির (تزكية) ফল হলো "দান করা" (أعطى) এবং "সৎকর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করা" (صدق بالحسنى), যার পরিণাম হবে সুখময় জীবন। পক্ষান্তরে, অশুদ্ধতার (تدسية) ফল হলো কৃপণতা ও সত্য প্রত্যাখ্যান (بخل و تكذيب), যার পরিণাম হবে দুর্বিষহ জীবন।

সূরা আয-যুহা	মাক্কি	আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদার বর্ণনা। নবুওয়াতের পূর্বে আল্লাহর তিনটি দান ও অনুগ্রহের আলোচনা এবং তিনটি নির্দেশনা—এতিমের সহায়তা, ভিক্ষুকের সহায়তা ও আল্লাহর নিয়ামত বর্ণনা করা।

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" - ইবনে তাইমিয়া

কিছু লক্ষ্য

- নবুওয়াতের পূর্বে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের উল্লেখ।
- এই সূরায় আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকাল, উভয় জগতে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ ও পুরস্কারের আলোচনা করেছেন।[1]
- তিনটি অনুগ্রহের উল্লেখ: (১) আপনাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, (২) পথহারা অবস্থায় পেয়ে সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছেন ও (৩) অভাবী অবস্থায় পেয়ে সবল করেছেন।
- তিনটি নির্দেশনা: এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না, ভিক্ষুককে ধমক দেবেন না আর প্রতিপালকের নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরা এবং পরবর্তী সূরা আল-ইনশিরাহ ও সূরা আল-কাউসার মহান আল্লাহর প্রিয়নবীর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে।
- সূরা আয-যুহা-তে নবুওয়াতের পূর্বেকার অনুগ্রহের আলোচনা করা হয়েছে, আর সূরা আল-ইনশিরাহ-তে নবুওয়াতলাভের পর ও হিজরতের সময়ের অনুগ্রহের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ	মাক্কি	**মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা ও খ্যাতির বর্ণনা। কুরআনের ওহি নাযিল হয়েছে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও খ্যাতির প্রকাশ।**

কিছু লক্ষ্য

- নবুওয়াতের পর আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে অসংখ্য নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, তার আলোচনা রয়েছে।
- "বক্ষ প্রশস্তকরণ" (شرح صدر)-এর মতো এক মহান নিয়ামত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করা হয়েছিল, তার উল্লেখ রয়েছে।
- আল্লাহ তাআলা তাঁর নামের সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম সংযুক্ত করেছেন, যা

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "شمائل النبي صلى الله عليه وسلم" – মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তিরমিজি

[2] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "فضل كفالة اليتيم" - আবদুল্লাহ বিন নাসির আস-সাদহান

প্রতিটি নামাজে উচ্চারণ করা হয়। আল্লাহ বলেন: "আর আমি তোমার জন্য তোমার স্মরণকে উচ্চ করে দিয়েছি।" (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)[1]

- এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্মরণ করানো হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে কষ্টের পর অবশ্যই কেষ্ট আসবে। যেমন আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।" (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সুক্ষ্মতা

- নবুওয়াতের পর প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহের বর্ণনা।

সূরা আত-তীন	মাক্কি	ওহির অবতরণস্থল (শহর ও স্থানসমূহ)

কিছু লক্ষ্য

- এই সূরায় দুটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে: (১) মানুষের মর্যাদা (২) আখিরাত।[3]
- তীন ও যায়তূন দ্বারা ফিলিস্তিনের ভূমি বোঝানো হয়েছে, তূর দ্বারা সেই ভূমি বোঝানো হয়েছে যেখানে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন, আর বালাদে আমীন দ্বারা মক্কা মুকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই তিনটি ভূমি এমন স্থান, যা আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন।[4]
- যেভাবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র ভূমির কসম খেয়েছেন, তেমনি তিনি মানুষকেও পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সুক্ষ্মতা

- নবুওয়াতের পর মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর দান করা নিয়ামতগুলোর আলোচনা।
- এই আয়াতের শেষে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে: "আল্লাহ কি সকল শাসকের শাসক

---

[1] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "شمائل النبي صلى الله عليه وسلم" - মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিজি

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" - ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া

[3] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: "حقوق الإنسان في الإسلام" (আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুহসিন আত-তুরকী)

[4] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "তাফসির ইবন কাসির" ৮/৪৩৪।

নন?" এর উত্তর হলো: "হ্যাঁ, আমি অবশ্যই এ বিষয়ে সাক্ষী!" (بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ)

সূরা আল-আলাক	মাক্কি	জ্ঞান ও কর্মের মর্যাদা এবং মানব প্রকৃতির বিবরণ। প্রথম ওহির আয়াতসমূহ।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- প্রথম ওহি—এ সূরাটিকে "সূরাতু ইকরা"ও বলা হয়।
- এই সূরা জ্ঞান, কর্ম ও ইবাদতের ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যা জ্ঞানের আহ্বান দিয়ে শুরু হয়ে ইবাদতের বর্ণনায় শেষ হয়।[1]
- মানবের উদ্ধত স্বভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ- মানুষ নিজেকে স্বনির্ভর ও অমুকাপেক্ষী ভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾

  "কখনো না, নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন তোমার প্রতিপালকের দিকেই।" (সূরা আলাক)[2]
- আবু জাহলের ঘটনা ও তার ওপর অবতীর্ণ শাস্তির আলোচনা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

  ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾

  "তুমি কি দেখেছ তাকে যে নিষেধ করে এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?"

  এটি আবু জাহলের প্রসঙ্গ, যে রাসূল ﷺ-কে মসজিদে নামাজ পড়তে বাধা দিত।
- এই সূরায় দুই শ্রেণির মানুষের উল্লেখ রয়েছে। একদিকে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ, যিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে আবু জাহল, যাকে "জাহিলদের নেতা" বলা হয়। কারণ, সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[3]
- যে জাতি কলম ধরে কিছু লিখতে জানত না, তাদের প্রথম ওহিতেই কলমের গুরুত্ব জানিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহ বলেন:

  ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

  "যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আলাক)[4]

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন: "সামারাতুল ইলম আল-আমাল"—শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বাদর।

[2] আরও ব্যাখ্যার জন্য: তাফসির ইবন কাসির (খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১১১০)

[3] আরও বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন: "শামাইলুন্নাবি ﷺ"—ইমাম তিরমিজি।

[4] আরও ব্যাখ্যার জন্য: "তাফসির ইবন কাসির" (খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ৪৩৬)।

- এখানে প্রকৃত জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞান বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর নামে ও তাঁর সীমার মধ্যে আসে। অন্যথায়, পার্থিব বিষয়ে আবু জাহল খুব চতুর ও জ্ঞানি ছিল, কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ফলে সে জাহান্নামে পতিত হলো।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরা, সূরা আল-ইনশিরাহ ও সূরা আল-কাউসার, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার পরিচায়ক।
- সূরা যুহা নবুওয়াতের পূর্বের নিয়ামতসমূহের কথা তুলে ধরে। সূরা আল-ইনশিরাহ নবুওয়াতের পর ও হিজরতের সময়কার নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে।
- সূরা আত-তীন-এ পূর্ববর্তী নবীদের ওহির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে:
- "তীন"—ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর সহিফাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত।
- "যাইতুন"—ঈসা (আ.) ও তাঁর ইনজিলের প্রতি ইঙ্গিত।
- "তুর সিনা"—মুসা (আ.) ও তাঁর তাওরাতের প্রতি ইঙ্গিত।
- "হাযাল বালাদ" (এই নগরী)—মক্কা ও কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত।
- এই সূরায় শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "আসমাউল্লাহ ওয়া সিফাতুহু ওয়া মাওকিফ আহলুস সুন্নাহ মিনহা"—শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন। "মা'আলিম ফি তরিক ত্বলবিল ইলম"—শাইখ আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আস-সুদহান।

সূরা আল-কদর	মাক্কি	লাইলাতুল কদরের ফজিলতের বিবরণ। [যে রাতে কুরআনের ওহী নাজিল হয়েছে]

কিছু লক্ষ্য

- লাইলাতুল কদরের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।
- এতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- এই সূরা এবং একইভাবে **সূরা আল-ইনশিরাহ** ও **সূরা আল-কাউসার** আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা নির্দেশ করে।
- **সূরা আয-যুহা**-তে নবুওয়াতের আগের নেয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। **সূরা আল-ইনশিরাহ**-তে নবুওয়াতের পর এবং হিজরতের সময়ের নেয়ামতগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।
- **সূরা আত-তীন**-এ ইবরাহিম (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর ওহীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।
- **আত-তীন** দ্বারা ইবরাহিম (আঃ) ও তাঁর সহিফাসমূহ বোঝানো হয়েছে।
- **আয-জাইতুন** দ্বারা ঈসা (আঃ) ও তাঁর ইঞ্জিল বোঝানো হয়েছে।
- **তূর সীনাই (সিনাই পর্বত)** দ্বারা মূসা (আঃ) ও তাঁর তাওরাত বোঝানো হয়েছে।
- **هذا البلد (এই নগরী)** দ্বারা মক্কা ও কুরআন বোঝানো হয়েছে।
- **সূরা আত-তীন**-এ ওহীর প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, এরপর **সূরা আল-আলাক**-এ প্রথম ওহী উল্লেখ করা হয়েছে। **সূরা আল-কদর**-এ বলা হয়েছে যে প্রথম ওহী কখন নাজিল হয়েছিল। এরপর **সূরা আল-বাইয়্যিনাহ**-তে বলা হয়েছে যে কুরআনের মাধ্যমে সত্যের চূড়ান্ত ঘোষণা সম্পন্ন হয়েছে। **সূরা আত-তীন**-এ ওহীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, আর **সূরা আল-কদর**-এ জানানো হয়েছে যে, লাইলাতুল কদর ছিল সেই রাত, যখন এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা আল-বাইয়্যিনাহ	মাদানি	ওহির আগমনের পর আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হুজ্জত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন কারও কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে।

- [1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: " عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة" (লেখক: সাঈদ বিন আলী বিন ওহফ আল-কাহতানি)।

কিছু লক্ষ্য

- স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা।[1]
- একনিষ্ঠতার (ইখলাস) সঙ্গে ইবাদতের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা দ্বীনের মূল ভিত্তি।[2]
- কাফিরদের ভয়ানক পরিণাম এবং মুমিনদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে।[3]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

সুরা আত-তীন-এ ওহির প্রসঙ্গ এসেছে, এরপর সুরাহ আল-আলাক-এ কুরআনের প্রথম ওহির উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুস্পষ্ট দলিল তথা "বাইয়্যিনাহ" প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই প্রথম ওহির অবতরণের স্থান মক্কা, যেদিকে সুরা আত-তীন-এ ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুরা আল-কদর-এ বলা হয়েছে যে, এই ওহি লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত বিষয়ের ধারাবাহিকতা একটি মালার মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

- এই দুটি সূরার মধ্যে মিল হলো, একটিতে কিয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং অন্যটিতে গাফিলতির কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- সূরা আদিয়াত-এ সেই কারণগুলো আলোচনা করা হয়েছে, যার জন্য মানুষ আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে গাফিলতি করে (যেমন: লোভ, হিংসা ইত্যাদি)।
- সূরা কারিআহ ও সূরা তাকাসুর-এ হিসেব-নিকেশের প্রসঙ্গ এসেছে। মানুষ এতটাই উদাসীন যে, দুনিয়ার হিসাবের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, অথচ আখিরাতের হিসাবের তোয়াক্কা করে না।
- সূরা আসর-এ সফলতার চারটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
- সূরা হুমাযাহ-তে ব্যর্থ লোকদের আচরণ চিত্রিত হয়েছে।
- সূরা ফীল ও সূরা কুরাইশ-এ কুরাইশ বংশকে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, সাফল্যের জন্য কেবল নেতৃত্ব যথেষ্ট নয়, বরং তাওহিদের সাক্ষ্য দেওয়া ও ইসলামের ওপর আমল করা জরুরি। যেমন আল্লাহ বলেন: "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ" (অতএব তারা

---

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الإسلام دين كامل"মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: *أعمال القلوب (الإخلاص)* - মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: "الفوز العظيم والخسران المبين في ضوء الكتاب والسنة" সাঈদ বিন আলি ওয়াহাব আল-কাহতানি।

যেন এই গৃহের প্রভুর ইবাদত করে।) (সূরা কুরাইশ)

- সূরা মাউন, সূরা কাউসার ও সূরা কাফিরুন-এ কুরাইশ সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি তুলে ধরা হয়েছে। তারা এতটাই অধঃপতিত ছিল যে, এতিমদের প্রতি সদয় হতো না, আখিরাতকে অস্বীকার করত আর ইবাদতে উদাসীন ছিল। তাই তাদের নেতৃত্বের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে মুমিনদের হাতে অর্পণ করা হলো, কারণ তারাই এর প্রকৃত অধিকারী ছিল।
- এই সূরায় সাহাবাদের সম্মান ও কাফের কুরাইশদের অপমান তুলে ধরা হয়েছে। আর সূরা কাফিরুন-এ স্পষ্টভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দাওয়াতের চূড়ান্ত স্তর।
- সূরা নসর ও সূরা লাহাব: সূরা নসর হলো সত্যের বিজয়ের নিদর্শন। আর সূরা লাহাব হলো বাতিলের পরাজয়ের এবং সত্যের বিজয়ের নিদর্শন। এই দুই সূরায় সত্য-মিথ্যার পরিণতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে—সত্য সর্বদা বিজয়ী হয়, আর মিথ্যা পরাজিত হয়।
- সূরা ইখলাস: তাওহিদের সমাপ্তি ইখলাসের (নির্ভেজাল একনিষ্ঠতার) সাথে হওয়া উচিত, যেমন কুরআনের শুরুতে বলা হয়েছে: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।)
- মুআওয়াতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস): সঠিক পথে অবিচল থাকতে সবসময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।
- সূরা ফালাক-এ আল্লাহর অসীম শক্তি থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিপদ থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে (যেমন: সৃষ্টিজগৎ, রাতের অন্ধকার, জাদু ও হিংসা)। এসবের মূল কারণ শয়তানের কুমন্ত্রণা।
- সূরা নাস-এর পুরো বিষয়বস্তু শয়তানের কুমন্ত্রণা কেন্দ্রিক, কারণ সে-ই মানুষের প্রকৃত শত্রু এবং তার কুমন্ত্রণা সমস্ত অশান্তি ও বিপর্যয়ের মূল কারণ।

সূরা আয-যিলযাল	মাদানি	কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের ভয়াবহতা ও ভূমিকম্পের চিত্র বর্ণিত হয়েছে, যখন পৃথিবী তার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ বাইরে নিক্ষেপ করবে।

কিছু লক্ষ্য

- কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি বর্ণনা।[1]
- এতে কিয়ামতের ভূমিকম্প সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, যেদিন পৃথিবী তার অভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ বের করে দেবে এবং মানবজাতির কর্মের সাক্ষ্য দেবে।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- কুরআনের উল্লেখ এবং একইসঙ্গে উদ্ধতদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুক্তি প্রতিষ্ঠা। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, ফলে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।
- এখনও যদি মানুষ না মানে, তবে "যিলযাল" (ভূমিকম্প) এসে তাকে তার পরিণতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। এতে বোঝা যাবে যে, প্রত্যেককে তাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে।
- যদিও এটি মাদানি সূরা, তবে এর শৈলী মাক্কি সূরার মতো।

সূরা আল-আদিয়াত	মাক্কি	মানবজাতির আত্মিক ও মানসিক রোগসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যখন পার্থিব স্বার্থ ও বস্তুগত লোভ কুরআনের ওহির অনুসরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

কিছু লক্ষ্য

- কিয়ামতের প্রস্তুতির ব্যাপারে গাফিলতির কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- মুজাহিদদের ঘোড়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ সেগুলোর শপথ করেছেন, যাতে সেগুলোর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়।[3]
- আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতার স্বরূপ তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, সে সম্পদের প্রতি কতটা ভালোবাসা পোষণ করে। এরপর

[1] বিস্তারিত জানতে প্রণিধান করুন: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة– মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-কুরতুবী।

[2] বিস্তারিত জানতে প্রণিধান করুন: من مشاهد القيامة وأهوالها وما يلقاء الإنسان بعد موته– আবদুল্লাহ ইবনে জারুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-হারল্লাহ।

[3] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: الجهاد في سبيل الله في ضوء الكتاب والسنة– সাঈদ বিন আলী বিন ওহফ আল-কাহতানি।

জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি তাদের কর্মের হিসাব নেবেন।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

সূরা যিলযালে কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশের কথা বলা হয়েছে, আর সূরা আদিয়াতে পরকালের প্রস্তুতি থেকে গাফিলতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন: কৃপণতা, সম্পদের প্রতি লোভ, ইত্যাদি।[1]

সূরা আল-কারিআ	মাক্কি	**কিয়ামত ও মিযানের বিবরণ। জীবনের উদ্দেশ্যকে অবহেলা করা উচিত নয়, বরং প্রতিদিন ঈমান ও সৎ আমলের পাল্লা ভারী করার চিন্তা করা উচিত।**

কিছু লক্ষ্য

- আখিরাতের হিসাব (অ্যাকাউন্ট) ভুলে যেও না।[2]
- কিয়ামতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- এরপর মুমিন ও কাফেরদের মাঝে প্রতিদান ও শাস্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[3]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আল-কারিআয় আখিরাতে আমলনামার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, আর সূরা আত-তাকাসুর সেই আমলনামা ও আখিরাতের স্মরণ থেকে বিমুখতা ও গাফিলতির কথা বলে: "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" (বহুত্বের প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফিল করেছে)।
- এখানে জাহান্নামের আগুনকে "উম্ম" (মা) বলা হয়েছে। "উম্ম" বলতে মা-কে বোঝানো হয়, সন্তান যার আশ্রয় গ্রহণ করে। তদ্রূপ, কাফেরদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নামের আগুন।

---

[1] বিশদ জানতে পড়ুন: الغفلة .. مفهومها، وخطرها، وعلاماتها، وأسبابها - সাঈদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাফ কাহতানি।

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة – মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবী

[3] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان – আহমাদ বিন আব্দুলহালিম ইবনে তাইমিয়া

সূরা আত-তাকাসুর	মাক্কি	লোভ, লালসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আলোচনা (যা সত্য গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি করে)।

কিছু লক্ষ্য

- শারীরিক ও আত্মিক চাহিদার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।[1]
- এটি একটি মাক্কি সূরা, যেখানে মানুষের গাফিলতি ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[2]
- কিছু মানুষ কেবল তাদের দেহের জন্য বেঁচে থাকে এবং আত্মার যত্ন নেয় না। অথচ মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে মিশে যায়, আর আত্মা বারযাখে (পরকালীন অন্তর্বর্তী জীবনে) প্রবেশ করে। আত্মার খাদ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য। যদি কেউ কেবল দেহের যত্ন নেয়, তাহলে আত্মার অবস্থা কী হবে?[3]

সূরা আল-আসর	মাক্কি	মুমিনদের চারটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের বর্ণনা।

কিছু লক্ষ

- সফলতার সিলেবাস (Syllabus)।[4]
- যারা এই চারটি গুণ অবলম্বন করবে না, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তাফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা আসর-এ সফল মানুষের চারটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, আর সূরা হুমাযাহ-তে ব্যর্থ মানুষের লক্ষণসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।[5]
- এটি মক্কী সূরা। দেখতে ছোটো হলেও এর অর্থের গভীরতা এক মহাসমুদ্রের সমান।
- ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন: "যদি আল্লাহ সূরা আসর ছাড়া আর কোনো সূরা

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: كتاب الروح - ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া।

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: الغفلة مفهومها وخطرها وعلاماتها وأسبابها وعلاجها - সাঈদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাফ আল-কাহতানি।

[3] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: حقوق دعت اليها الفطرة وقررتها الشريعة – মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন।

[4] বিস্তারিত জানতে প্রণিধান করুন: الأمر بالاجتماع والإئتلاف والنهي عن التفرق والإختلاف – আব্দুল্লাহ ইবনে জারুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম আলজারুল্লা।

[5] বিশদ জানতে পড়ুন: الفوز العظيم والحسرات المبين في ضوء الكتاب والسنة – সাঈদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাব আল-কাহতানি

অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এটিই যথেষ্ট হতো।” কারণ, ইসলামের মূল ভিত্তি চারটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত: ঈমান, সৎকর্ম, সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের শিক্ষা।[1]

সূরা আল-হুমাযাহ	মাক্কি	**ব্যর্থ মানুষের গুণাবলির বিবরণ।**

কিছু বিষয়

- ব্যর্থ মানুষের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।[2]

সূরা আল-ফীল	মাক্কি	**আবরাহার ঘটনা ও তার পরিণামের বিবরণ। এই সূরায় এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কুরাইশ মুশরিকরা কা'বা শরিফের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য নয়।**

কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

- কা'বা শরিফের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত তারাই, যারা তাওহিদের ধারক-বাহক। এই সূরায় মিথ্যার দুর্বলতা ও অসহায়ত্বও প্রকাশ করা হয়েছে।[3]
- হাতি ওয়ালাদের (আবরাহার সেনাবাহিনী) ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যারা কা'বা ধ্বংসের সংকল্প করেছিল।
- এই ঘটনা সবযুগের সকল অহংকারী, জালিম ও স্বৈরশাসকদের জন্য শিক্ষা। এইজন্য "تر" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মুযারার (বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল) ক্রিয়া, অর্থাৎ এর শিক্ষা চিরকাল প্রযোজ্য।তারা জেনে রাখুক, এমন মানুষের পরিণাম আবরাহা ও তার বাহিনীর মতোই হবে।[4]

সূরা কুরাইশ	মাক্কি	কাবা শরিফের মর্যাদা ও পবিত্রতার বিবরণ।কুরাইশ মুশরিকদের কাবা রক্ষণাবেক্ষণে অযোগ্যতা ও তাদের দায়িত্বহীনতার আলোচনা।তাওহিদের উচ্চতা, তাওহিদের দাওয়াত, এবং এই মহান আমানতের হক আদায় না

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة -সাঈদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাব আল-কাহতানি, الأصول الثلاثة – মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان – আব্দুল্লাহ ইবনে জারুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম আলজারুল্লা।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل – ইবনে তাই মিয়া।

[4] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: تذكير البشر بفضل التواضع وذم الكبر – আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লা বিন ইব্রাহিম আলজারুল্লা।

		করার কারণে কুরাইশদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ৩০তম পারা, সূরা কুরাইশ (সূরা নম্বর ১০৬), আয়াত সংখ্যা: ৪। এই সূরায় কা'বার মর্যাদা ও পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরাইশদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, কা'বার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাওহিদের দাওয়াত, কিন্তু তারা এটিকে মুশরিকদের উপাসনালয়ে পরিণত করেছিল।অথচ আল্লাহ এই ঘরকে তাদের জন্য রিজিকের উৎস বানিয়েছিলেন এবং তাদের ভয়-ভীতির মধ্যেও নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

কিছু লক্ষ্য

- তাওহিদের প্রতি নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠতা কাবার রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা নির্ধারণ করে।[1]
- কুরাইশদের ভুল ধারণা ছিল যে, তাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদার কারণেই তাদের জান-মাল নিরাপদ এবং তারা শান্তিতে আছে। তাই তারা খাঁটি ইবাদত ছেড়ে দিয়ে শিরকভিত্তিক ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যেন অহংকারে বিভ্রান্ত না হয়। তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একনিষ্ঠ ইবাদত করা উচিত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে এই যোগ্যতা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে, তারা কা'বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং তাওহিদ ও খাঁটি ইবাদতের দায়িত্বও ঠিকভাবে পালন করতে পারছে না। তারা পার্থিব জীবনেও সঠিক পথে নেই এবং আখিরাতেও সঠিক পরিণতি লাভ করবে না।[2]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

পুরস্কার দুই প্রকারের হয়: একটি হলো ক্ষতি-নিরসন, যা সুরা ফীল-এ বর্ণিত হয়েছে, এবং অপরটি হলো উপকার সাধন, যার উল্লেখ সুরা কুরাইশ-এ রয়েছে। এই অনুগ্রহগুলোর প্রতিদানে আল্লাহ মানুষকে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে, প্রশংসা করতে এবং তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ইবনে কাঈয়িম: (পৃষ্ঠা: ৫২৫/৫৩৯

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: مكة بلد الله الحرام - আব্দুল মালিক আল- কাসিম

সূরা আল-মাউন	মাক্কি	কুরাইশ কাফিরদের অযোগ্যতার বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ কা'বার নির্মাণের পাশাপাশি কা'বার বার্তা—তাওহিদের সংরক্ষণে তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ করা হয়েছে। আখিরাত ও প্রতিদানের দিবসের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে তারা ছোটো ছোটো সৎকর্ম করতেও ব্যর্থ ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই কুরাইশ কাফিরদের সংকল্প ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাদের (রাযি.) কাবা ও তাওহিদের দা'ওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। এই সূরাটি ৩০তম পারার অন্তর্ভুক্ত, সূরা মাউন, সূরা নম্বর ১০৭, মোট আয়াত ৭। এই সূরায় মক্কার মুশরিক ও কুরাইশ কাফিরদের বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখিরাত ও প্রতিদানের দিবসে বিশ্বাস রাখত না। বলা হয়েছে, তারা এতিমদের দূরে ঠেলে দেয়, মিসকিনদের আহার করায় না, নামাজের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে এবং লোক দেখানো ইবাদত করে।

কিছু লক্ষ্য

- আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে, অন্যথায় সে কুকর্মের শিকার হয়।
- এখানে দুটি শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে— এক শ্রেণি হলো কাফির, যারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ও আখিরাতে অবিশ্বাসী। অন্য শ্রেণি হলো মুনাফিক, যারা লোক-দেখানো ইবাদত করে, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা করে না।[1]

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন: আল্লাহ তাআলা আয়াতে "عن" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, "فِي " বলেননি। "عن صلاتهم" বাক্যাংশটি মুনাফিকদের জন্য

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: صفات المنافقين - ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া

প্রযোজ্য আর "فِي صَلَاتِهِمْ" মুমিনদের জন্য প্রযোজ্য। অতএব, এই সূরাটি মানুষের কর্ম ও অন্তরের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঈমান ও মুনাফিকির পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়।[1]

সূরা আল-কাওসার	মাক্কি	এতে হাউজে কাওসার দান করার ঘোষণা এবং শত্রুদের ব্যর্থতা ও হতাশার কথা বলা হয়েছে। সূরা কাওসার ত্রিশতম পারার অন্তর্ভুক্ত, সূরা নম্বর ১০৮, মোট আয়াত ৩। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কাওসার দান করা হয়েছে। সেইসব লোকেরা, যারা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করত, প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

কিছু লক্ষ্য

- আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দান এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে।
- এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাকারী সূরাগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ সম্মান আলোচিত হয়েছে।[2]
- কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর ইবাদত ও কুরবানি আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করবেন, আর তাঁর শত্রুরা সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে।
- কুরাইশ কাফিরদের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীদের নেতৃত্ব ও সম্মানের যুগ শুরু হয়।
- ইসলাম কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বাধা দেয় না, কিন্তু বিশ্বাস ও নীতির সাথে আপস করাকে নিষিদ্ধ করে।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- কুরাইশ কাফেরদের অবাধ্যতার কথা বর্ণনা করার পর সূরা কাওসারে বলা হয়েছে:

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: তাফসির ইবনে কাসির ৮/৪৯৩।

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: শামাইলুন নাবী- মুহাম্মদ ঈসা তিরমিজি

"إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ" (তোমার শত্রুই আসল নির্বংশ)—এর মাধ্যমে কুরাইশ কাফিরদের স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেসব কাফিরদের জন্য প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে, তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা করা হয়েছে— " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম)।[1]

সূরা আল-কাফিরুন	মাক্কি	**মুশরিকদের শিরক থেকে বিমুক্তির ঘোষণা** ৩০তম পারা, সূরা আল-কাফিরুন (সূরা নং: ১০৯), আয়াত সংখ্যা: ৬। এই সূরায় মুশরিকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে— ‘তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য।”

কিছু লক্ষ্য

এটি তাওহিদের সূরা এবং শিরক ও বিভ্রান্তি থেকে বিমুক্তির ঘোষণার সূরা।[2]

এতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কাফিরদের সাথে লেনদেন করা, সম্পর্ক রাখা যেতে পারে, তবে ইসলামের বিষয়ে কোনো আপস করা সম্ভব নয়।

“মেনে নাও, মুক্তি পেয়ে যাবে; আর না মানলে স্থায়ী শাস্তির মধ্যে পতিত হবে।”[3]

সূরা আল-কাফিরুন ‘সুরাহ্‌তুল ইখলাস’-এর দ্বিতীয় অংশ বা ‘তাওহিদের আমলি ও ইরাদির সূরা’ বলা হয়।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

ইবন কাইয়্যিম (রহ.) সূরা আল-কাফিরুন ও সূরা আল-ইখলাস সম্পর্কে বলেন: আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা তাওহিদের এই দুই প্রকারকে বিশুদ্ধতার (ইখলাসের) দুটি সূরায় একত্রিত করেছেন, এবং সেই দুটি সূরা হলো— সূরা আল-কাফিরুন: এটি তাওহিদে আমালি ও ইরাদি (কর্মগত ও সংকল্পগত একত্ববাদ)-এর বিষয়বস্তু ধারণ করে। সূরা আল-ইখলাস: এটি তাওহিদে ইলমি ও খাবারি (তাত্ত্বিক ও বর্ণনামূলক একত্ববাদ)-এর বিষয়বস্তু ধারণ করে। সূরা আল-ইখলাসে আল্লাহর জন্য সেই পরিপূর্ণ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁর জন্য প্রযোজ্য, এবং তাতে আল্লাহকে যাবতীয় ত্রুটি, অপূর্ণতা ও সমকক্ষতা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা আল-কাফিরুনে কেবল একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের

[1] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: الولاء والبراء في الإسلام - সালিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: اقتضاء الصراط المستقيم المخالفة أصحاب الجحيم - ইবনে তাইমিয়া।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: الولاء والبراء في الإسلام - সালিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান।

ঘোষণা রয়েছে, যাঁর কোনো শরিক নেই, এবং এতে আল্লাহর ইবাদতকে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যদের ইবাদত থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই দুটি সূরা একত্রে তাওহিদকে পরিপূর্ণ করে।

সূরা আন-নাসর	মাদানি	বিজয় ও সাফল্যের ঘোষণা – ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ ৩০তম পারা, সূরা আন-নাসর (সূরা নং: ১১০), আয়াত সংখ্যা: ৩। এই সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে, তাই আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।

কিছু লক্ষ্য

- যখন মানুষ হিদায়াত লাভ করে, তখন দাঈ (দ্বীন প্রচারকারী) ব্যক্তির উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- এটি মাদানি সূরা, যেখানে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।
- এতে মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি, ইসলামের দ্বীপ্তভাবে আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়া, সত্যের প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের ধ্বংস হওয়ার এবং মানুষের দলেদলে ইসলাম গ্রহণ করার সুসংবাদ রয়েছে। (*সহিহ বুখারি, ৪২৯৪*)
- আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে কী সম্পর্ক? [1]
- সাধারণত, যখন কেউ বিজয় অর্জন করে, তখন অহংকার ও আত্মগরিমায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, ফলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যেতে পারে। ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) এই অহংকার দূর করে। এটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিজয় ও সফলতা কোনো ব্যক্তির অহংকার করার জন্য নয়, বরং এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত। যেমন প্রতিটি ইবাদতের পর ইস্তিগফার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ইবাদতের মধ্যে কোনো ত্রুটি থেকে না যায় এবং এটি বিনয়ের সর্বোচ্চ রূপ, যা আল্লাহ খুব পছন্দ করেন।
- সূরা আন-নাসর আমাদের শেখায় যে, সর্বদা সত্যের বিজয় ঘটে।[1]

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: شرح حديث سيد الاستغفار - আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বাদর।

সূরা আল-মাসাদ	মাক্কি	যে ব্যক্তি ইসলাম অনুসরণ করে না, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। এটি পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারার সূরা, নাম আল-মাসাদ / লাহাব। সূরা নম্বর ১১১ এবং আয়াত সংখ্যা ৫। এই সূরায় আবূ লাহাব ও তার পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

কিছু লক্ষ্য

- প্রত্যেক সেই ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য, যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে।[2]
- এটি একটি মাক্কি সূরা এবং এর অন্যান্য নাম সূরা আল-লাআব ও সূরা আত-তাব্বাত।
- আল্লাহ আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীকে জাহান্নামের শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। তার স্ত্রীর ঘাড়ে রশি থাকবে, যা একটি বিশেষ ধরনের শাস্তি, কারণ সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দিত।[3]
- সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) বলেন: আবূ লাহাবের স্ত্রী একটি দামী রত্নখচিত হার পরিধান করত এবং বলত যে, সে এটি বিক্রি করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যয় করবে। তাই আল্লাহ তাকে শাস্তিস্বরূপ আগুনের রশি পরিয়ে দেবেন।

---

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: اظہار الحق - রহমাতুল্লাহ বিন খলিলুর রহমান আল-হিন্দি।

[2] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: الصارم المسلول على شاتم الرسول– ইমাম আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)।

[3] বিশদ জানতে প্রণিধান করুন: তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৫।

সূরা আল-ইখলাস	মাক্কি	এই সূরার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান নিয়ে মতভেদ আছে, তবে মদিনার মুসহাফ অনুযায়ী এটি মাক্কি সূরা।
		এটি খাঁটি তাওহিদের (একত্ববাদ) সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করে।
		৩০তম পারা, সূরা নম্বর ১১২ এবং আয়াত সংখ্যা ৪। এই সূরাকে সূরাতুত-তাওহীদও বলা হয়। এই সূরায় আল্লাহ তাআলার একত্বের ঘোষণা করা হয়েছে এবং শিরককে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

কিছু লক্ষ্য

- খাঁটি তাওহিদ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়। এতে আল্লাহর গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে।
- কুরাইশের কাফেররাও তাওহিদের দাবি করত, কিন্তু তারা বিশুদ্ধ তাওহিদ থেকে দূরে ছিল। এই সূরায় সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে যে মুক্তির জন্য কেবল তাওহিদ নয়, বরং খাঁটি তাওহিদ আবশ্যক।
- এই সূরা আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে।[1]
- সূরাতুল ইখলাস – এটি আল্লাহর "আর-রহমান" গুণের বহিঃপ্রকাশ এবং এতে তাওহিদে ইলমি (তাত্ত্বিক ও বর্ণনামূলক একত্ববাদ) আলোচিত হয়েছে।
- ইমাম রাজি (রহ.) বলেন: পদবীর আধিক্য শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ইঙ্গিত দেয়। এ বিষয়টা আমাদের মধ্যেও সুপরিচিত। এই সূরার কিছু নাম হলো: সুরাতুত-তাফরিদ, সুরাতুত-তাজরিদ (নিরপেক্ষতার সূরা), সুরাতুত-তাওহীদ, সুরাতুল-ইখলাস।
- এই সমস্ত নামের মূল বিষয় আল্লাহর তাওহিদ। সূরাতুল কাফিরুন ও সূরাতুল ইখলাস– এই দুটি সূরার সম্পর্কে ইবনে কাইয়িম (রহ.)-এর বক্তব্য আলোচিত হয়েছে।

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: تفسير سوره الاخلاص- ইবনে তাইমিয়া।اتحاف الخلق بمعرفة الخالق – আব্দুল্লাহ বিন জারউল্লাহ বিন ইবরাহিম আল-জারউল্লাহ। شروط لا إله إلا الله - আব্দুর রাজ্জাক আল-বাদর আল-আবাদ। فقه الأدعية والأذكار , نور الإخلاص وكلمات الشرك – আল-কাহতানি।

সূরা আল-ফালাক	মাক্কি	এই সূরার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান নিয়ে মতভেদ আছে, তবে মদিনার মুসহাফ অনুযায়ী এটি মাক্কি সূরা। এটি রোগ-বালাই থেকে মুক্তি এবং চারটি বাইরের শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষার দুআ। ৩০তম পারা, সূরা নম্বর ১১৩, আয়াত সংখ্যা ৫। এই সূরায় রোগ-বালাই প্রতিরোধ, প্রতিকার ও আত্মরক্ষার দুআ রয়েছে। এতে জাদু, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ শিখানো হয়েছে।

কিছু লক্ষ্য

- মানুষের বিপদ ও বাহ্যিক ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া।
- প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়া উচিত।
- সূরাতুল ফালাক বাহ্যিক (বাইরের) অনিষ্ট ও অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ। যেমন আল্লাহ রাতের আঁধার বিদূরিত করে দিনের আলো আনেন, তেমনি তিনি বাহ্যিক ক্ষতি দূর করতে এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম।

প্রাসঙ্গিকতা ও তফসিরের সূক্ষ্মতা

- সূরা ফালাকে বাহ্যিক শত্রুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সূরা নাসে অভ্যন্তরীণ শত্রু তথা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

সূরা আন-নাস	মাক্কি	এই সূরার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান নিয়ে মতভেদ আছে, তবে মদিনার মুসহাফ অনুযায়ী এটি মাক্কি সূরা। অভ্যন্তরীণ শত্রু (শয়তান ও প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা) থেকে রক্ষার দুআ। আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে। ৩০তম পারা, সূরা নম্বর ১১৪, আয়াত সংখ্যা ৬। এই সূরাও সূরা আল-ফালাকের মতো "মুআওয়িজ্ব" (আশ্রয় প্রার্থনার সূরা) হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থনা করা হয়। এতে আল্লাহর গুণবাচক নামের মাধ্যমে দুআ শিখানো হয়েছে।

কিছু লক্ষ্য

- অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট, অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া।
- এটি মুআওয়িজ্জাতাইন-এর দ্বিতীয় সূরা, যেখানে এমন কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা মানুষের অন্তরে ঢুকে পড়ে, তা সে জিন হোক বা মানুষ।[1]
- এতে "আন-নাস" (মানুষ) শব্দটি বারবার এসেছে।
- এটি কুরআনের শেষ সূরা।
- কুরআনের সূচনা হয়েছে সূরা ফাতিহার "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন) দিয়ে এবং শেষ হয়েছে "مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ" (মিনাল জিন্নাতি ওয়ান-নাস) দিয়ে। আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা এবং দুষ্ট জিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে সমাপ্তি করা—এটি একটি উত্তম সূচনা এবং উত্তম সমাপ্তি।
- সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শুরু এবং মু'আউওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) দিয়ে সমাপ্তির অর্থ হলো, বান্দার জন্য প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া আবশ্যক, তা শুরুতেই হোক বা শেষে। (أعوذ / أعوذ)[2]
- সূরা নাস অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে আশ্রয় প্রার্থনার (তাওয়াউয) অবস্থান ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের ভিতরের খারাপ চিন্তা ও প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত। তাই যথাযথ হবে, এই গুণাবলির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত—(رَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ)।
- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله) বলেন: সূরা নাস মানুষের অন্তর থেকে উদ্ভূত অনিষ্টকে দূর করে, আর সূরা ফালাক সেই অনিষ্ট দূর করে, যা বাহ্যিকভাবে মানুষের ওপর এসে পড়ে। সূরা ফালাকে সাধারণ ও বিশেষ সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। والله أعلم।[3]
- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (رحمه الله) এর ব্যাখ্যা: তিনি এমন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, যার পর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, সূরা নাস: এতে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা পাপ ও অবাধ্যতার কারণ হয়। এটি এমন এক

[1] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: شرح كتاب ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة ইবনে কাইয়িম আল-জাওজিয়া

[2] বিস্তারিত জানতে পড়ুন: শাইখ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-আবাদ আল-বাদরী রচিত " أثر الأذكار الشرعية في طرد الهم والغم"। শাইখ আব্দুর রাযযাক আল-আবাদ রচিত "فقه الأدعية والأذكار"

[3] প্রণিধান করুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৭/৫৬২।

অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট, যা দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তির কারণ হয়। সূরা ফালাক: এতে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা অন্যের প্রতি জুলুম ও কষ্টের কারণ হয়। এটি বাহ্যিক অনিষ্ট। সূরা নাস: এতে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা মানুষ নিজের উপর জুলুম করার মাধ্যমে সৃষ্টি করে। এটি অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট।

- প্রথম অনিষ্ট (বাহ্যিক অনিষ্ট): বান্দা এর জন্য দায়বদ্ধ নয়, কেননা এটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই তাকে এটি প্রতিহত করার জন্য দায়ী করা হয়নি।
- দ্বিতীয় অনিষ্ট (অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট): বান্দা এটি এড়ানোর জন্য দায়বদ্ধ, এবং শরীয়ত তাকে এটি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রথম অনিষ্ট মুসিবত (বিপদ), আর দ্বিতীয় অনিষ্ট নৈতিক ত্রুটি ও পাপ। প্রত্যেক অনিষ্টের মধ্যে বিপদ এবং গুনাহ উভয়ই থাকে। এর বাইরে আর কোনো তৃতীয় ধরণ নেই। সূরা ফালাক: এতে বিপদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সূরা নাস: এতে কুমন্ত্রণা (ওসওয়াস) থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, কেননা প্রত্যেক অনিষ্টের মূল কারণ হলো ওসওয়াস।[1]
- সূরা নাসে আল্লাহর তিনটি নাম (رَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ) ব্যবহারের মাধ্যমে দুআ শেখানো হয়েছে, কারণ ওসওয়াসা সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। সমস্যা ও বিপদ যতো কঠিন হবে ততো বেশি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। সূরা ফালাকে একটি নাম ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ এতে বাহ্যিক অনিষ্টের কথা বলা হয়েছে, যা ওসওয়াসের অনিষ্ট অপেক্ষা কম।

[1] প্রণিধান করুন: বাদাইঊল ফাওয়াইদ, ২/৪৭৩।

অবশেষে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট দুআ করি যে, তিনি আমাদের সকলের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদের উপর তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত ও বরকত বর্ষণ করুন, এবং আমাদের কুরআন মাজিদ পাঠকারী, তা বুঝার, সেই অনুযায়ী আমল করার এবং তার মাধ্যমে বরকত লাভ করার তাওফিক দান করুন।

اللَّهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

"হে আল্লাহ! কুরআন মাজিদকে আমার (এবং আমাদের সকলের) হৃদয়ের প্রশান্তি ও সতেজতা, চক্ষুর শীতলতা ও আলো, দুঃখ ও চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন।" (ইবনে হিব্বান, হাদিস: ১৯৭২, এবং এর সূত্র সহিহ।)[1]

হে আল্লাহ! যারা এই সৎকর্মে অংশ নিয়েছে, তাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন। কুরআন মাজিদের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় ও মননকে উন্মুক্ত করে দিন, আমাদের জন্য একে বোঝা সহজ করে দিন। আমিন।

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

বিনীত

হাফিজ আরশাদ বাশির উমরি মাদানি

২৫ রমাযানুল মুবারক, ১৪৪৩ হিজরি

---

[1] ما أصاب أحدا فقط هم ولا حزن ، فقال : اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، و ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاءك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبى، و نور صدري وجلاء حزني ، و ذهاب همي، إلا أذهب الله همة و حزنه ، و أبدله مكانه فرجا قال : فقيل يا رسول الله الا تتعلمها ؟ فقال بلى ، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.

الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث: الألباني | المصدر السلسلة الصحيحة

الصفحة أو الرقم: 199 | خلاصة حكم المحدث: صحيح

التخريج : أخرجه أحمد (3712) واللفظ له، وابن حبان (972)، والطبراني (10/210) (10352)